উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৪৫৯.১৫ (-৫১৯.৩৪)

নিফটি : ২৫,৫৯৭.৬৫ (-১৬৫.৭০)

বিলাসপুরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত ৫
করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনল ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর। সেখানে যাত্রীবাহী ট্রেন এবং মালগাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৫ জনের (অসমর্থিত সূত্রে ৯)। » ৭

‘গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল’
ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে ক'টা আসন পাবে বিজেপি? এমন প্রশ্ন কার্যত এড়িয়ে গেলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর জবাব, ‘গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল’। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৯°	৩২°	২১°	৩২°	২১°	৩১°	১৮°

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে নেই রিচা » ১১

শিলিগুড়ি ১৮ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 5 November 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 166

...বাড়িতে আছেন?

বঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল এসআইআর প্রক্রিয়া। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ছেন বিএলও-রা। প্রথম দিনই অবশ্য ক্ষোভ জমেছে বহু জায়গায়। সঙ্গে আরও চরমে রাজনৈতিক তর্জা। এসআইআর-এর প্রতিবাদে পথে তৃণমূল। ভোটারদের আগলে রাখার আশ্বাস মমতার। পালটা খোঁচা বিজেপি তথা শুভেন্দুদের।

খুনে অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন

কলকাতা ও রাজগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : খুন ও অপহরণের অভিযোগে নাম জড়াল বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। এই নামে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে একজন বিডিও আছেন। তবে তিনিই অভিযুক্ত কি না তা নিশ্চিত করা যায়নি।

ঘটনাটি উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক দূরে সল্টলেকের দত্তাবাদের। সেখানকার স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে বিধাননগর দক্ষিণ থানায়। ওই ঘটনায় সরাসরি প্রশান্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে নিহতের পরিবার।

অভিযোগ অনুযায়ী, দত্তাবাদের দোকান থেকে স্বপনকে অপহরণ করতে নীলবাতি লাগানো গাড়ি চড়ে গিয়েছিলেন ওই বিডিও। পরদিন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হয় নিউটাউনে বাগজোলা খালের কাছে।

রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্তকে অবশ্য মঙ্গলবার তাঁর অফিসে কিছুক্ষণ দেখা গিয়েছে। কিন্তু ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। মোবাইলে ও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে সাড়া দেননি তিনি। বিধাননগর দক্ষিণ থানা অবশ্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০১(১), ১৪০(৩), ২৩৮ ও ৩০৩(২) ধারায় মামলা রুজু করেছে। পুলিশ তদন্তও শুরু করেছে। যদিও পুলিশের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ, নিজের নাম প্রশান্ত জানিয়ে নিজেকে বিডিও বলে দাবি করেন অপহরণকারী। তিনি নাকি তাঁর বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনার খোঁজে দত্তাবাদে স্বপনের দোকানে গিয়েছিলেন। স্বপনের সঙ্গে ওই দোকানঘরটির মালিক গোবিন্দ বাগকেও তুলে নিয়ে যান তিনি। পরে গোবিন্দকে ছেড়ে দিলেও স্বপনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। নীলবাতি লাগানো বিডিও-র গাড়িতে আরও কয়েকজন ছিলেন।

স্বপনের ভাই রতন কামিল্যার অভিযোগ, তাঁর দাদাকে খুন করা হয়েছে। দত্তাবাদের দোকান থেকে সোনার জিনিস এবং সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে যান প্রশান্তরা। দত্তাবাদে যে ওয়ার্ডে স্বপনের দোকান, সেখানকার প্রাক্তন কাউন্সিলার নির্মল দত্ত বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। স্বপন কামিল্যা এখানে ভাড়া থাকতেন। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে শুনেছি।’ বিধাননগরের ডিসি (হেডকোয়ার্টার) অনীশ সরকার অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

ভয়ংকর অভিযোগ
- নিউটাউনে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার
- পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে
- ২৮ অক্টোবর তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে দাবি
- নীলবাতির একটি গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন একজন
- তিনি নিজেকে বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলে পরিচয় দেন
- এই প্রশান্ত রাজগঞ্জের বিডিও কি না, নিশ্চিত নয়

এরপর দশের পাতায়

মাস্টারমশাই এখন সরকারি কেরানি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ধ্বনিত হয়েছে অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার প্রার্থনা, উপনিষদের সেই গভীর বাণী ‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’। শিক্ষা হল সেই আলোর যাত্রাপথের প্রধান বাহন। আর শিক্ষক তার কান্ডারি। গুরু, মাস্টারমশাই থেকে স্যর- আধুনিকতার ছোঁয়ায় শব্দের বিবর্তন ঘটেছে, শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়েছে। তবে শিক্ষক বা ছাত্র ছাড়া শিক্ষার অস্তিত্ব নেই।

শিক্ষকরা একসময় ছিলেন সমাজের মেরুদণ্ড। আর এখন শিক্ষকদের অবস্থা হয়েছে সরকারি প্রকল্পের কুলির মতন। এখন তাঁদের মুখ্য কাজ স্কুলে গিয়ে মিড-ডে মিলের চাল, ডাল, ডিমের হিসেব নেওয়া, প্রয়োজনে বাজার করা। তারপর কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথীর নথি গোছানো। শিক্ষা দপ্তরের নানা চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, মাঝেমধ্যেই বিডিও অফিসে মিটিংয়ে যোগ দেওয়া ইত্যাদি। ক্লাস নেওয়া? সে তো একটা গৌণ বিষয়। বাকি সব কাজ করে সময় থাকলে তবেই ক্লাসে ঢুঁ মারা যায়। সরকারের কাছে শিক্ষকের প্রধান পরিচয়, তিনি সবচেয়ে সহজে পাওয়া সরকারি কর্মচারী, যাঁকে যে কোনও ঝক্কির কাজে যখন তখন লাগিয়ে দেওয়া যায়।

> রাজ্য সরকারের মতোই নির্বাচন কমিশনও রাজ্যের শিক্ষার বেহাল দশা নিয়ে চিন্তিত নয়। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজ অবশ্যই জরুরি। তবে তার থেকেও জরুরি শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখা। শিক্ষকদের বদলে অন্য সরকারি কর্মচারীদের বিএলও বানিয়ে এসআইআর-এর কাজ সম্পন্ন করা যেত।

কথায় বলে, ‘বিদ্যা নরোত্তম বল’। কিন্তু সেই বিদ্যা দান করবেন কে? পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় এক অদ্ভুত আঁধার তৈরি হয়েছে। একদিকে শিক্ষকের অভাবে বহু স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে ছাত্রের অভাবে স্কুলের গেটে তালা পড়তে শুরু করেছে। ছাত্র নেই বলে ৭ হাজারের বেশি প্রাথমিক স্কুল (গত দশ বছরে) বন্ধ হয়েছে, আবার ৮ হাজারের বেশি স্কুলে ৫০-এর কম ছাত্র। ভাবুন একবার! শূন্য পড়ুয়ার জন্য স্কুলবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর শিক্ষককে পাঠানো হচ্ছে পাড়ার ভোটার তালিকা ‘শুদ্ধ’ করতে!

তাও যদি শিক্ষক ঠিকমতো থাকতেন! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হল।

এরপর দশের পাতায়

কলেজপাড়ায় এক ভোটারের বাড়িতে তালিকা মেলাচ্ছেন বিএলও। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

নথির আশ্বাস মমতার, জালিয়াতির শঙ্কা শুভেন্দুর

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : নথি নিয়ে চিন্তা নেই। নথি জোগানোর আশ্বাস দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘মা-বাবার সার্টিফিকেট ছাড়া আরও অনেক নথি দেওয়া যায়। আমাদের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সব নথি হয়ে যাবে।’ সেই নথি কে জোগাবে? মমতার সরকার না তাঁর দল। সেই তথ্য অবশ্য স্পষ্ট নয়।

তৃণমূল নেত্রীর এই ঘোষণায় নথি নিয়ে জালিয়াতির আশঙ্কা করছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। কিছু তথ্য ও প্রমাণ সহ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের রাজ্য দপ্তরে অভিযোগ জমা করেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৮ জেলায় বাংলাদেশি মুসলিমদের ভোটার তালিকায় রেখে দিতে বাসস্থানের ভুয়ো শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। তাঁর ভাষায়, ‘৮ জেলায় ৭৫ হাজার বাসস্থানের ভুয়ো শংসাপত্র বিলি হয়েছে।’

> আমরা থাকতে বাংলার একজন যোগ্য নাগরিকের নামও বাদ দিতে দেব না। প্রয়োজনে নিজেদের শেষ রক্ত দিয়ে হলেও রক্ষা করব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিডিও ও জেলা শাসকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘হুমকি নয় সতর্ক করে দিতে চাই, এসআইআর ঘোষণার পর নতুন করে শংসাপত্র দেবেন না। তাহলে পাঠানকলির ভুয়ো জন্মমৃত্যুর শংসাপত্রের মতো হবে। তেমন হলে আপনাদের কপালে দুঃখ আছে।’ মঙ্গলবারই শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) এনুমারেশন ফর্ম বিলি।

একইদিনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নিয়ে পথে নামে তৃণমূল ও বিজেপি। কলকাতার রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত তৃণমূলের মিছিলের সামনে ছিলেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে বিজেপির মিছিলে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এসআইআর-এর প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল শেষে এক জমায়েতে মমতা বলেন, ‘আমরা থাকতে বাংলার একজন যোগ্য নাগরিকের নামও বাদ দিতে দেব না। প্রয়োজনে নিজেদের শেষ রক্ত দিয়ে হলেও রক্ষা করব।’

এরপর দশের পাতায়

প্রশ্নের মুখে নাজেহাল বিএলও-রা

রণজিৎ ঘোষ ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজের শুরুতেই কার্যত হোঁচট খাওয়ার উপক্রম। বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) কাছে এলাকাভিত্তিক ধারাবাহিকভাবে ভোটারদের জন্য তৈরি এসআইআর ফর্ম না থাকায় বাড়ি খুঁজতে তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। আবার নির্বাচন কমিশন এসআইআরের কাজে যুক্ত বিএলওদের অন্য কোনও কাজ করতে হবে না বললেও রাজ্য সরকার ছুটি মঞ্জুর না করায় শিক্ষক থেকে শুরু করে অন্য সরকারি কর্মচারীরা সমস্যায়। অনেক এলাকায় আবার সাধারণ মানুষের অনেকে ছেলে বা মেয়ের নাম ভোটার তালিকায় তোলার ফর্ম চেয়ে বসছে। সব মিলিয়েই বিএলও-রাও বিভ্রান্তির মধ্যেই এদিন কাজ শুরু করেছেন।

শিলিগুড়ির অতিরিক্ত নির্বাচন আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা বলেন, ‘এসআইআরের কাজ ভালোভাবেই শুরু হয়েছে। কোথাও থেকে কোনও অভিযোগ পাইনি। তবে, আমরা ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম (ফর্ম-৬) বিএলও-দের দিয়ে দেব।

এরপর দশের পাতায়

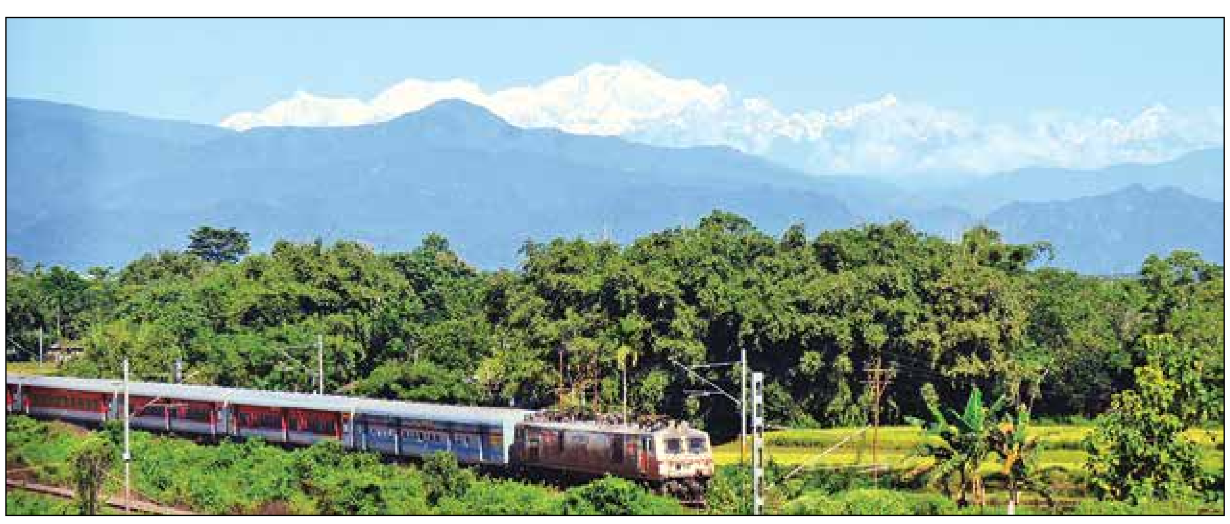

রুপোর মুকুট। সাহুডাঙ্গি ফ্লাইওভার থেকে দৃশ্যমান কাঞ্চনজঙ্ঘা। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

মেয়রের পাড়ায় রাস্তা সারাই, ব্রাত্য অন্য জায়গা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : সকালে রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসানো হচ্ছে, সন্ধে নামতেই পাথর ফেলে রোলার চালিয়ে রাস্তা একদম চলার যোগ্য করে দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে সেখানে পিচের প্রলেপও পড়ে যাচ্ছে। ঘটনাস্থল শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেবের পাড়া।

একইভাবে সকালে রাস্তা খুঁড়ে রাতেও একাধিক এলাকা সেই অবস্থায় ফেলে রাখা হচ্ছে। সেখানে পাইপ ফেটে বের হওয়া জলে ভাসছে রাস্তা। শিলিগুড়ি শহরে সুয়োরানি এবং দুয়োরানির গল্প মেয়রের পাড়া আর অন্যান্য এলাকার। বিরোধীরা তো বটেই, শাসকদলের কাউন্সিলারদের অনেকেও এই অভিযোগ তুলছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, ‘মেয়রের বাড়ির পেছনের রাস্তা দেখবেন, যেদিন খুঁড়েছে সেদিনই মাটি, পাথর ফেলে রোলার করে সমান করে দিয়েছে। আজ অন্য যেখানে যেখানে খুঁড়েছে সেই এলাকাগুলি দেখে আসুন একবার।’ এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

শিলিগুড়িতে সুয়ো-দুয়োর গল্প

মঙ্গলবার থেকে শহরের কিছু জায়গায় নতুন করে পানীয় জলের পাইপলাইন এবং ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ শুরু হয়েছে। যে কারণে কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়া সহ একাধিক এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে। আর এই কাজ করতে গিয়েই পানীয় জলের পাইপ ফেটে জল অপচয় হচ্ছে শহরে।

এরপর দশের পাতায়

প্রজাপতি নিধনে বিবর্ণ চা বলয়

রাসায়নিক দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রজাপতির ডানা। রাসায়নিক তেলের প্রভাবে ডানা ভারী হয়ে যাওয়ায় ক্রমশ ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে প্রজাপতিরা। আর সেটাই তাদের মরণ ডেকে আনছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৪ নভেম্বর : পতঙ্গ, ওরে পতঙ্গ/ এই নির্বোধ আঙুলে আমার/ চঞ্চল তোর নিদাঘ-রঙ্গ/ মুছে গেলে ফুটে উঠবে না আর।- উইলিয়াম ব্লেকের কালজয়ী কবিতা ‘দ্য ফ্লাই’ যেন ডুয়ার্সের চা বলয়ে নির্মম বাস্তব হয়ে উঠেছে। চা বাগান ও কৃষিজমিতে রাসায়নিক ও কীটনাশকের বেলাগাম ব্যবহারে ডুয়ার্স থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে প্রজাপতিরা। চা বাগান রাস্তায় বা গ্রামে খেতে ঘুরলেই এখন দেখা যাবে মৃত প্রজাপতিরা পড়ে রয়েছে।

জীববিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ভারতে প্রায় ১৩৩০ প্রজাতির প্রজাপতির হদিস মেলে। তাদের অধিকাংশেরই ঠিকানা হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব অংশে। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে চারশো প্রজাতির প্রজাপতি দেখা যায় ডুয়ার্সে। একসময় যে প্রজাপতির জন্য খ্যাতি ছিল ডুয়ার্স সহ উত্তরবঙ্গের, সেখানেই এখন প্রজাপতিরা আর ডানা মেলে না।

ডুয়ার্সে যে প্রজাপতি পাওয়া যায় সেই প্রজাতির নাম অ্যাট্রোফানুরা বরুনা। সেই প্রজাপতি মূলত চা বাগানের বাসিন্দা। তবে চা গাছের পাতা তাদের খাদ্য নয়। প্রজাপতি ডিম পাড়তে এবং শুঁয়োপোকাকে বড় করতে কারিপাতা গাছ, ওলেন্ডার এবং জুঁই গাছের মতো কিছু নির্দিষ্ট গাছে বাসা করে। এর বাইরে, প্রজাপতিরা ফুলের মধু খাওয়ার জন্য জিনিয়া, তুলসী এবং সূর্যমুখীর মতো ফুলে ঘুরে বেড়ায়। একসময় ডুয়ার্সে এইসব গাছ প্রচুর থাকলেও বর্তমানে তাদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। সেইসঙ্গে বায়ু দূষণ, রাসায়নিক দূষণের মারাত্মক প্রভাব পড়ছে প্রজাপতির প্রজননে।

চা বাগানে পড়ে রয়েছে মরা প্রজাপতি।

জীববিজ্ঞানীরা দেখেছেন, রাসায়নিক দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রজাপতির ডানা। রাসায়নিক তেলের প্রভাবে ডানা ভারী হয়ে যাওয়ায় ক্রমশ ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে প্রজাপতিরা। আর সেটাই তাদের মরণ ডেকে আনছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক তথা প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ নীনা সিং বলেন, ‘চা বাগানে কীটনাশক ও

এরপর দশের পাতায়

জালিয়াতিতে ধৃত পদ্ম কর্মী

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৪ নভেম্বর : শুধু তৃণমূল নেত্রীর ছেলে নন, খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের জন্মমৃত্যু শংসাপত্রের জালিয়াতিতে এবার গ্রেপ্তার হলেন গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির এক প্রার্থী। তাঁর নাম কুন্দনকুমার দাস। শংসাপত্র জালিয়াতিতে এ পর্যন্ত চারজন গ্রেপ্তার হলেন। এলাকাবাসীর কটাক্ষ, জালিয়াতির কারবারে দুই ফুলের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

ধৃত কুন্দন রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকারী কেলাবাড়ির বাসিন্দা। মঙ্গলবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি পুলিশ। তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক। জালিয়াতি কাণ্ডে খড়িবাড়ি পুলিশ হেপাজতে থাকা নকশালবাড়ির বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী নবজিৎ গুহ নিয়োগীকেও এদিন আদালতে তোলা হয়।

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে চলতি মে থেকে জুলাই এই মাসে ৮৭০টি জাল জন্মমৃত্যু শংসাপত্র তৈরির হদিস পায় স্বাস্থ্য দপ্তর। খবর প্রকাশিত হতেই বিরোধী দল বিজেপি এবং সিপিএমের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে খড়িবাড়ি। চাপে পড়ে ১৭ অক্টোবর রাতে খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক খড়িবাড়ি থানায় জেলা তৃণমূল নেত্রীর ছেলে তথা হাসপাতালের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং এই জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম পান্ডা পার্থ সাহার নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পার্থর একটি মুচলেকার ওপর ভিত্তি করে ২২ অক্টোবর রাতে খড়িবাড়ি পুলিশ নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী তথা জালিয়াতি কাণ্ডের এজেন্ট নবজিৎ গুহ নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করেছিল।

এরপর দশের পাতায়

নিশীথ প্রামাণিক ও বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর সঙ্গে অভিযুক্ত। -ফাইল চিত্র

বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৪৭_২৫-২৬, তারিখ: ৩১-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৪৭_২৫-২৬, কাজের নাম: ... টেন্ডার মূল্য: ১,৪১,৬৮,৬৫৩.৮৭ টাকা; বায়না রাশি: ২,২৪,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টি আন্ড সিআরডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দুর্ঘটনায় জখম ১০ বাসযাত্রী

পুরাতন মালদা, ৪ নভেম্বর : রায়গঞ্জ থেকে মালদাগামী একটি সরকারি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। মঙ্গলবার বিকেলে পুরাতন মালদার মিশন রোড সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়দের দাবি, বাসটি মিশন রোড ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি ১০ চাকার লরি বাসটিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় বাসের কমপক্ষে ১০ যাত্রী জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে, মালদা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং জখমদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার কারণে কিছুক্ষণের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৮-২০২৫-২৬ তারিখ ৩০-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: ... টেন্ডার রাশি: ২,৯৪,৬৩,৮৩১.৫৫/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৯৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তিনসুকিয়া মণ্ডলে এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এন-২০২৫-২৬-টিএসকে-এসঅ্যান্ডটি-২৮ তারিখঃ ৩০-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. এন-২০২৫-২৬-টিএসকে-এসএন্ডটি-২৮। কাজের নাম: ... - ৪২ টিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএন্ডটি কাজ। টেন্ডার রাশি: ১৯,৫৯,৬২৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৩৯,১০০/-টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই/তিনসুকিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৩৭, ১৩৮-এমএলডিটি-২৫-২৬ তারিখ ৩১.১০.২০২৫ (পি. ওয়ে ও ব্রিজের কাজ) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) ... ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং. ঃ ১৩৭-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার / সাহিবগঞ্জের এখতিয়ারাধীন মহারাজপুর থেকে সকরিগলি পর্যন্ত রেলওয়ে সাইডিং স্থানান্তর সম্পর্কিত পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ২,২০,৩৮,৯১৬.২৫; (২) টেন্ডার নং. ঃ ১৩৮- এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/মালদার অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, মালদাতে বাস্কেটবল, লন টেনিস কোর্টের প্রবেশদ্বার, ফুটবল ও হকি মাঠ এবং ভাস্কর্যের সাজসজ্জা এবং সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৩১,৩০,৬৬২.৮৭; টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ টেন্ডার নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য ২৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। MLD-215/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

ছিদ্রযুক্ত ছাদের মেরামতের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৯৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ৩১-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৩-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও স্থিত এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জংশন খণ্ডে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহিত ডেলিভেরি আউটলেট পাইপলাইন, পাম্প হাউস, সাম্প সহিত এপোক্সি ট্রিটমেন্ট, উপযুক্ত পাম্পিং ম্যারেঞ্জমেন্ট সহ আরইউবি নং. ৩৭ এর ছিদ্রযুক্ত ছাদের মেরামতের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,৪১,৬৮,৬৯৭.৭১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২০,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৪ অব ২০২৫, তারিখঃ ০১-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনেঃ ট্র্যাক বেসড লুব্রিকেটর (হাইড্রলিক টাইপ)-এর জন্য ০২ বছর সময়ের জন্য স্পেয়ার পার্টস সহ পরিষেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর সাথে এএমসি। টেন্ডার মূল্যঃ ১৬,১৩,৫৬০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩২,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহারঃ আলুয়াবাড়ি রোড - গুঞ্জরিয়া ব্লক সেকশন- এসএসই/ওয়ার্কস/কিষানগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীনে কি.মি. ৫৮/১-২-তে অননুমোদিত পথচারী পারাপার-এ আরইউবি নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৯১,৫৪,৩৮২.৫১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৯৫,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে রত্তাপানি বেস ইয়ার্ড থেকে বাঁধ মেরামত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,১৫,০১,৭৬১.২৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,০৭,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে রত্তাপানি - বিপিএমএস সাইডিং-এর মধ্যে বিজি সিটিআর(এস)। (সর্ব মোট = ১৩.৫ কি.মি.)। (খ) সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে বিপিএমএস সাইডিং-এ পিএসসি স্লিপারে বিদ্যমান ৯০আর (লুজ হীল) ১ ইন ৮.৫ বাই ৫২ কেজি ১ ইন ৮.৫ এফ/এস-এর বিজি টিটিআর(পি)। (মোট = ৬টি সেট, স্লিপার সহ)। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৯১,১৪,২৫৯.০৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,৪৫,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৮-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কের স্ট্রাকসারেল অডিট

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ৩১-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/রঙ্গিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে বিদ্যমান সমস্ত স্টিল ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কের জন্যে তৃতীয় পক্ষের স্ট্রাকসারেল অডিট। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৫,০২,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০২,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

টোকাঃ টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নভেম্বর, ২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য নভেম্বর, ২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	নভেম্বর, ২০২৫	১১/১১/২০২৫, ১৮/১১/২০২৫, ২৫/১১/২০২৫, ২৮/১১/২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT NO: E-NIT NO: WB/29/APAS-13/BDOKNT/25-26-Retender, Dated: 03-11-2025 Work Sl 01 to 32, E-NIT NO: WB/033/WBSRDA/BDOKNT/25-26, Dated: 03-11-2025 Work Sl 01 to 04, E-NIT NO: WB/30/APAS-14/BDOKNT/25-26, Dated: 03-11-2025 Work Sl 01 to 10, E-NIT NO: WB/31/APAS-15/BDOKNT/25-26, Dated: 03-11-2025 Work Sl 01 to 09, E-NIT NO: WB/32/APAS-16/BDOKNT/25-26, Dated: 03-11-2025 Work Sl 01 to 23, E-NIT NO: WB/34/APAS-17/BDOKNT/25-26, Dated: 03-11-2025 Work Sl 01 to 20, E-NIT NO: WB/35/APAS-18/BDOKNT/25-26, Dated: 03-11-2025 Work Sl 01 to 41. Last date of submission of bid through online is 24-11-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** for 03-11-2025 from 17:00 hrs. respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সিনিয়র/জুনিয়র রিপোর্টার চাই

WALK-IN-INTERVIEW

শিলিগুড়িতে সিনিয়র/জুনিয়র রিপোর্টার নেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা বুধবার, ৫ নভেম্বর ২০২৫-এ বেলা ১১টায় সিভি সহ সরাসরি চলে আসতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা থাকবে।

সময় : দেড় ঘণ্টা

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১

ব্যবসা

Work From Home! Part/Full time. Call: 9668202020. (K)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা বয়স 35 এর মধ্যে, Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No- 8016140555. (C/119012)

Notice Inviting eBid

The Executive Officer, Karandighi , Uttar Dinajpur invites the following NIT:
1. eNIT No : - 65/KDI/2025-26, Memo No : 930/PS , Dated : 04/11/2025
2. eNIT No :- 66/KDI/2025-26, Memo No: 931/PS , Dated : 04/11/2025.
Bid Proposal submission Start date : 05/11/2025 at 05.00 PM, Bid proposal for Submission Closing date : 25/11/2025 at 10.00 AM. Bid Opening for Technical evaluation date : 27/11/2025.

Executive Officer
Karandighi Panchayat Samity

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide e-NIT No.- 4(e)/BDO/K-I of 2025-2026 Dated- 03.11.2025 by the BDO Kaliachak-I dev. Block, Malda on behalf of P & RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in / www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 20.11.2025 at 18:00 hours.

Sd/- Block dev Officer
Kaliachak-I dev block, Malda

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি, কুচবিহারবাসীদের নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। 8240311982. (K)

●

Aquaguard এ প্রচুর M/F Advisor চাই। বেতন+কমিশন। ইন্টারভিউ জলপাইগুড়ি 6.11.25, শিলিগুড়ি 7/11/25. Ph. 9046200191. (C/119020)

●

শিলিগুড়ি বিধাননগরের একটি নামী স্কুলে আবাসিক ইলেকট্রিশিয়ান, প্লামবার, কাঠমিস্ত্রি, মালি এবং কুক প্রয়োজন। যোগাযোগ: 8927556395. (C/119021)

DDP/N-61/2025-26, DDP/N-62/2025-26 & DDP/N-63/2025-26

e-Tenders for 07 (seven) nos. of works under Rural Roads- 2025 invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT **DDP/N-61/2025-26 is 25/11/2025** at 16.00 Hours.
e-Tender for 01 (one) no. of works under 15th FC Tied (20-21) invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT **DDP/N-62/2025-26 is 18/11/2025** at 15.00 Hours.
e-Tender for 01 (one) no. of work under Rural Roads- 2025 invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT **DDP/N-63/2025-26 is 25/11/2025** at 16.00 Hours.
Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER SADAR BLOCK JALPAIGURI

NIT NO WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/23, DATED : 29/10/2025 Invited by the undersigned for 05 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri (II) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/24, DATED : 29/10/2025 invited By the undersigned for 05 No's of work under Sadar Block,Jalpaiguri (III) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/25 ,DATED : 29/10/2025 invited by the undersigned 04 No's of work Under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents : (1) From 29/10/2025 Time : 18.00 Hour To : 12/11 /2025 Time : 14.00(2) From 03/11/2025 Time : 18.00 Hour To : 17/11/2025 Time : 14.00 (3) Hours. Please visit on Website : **www.wbtenders.gov.in.** Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/- Block Development Officer Sadar Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Quotation

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla RMC. for " Collection of PARKING CHARGES to be collected from the Vehicles within Dhupguri Principal Market Yard of Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee vide e-Quotation Notice No. WBJALZRMC/08-SEC/R1/JAL/2025-26 (2nd call), DATED : 03/11/2025. The Period of Downloading of Bidding document From 05.11.2025, 14-00 Hours (IST) and last date of submission of BID is 26.11.2025, 14-00 Hours (IST). Details may be seen from the website **www.wbtenders.gov.in** from 05/11/2025. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.

Sd/- Secretary
Jalpaiguri Zilla RMC

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং 418942116399, আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল, Union Of India Driving Licence No : WB 63 1999 0943454, বাবার নাম ভুল, আমার ব্লাড গ্রুপ A+ এর পরিবর্তে B+ ভুলবশত ছাপা হয়েছে। ভোটার তালিকা-2002, সিতাই 6 নং বিধানসভা, পার্ট নং 125 ক্রমিক নং 428, পুরোনো ভোটার কার্ড নং WB/01/006/285565 আমার এবং বাবার নাম (বাংলায়) যথাক্রমে Abutaleb Miah, S/o Momtaz Miah নথিভুক্ত হয়েছে। Sale Deed নং 6080, তাং 18.09.1997 (বাংলায়) আমার নাম MD. Abu Taleb Hossain, S/o Late Mantaj Ali নথিভুক্ত হয়েছে। আমি Md. Abutaleb Hossain, Abutaleb Miah এবং Md. Abu Tale Hossain, বাবা Mantaj Ali, Md. Mumtaz Hossain, Momtaz Miah এবং Late Mantaj Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে J.M. কোর্ট দিনহাটা 17-10-25 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে পরিচিত হলাম। খারিজা বালাডাঙ্গা, ভেটাগুড়ি, দিনহাটা, কোচবিহার, পিন-736134. (C/118178)

●

আমি গৌরভ বৈদ, পিতা-বিজয় বৈদ, মিলপাড়া, ওয়ার্ড নং-3, থানা-ধূপগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি। গত 03-11-25 Ld. J.M. 1st Class কোর্ট জলপাইগুড়ি-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Vijay Kumar Baid, Bijoy Kumar Baid এবং Vijoy Kumar Baid এর পরিবর্তে Vijay Baid নামে পরিচিত হল। Vijay Baid, Vijay Kumar Baid, Bijay Kumar Baid এবং Vijoy Kumar Baid এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

●

আমি Kakali Chatterjee, স্বামীর নাম Debaprasad Chatterjee, পিতার নাম Late Ranada Chakraborty, বর্তমানে শিলিগুড়ি Himalayan Kanya Abasan Phase-II, HIG-B 6/8 এর বাসিন্দা। 18.10.2025 তারিখে নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Kakali Chakraborty এবং Kakali Chatterjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/119023)

ADMISSION

Sister Nivedita English School (High School), Pradhan Nagar, Siliguri will be distributing Admission Forms for the Academic Session- 2026 for classes NB to IV from 10/11/25 - 14/11/25, 7:30-10:30 A.M. from School Office. Age limit for NB is 4+year & so onwards. -Secretary. (C/119102)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 2016 0977450 আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 4-11-25, নোটারী পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Anoyar Hossen এবং Anowar Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। -Rahul Islam, পশ্চিম ঘুঘুমারি, পো: টাপুরহাট, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: কোচবিহার। (C/118179)

●

ভোটার ID কার্ড নং WB/01/005/534318 আমার নাম ভুল থাকায় গত 25.8.25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jahirul Rahaman এবং Jahirul Haq এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Jahirul Rahaman প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। পো: রাশিডাঙ্গা পার্ট-II, গ্রাম: গোকুলেরকুঠি, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: কোচবিহার। (C/118177)

●

I, Sanchita Chatterjee Ghosh wife of Sanjit Ghosh (passport no. W5221377), resident of Dayaram jote deshbandhupally, P.O and P.S- Naxalbari, Dist- Darjeeling, pin-734429. Declares that Sanchita Chatterjee Ghosh and Sanchita Ghosh is single and one identical person, affidavit dated 1st November 2025 before the LD notary public at Siliguri, West Bengal. (C/119018)

●

I Jyoti Kumari W/o- Subrata Das, Residing at Rishi Villa, 1st floor, Buddha deb Bose Road, near Rajiv More Ashrampara Siliguri, Dist- Darjeeling, WB-734001. shall henceforth be known as Jyoti Subrata Das as declared before the Notary Public Siliguri Court, Darjeeling District affidavit no 04AC699091. Dated 04th Nov 2025. Jyoti Kumari and Jyoti Subrata Das both are same and identical person. (C/119102)

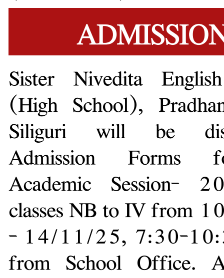

আজ ও কাল
জলপাইগুড়ি
৭.১১ হলদিবাড়ি
৮.১১ শিলিগুড়ি
৯.১১ মালবাজার
শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১/৯১৬৩৬৬৭৭৪১

আজ টিভিতে

জোয়ার ভাঁটা রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ মেজ দিদি, দুপুর ১২.৩০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, বিকেল ৩.৪৫ অরুন্ধতী, সন্ধে ৬.৩০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা, রাত ১০.০০ রাধাকৃষ্ণ-চ্যাপ্টার-টু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মহাকাল, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ প্রেম আমার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সত্য মিথ্যা, দুপুর ১২.০০ জীবন যুদ্ধ, ২.৩০ বউরানি, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.৩০ আজকের শর্টকাট

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ২.২৪ কবীর সিং, বিকেল ৫.২৭ গডজিলা, সন্ধে ৭.৫৫ আদিপুরুষ, রাত ১১.১১ রাজমহল

অ্যান্ড ফ্লিক্স : বেলা ১১.১৮ স্যান্ডউইচ, দুপুর ২.০৩ লাডলা, বিকেল ৪.৫৬ জাল : দ্য ট্র্যাপ, সন্ধে ৭.৩০ মিস্টার ইন্ডিয়া, রাত ১০.৫০ হ্যাকড

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৮.৫০ নমক হলাল, দুপুর ১২.২০ অজনবী, বিকেল ৩.৫০ ছোটে সরকার, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.০০ গুন্ডারাজ

লক্ষ্মী ঝাঁপি
সন্ধে ৬.৩০ স্টার জলসা

ক্যাসিনো রয়্যাল
রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

জি সিনেমা : দুপুর ১.১৩ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৪.১০ আরআরআর, সন্ধে ৭.৫৫ সিকন্দর, রাত ১০.৩৮ ভীমা

আরআরআর বিকেল ৪.১০ জি সিনেমা

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI, WEST BENGAL
[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India :
NOTICE INVITING TENDER

No.2-11/Tender/JNVJ/2025-26/F&A/ Dated -04.11.2025

The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2025-26 from the registered firms having GST registration and updated commercial Tax clearance certificates (except Food Grains and Grocery Items, water & Electricity Items, Motor Winding and Fan Repairing Works, Milk product+Milk Panner, Daily Use Item & Toilet Items, Students & Office Stationary Items). The tender forms & other details will be available in the office of Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri on every working day from 06.11.2025 to 13.11.2025 upto 4.30 P.M. on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the Vidyalaya **"navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Jalpaigudi/en/home/.** If tender forms downloaded from the website, cost of tender form & security money can be directly deposited in the **SBI saving Bank account No-37473753189** i.r.o **The Principal, JNV, Jalpaiguri, payable at SBI Nagrakata, IFSC Code No-SBIN0018783, Branch Code-18783.** Those who deposit amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by **13.11.2025** upto 04.30 P.M. through Currier/ Speed Post / Registered post/Drop in the Tender Box which is available in the office of the Principal PM Shri JNV, Nagrakata, Jalpaiguri. The tender will be opened on 14.11.2025 at 11.00 A.M. in presence of the P.A.C in the office of the Principal, PM Shri JNV, Nagrakata, Dist-Jalpaiguri. The right to cancel or accept the tender (fully or partially) will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

S/No	Items/Particulars	Security Money in Rs.	Cost of Tender forms
01	Food grains and Grocery items	5000	200
02	Milk products +Milk & Panner	5000	200
03	Students Daily Use items (Toilet items)	5000	200
04	Student & Office Stationery items	3000	200
05	Water and Electricity Items	10000	200
06	Motor Winding and Fan Repairing Work	2000	200

For PRINCIPAL
PM SHRI SCHOOL J.N.V.
Jalpaiguri, West Bengal

নং আইটিবিপিএফ/৩২তম বিএন/ইএসটিটি-II/সিটি/জিডি (আরইসিটিটি) সৌম্য ঘোষ/২০২৫-৬১৭৭ কমান্ড্যান্ট কার্যালয়, ৩২তম ব্যাটালিয়ন
ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ বাহিনী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক/ভারত সরকার
মহারাজপুর ক্যাম্প, পোস্ট- সরসউল,
জেলা- কানপুর নগর (উত্তরপ্রদেশ) - ২০৯৪০২
ফ্যাক্স/কন্ট্রোল রুম নং ঃ ০৫১২-২৭২৪০৫২,
ইমেল আইডি : comdt32ndbn@itbp.gov.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনি নং ২৫০৩২০২০৪ কনস্টেবল/জিডি (নিয়োগপ্রাপ্ত) সৌম্য ঘোষ, ৩২তম ব্যাটালিয়ন আই.টি.বি পুলিশ, বর্তমানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি হলো প্রশিক্ষণের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কোনও পূর্ব তথ্য বা অনুমতি না দিয়ে ১৬.০২.২৫ (এএন) তারিখের পর আরটিসি কিমিনে (অরুণাচল প্রদেশ) ৪৯৪ কনস্টেবল (জিডি)-এর প্রশিক্ষণ চলাকালীন আপনি প্রশিক্ষণ এলাকা ত্যাগ করেছেন। এটি আই.টি.বি.পি অ্যাক্ট ১৯৯২-এর ধারা ২১ (এ) অনুযায়ী একটি অপরাধ।
২. এই প্রসঙ্গে, আপনাকে আরটিসি কিমিন কার্যালয়ের মেমোরেন্ডাম নং ১৮৩৭-৪২ তারিখ ১৯.০৩.২৫-এর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যার অনুলিপি আপনাকে পাপুমপারে (অরুণাচল প্রদেশ) পিন- ৭৯১১২১-এ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এস.এইচ.ও থানা-হরিপাল, জেলা হুগলি (পশ্চিমবঙ্গ) পিন-৭১২৭০৬-এর ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল। তবে, আজ পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বা বেসামরিক পুলিশের তরফ থেকে গ্রেফতার পরোয়ানা জারি করা হয়নি।
৩. আই.টি.বি.পি অ্যাক্ট ১৯৯২-এর ধারা ৭৪ (i) এর বিধান অনুযায়ী এবং আরটিসি কিমিন অর্ডার নং- ১৯৭০ তারিখ ২৮.০৩.২৫ অনুসারে একটি তদন্ত আদালত (সিওআই) গঠন করা হয়েছে, যা আপনার কর্তব্য থেকে অনুপস্থিত হওয়ার কারণগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। সিওআই-এর সুপারিশ এবং আই.টি.বি.পি অ্যাক্ট ১৯৯২-এর ধারা ৭৪ (ii) এর ভিত্তিতে, আপনাকে 'পলাতক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা ১৬.০২.২৫ (এএন) তারিখ থেকে কার্যকর। এই মর্মে আই.টি.বি পুলিশ অর্ডার নং ৬০৭৪ তারিখ ১১.১০.২৫-এ জারি করা হয়েছে।
৪. এই বিজ্ঞপ্তির সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপনার পক্ষ সমর্থনে অনুরোধ/ব্যাখ্যা (যদি থেকে থাকে) জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে অবহিত করা হচ্ছে। নতুবা, ৩০ দিন অতিক্রান্ত হলে, একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং কোনও রকম অতিরিক্ত যোগাযোগ ছাড়াই আপনাকে পরিষেবা থেকে বরখাস্ত করা হবে। এই ধরনের কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনারই থাকবে।
৫. এই বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি আপনাকে রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে। অনুগ্রহ করে রসিদটি স্বীকার করুন।

প্রতি
নং ২৫০৩২০২০৪ কনস্টেবল/জিডি (নিয়োগ)
সৌম্য ঘোষ, শ্রী মিন্টু ঘোষের পুত্র
গ্রাম ঃ ইলাহিপুর, পোস্ট ঃ ইলাহিপুর
জেলা ঃ হুগলি (পশ্চিমবঙ্গ) - ৭১২৭০৬

কমান্ড্যান্ট
৩২তম বিএন আই.টি.বি
পুলিশ কমান্ড্যান্ট

CBC 19112/11/0141/2526

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষঃ ব্যক্তিগত কোনও কাজের জন্য বন্ধুর সাহায্য নিতে হতে পারে। বেহিসাবি খরচের কারণে সঞ্চয়ে টান পড়বে। বৃষঃ বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। সংসারে আর্থিক সমস্যা কাটবে। মিথুনঃ পরিবারে কোনও গুরুজনের চিকিৎসার কারণে খরচ বাড়বে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কর্কটঃ অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে খুশি হবেন। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। প্রেমে দোলাচল থাকবে। সিংহঃ বাড়ি সংস্কার নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় নিজেকে সামিল করুন। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। কন্যাঃ কাউকে বিশ্বাস করে কোনও গোপন কথা বলে ঠকতে পারেন। নাক, কান, গলার সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। তুলাঃ সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলেন অনুশোচনা করতে হতে পারে। স্ত্রীর পরামর্শে সংসারে জটিলতা কাটবে। বৃশ্চিকঃ আর্থিক মন্দা থাকলেও চিন্তা করবেন না। সমস্যা দ্রুত কাটবে। ভ্রমণে গিয়ে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মেতে উঠবেন না। ধনুঃ স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তরা বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মকরঃ অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজেই নিজের কাজের সমাধান করুন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। কুম্ভঃ বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পথে। মীনঃ প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে সামান্য সমস্যা হতে পারে। বাইরের কোনও খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ কার্তিক, ৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্তিক সুদি, ১৩ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৮, অঃ ৪।৫৪। বুধবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৭।৮। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ১০।১৪ অসৃকযোগ দিবা ১২।৫৭। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।১৬ গতে ববকরণ রাত্রি ৭।৮ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।১৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৭।৮ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৮।৩৫ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৫ গতে ৪।১১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৭।৪ গতে ১০।১৪ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিশ্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।১৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ৭।৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে নবশয্যাশনাদ্যুপভোগ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। রাত্রি ৭।৮ মধ্যে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, মন্বন্তরা স্নানদানাদি। গোস্বামিমতে পৌর্ণমাস্যারম্ভকল্পে নিয়মসেবা (কার্ত্তিক ব্রত) সমাপন। শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর আবির্ভাব। পৌর্ণমাস্যারম্ভকল্পে চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপন। গোস্বামিমতে ধাত্রীব্রত, ত্রিপুরোৎসব। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। রাসপূর্ণিমা। গুরুনানক জন্মতিথি ও পূজাপাঠ। শ্রীশ্রীনানকাব্দাঃ ৫৫৭ বর্ষারম্ভ। কলকাতায় পরেশনাথের(পার্শ্বনাথ) শোভাযাত্রা (জৈন)। নবদ্বীপে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রাসযাত্রা। বিবিধ দেবদেবীর প্রতিমা পূজা ও উৎসব এবং মেলা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর জন্মদিন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ৭।৩০ গতে ৮।১২ মধ্যে ও ১০।২১ গতে ১২।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪০ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৯ গতে ৩।২৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৭ গতে ৭।৩০ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২১ মধ্যে।

মেডিকেলে রক্তের অপচয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : রক্তাল্পতায় ভুগছে উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংক। এমন পরিস্থিতিতে রক্ত অপচয়ের অভিযোগ উঠছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে। চিকিৎসাধীন রোগীর জন্য রক্ত নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে তা নষ্ট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ক্ষুব্ধ ব্লাড ব্যাংকের কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, অপচয় রুখতে হাসপাতালে রক্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন গাইডলাইন প্রয়োজন। তবে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'রক্তের অপচয় রুখতে নির্দিষ্ট গাইডলাইন এখানে চালু রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রায়শই আলোচনা হয়। তবে রক্ত মজুত করা, ব্যবহার না করার বিষয়টি পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল। চিকিৎসকদেরই আরও সচেতনভাবে কাজ করতে হবে।'

আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংক থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬০-৭০ ইউনিট রক্ত নেওয়া হয় মেডিকেলে। পাশাপাশি, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সহ জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম থেকেও রক্ত চাওয়া হয়। মজুত অনুসারে ব্লাড ব্যাংক রক্ত দেয়। কিন্তু উৎসব মরশুম শেষ হওয়ায় বর্তমানে রক্ত সংকট চলছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে শিবিরের জন্য অনুরোধ করেছে ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ব্লাড ব্যাংক অধিকর্তা ডাঃ মৃদুময় দাসের বক্তব্য, 'রক্ত না থাকায় মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রোগীকেই তা দেওয়া যাচ্ছে না। অনেক সময় রোগীর রক্তের সম গ্রুপের রক্ত দান করার জন্য পরিজনদের বলা হচ্ছে। রক্তদাতা না পেলে কীভাবে রক্ত দেব? পাশাপাশি হাসপাতালেও প্রচুর রক্ত নষ্ট হচ্ছে। এটাও সমস্যার অন্যতম কারণ।'

যা অভিযোগ

- অপারেশনের ক্ষেত্রে আগাম রক্ত মজুত হচ্ছে প্রসূতি, অর্থোপেডিক ও সার্জারি বিভাগে
- ব্যবহার না হওয়া রক্ত অনেক সময় ডাস্টবিনে যাচ্ছে বলে অভিযোগ
- অপচয় রুখতে গাইডলাইন তৈরির কথা বলছে ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ

জানা গিয়েছে, মেডিকেলের প্রসূতি, অর্থোপেডিক, সার্জারি বিভাগেই রক্ত অপচয়ের ঘটনা বেশি। রোগীদের অপারেশনের প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টা আগে পরিজনদের এক বা দুই ইউনিট রক্তের কথা বলা হচ্ছে। ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে দিচ্ছেন রোগীর পরিজনরা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর রক্তের প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে ওই রক্ত চলে যাচ্ছে ডাস্টবিনে। কয়েকদিন আগে হায়দরপাড়ার বাসিন্দা দেবপ্রকাশ দাস অসুস্থ স্ত্রীকে মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করেছিলেন। স্ত্রীর অপারেশনের প্রয়োজনে দুই ইউনিট রক্তের কথা বলা হয় তাঁকে। দেবপ্রকাশ মেডিকেলে দাঁড়িয়ে এদিন বলছিলেন, 'ডাক্তারের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়নি। রাতের মধ্যে রক্তের ব্যবস্থার কথা বলেছেন নার্সরা। রক্ত জোগাড় করতে না পারলে পরেরদিনের পরিবর্তে তিন-চারদিন পর অপারেশনের ডেট পাওয়া যাবে বলে তাঁরা জানান। আমি দ্রুত ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তের জন্য বললাম। এক ইউনিট হাসপাতাল দিল, একজন রক্তদাতা দিয়ে বাকি এক ইউনিট রক্ত পেলাম। স্ত্রীর অপারেশন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁকে রক্ত দেওয়া হয়নি।' মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলছেন, 'এই ঘটনা একেবারেই ঘটছে না, তা বলা যাবে না। তবে আমরা সবসময় বলি, রক্ত রোগীর নামে তৈরি হয়ে থাকলেও, তা ব্লাড ব্যাংকেই রাখা হোক। প্রয়োজনে নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু অনেকেই রক্ত এনে নষ্ট করছেন।'

কন্যা ও কাঞ্চনজঙ্ঘা

মঙ্গলবার ইসলামপুরের পানিখোয়াগছ গ্রামে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।

তরুণীকে নিষিদ্ধপল্লিতে বিক্রি, ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণীকে অসম থেকে শিলিগুড়িতে এনে নিষিদ্ধপল্লিতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন এক মহিলা। তারপর থেকে অন্ধকার কুঠুরিতেই দিন কাটছিল তরুণীর। প্রথমত অচেনা জায়গা। তাছাড়া নিষিদ্ধপল্লির ঘেরাটোপ! এই দুই থেকে কোনওভাবেই মুক্তি পাচ্ছিলেন না ওই তরুণী। অবশেষে ২২ অক্টোবর কোনওভাবে সেই ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে সোজা শিলিগুড়ি মহিলা থানায় পৌঁছান তিনি। পুলিশকে সমস্ত বিষয় জানানোর পরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তবে অভিযুক্ত মহিলার কোনও খোঁজ মিলছিল না। অবশেষে সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে নিষিদ্ধপল্লি থেকে নমিতা দাস ও জমিরান নিসার নামে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জমিরান অসমের এবং নমিতা ওই নিষিদ্ধপল্লির বাসিন্দা। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণীকে অসম থেকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসেন জমিরান। এরপরই খালপাড়া এলাকায় নিষিদ্ধপল্লিতে নমিতা দাসের কাছে বিক্রি করে দেন। তারপর থেকে জোর করে পতিতাবৃত্তি করানো হচ্ছিল ওই তরুণীকে দিয়ে।

এ নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'ওই তরুণী নিজেই পালিয়ে এসে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দিনকয়েক আগে অসম থেকে এক নাবালিকাকে নিউ কোচবিহারে এনে একটি হোটেলে বিক্রি করে দেওয়া হয়। হোটেলে আটকে রেখে তাকে দিয়ে জোর করে পতিতাবৃত্তি করানো হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় নাবালিকার দূর সম্পর্কের বৌদির যোগ মিলেছিল।

অসম থেকে তরুণী ও নাবালিকাদের এরাজ্যে এনে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। এর পিছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ির ঘটনায় দুজন মহিলার গ্রেপ্তার হওয়ার পর সেই চক্রের কোনও খোঁজ পুলিশ পায় কি না, সেটাই এখন দেখার।

নাবালিকা উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৪ নভেম্বর : ফাঁসিদেওয়ার গুয়াবাড়ি থেকে গত সোমবার এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। মঙ্গলবার সেই নাবালিকাকে ডালখোলা থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার রাতে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে নাবালিকার পরিবার। তারপর তদন্তে নেমে প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে ওই নাবালিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাক্তন বিজেপি কর্মী সহ গ্রেপ্তার ২

ব্রাউন সুগার পাচারের চেষ্টা

ফাঁসিদেওয়া, ৪ নভেম্বর : সাবানের কৌটোয় করে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার পাচারের চেষ্টা! হাতবদলের আগেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত লিয়াকত আলি রাজগঞ্জ এবং সুমন্ত রায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কান্তিভিটা পালপাড়ার বাসিন্দা। সুমন্ত একসময় বিজেপি পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তবে বর্তমানে তিনি গাড়ির চালক হিসাবে কাজ করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের থেকে প্রায় তিনশো গ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দুটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এদিন সন্ধ্যায় গোপন খবরের ভিত্তিতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ লিউসিপাকড়িতে সেচ দপ্তরের পরিত্যক্ত কার্যালয়ের পিছনে অভিযান চালিয়ে মাদক সহ ওই দুজনকে আটক করে। পরে সার্কেল ইনস্পেকটর (নকশালবাড়ি) সৈকত ভদ্রের উপস্থিতিতে সাবানের প্লাস্টিকের কৌটো থেকে মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়। একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকেও মাদক বাজেয়াপ্ত হয়।

এদিকে, দলের প্রাক্তন কর্মী মাদক পাচারে জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনায় কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পদ্ম শিবির। এনিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি চন্দনকুমার রায় বলেন, 'এলাকার বিজেপি নেতারা এখন নানা অপরাধে জড়িত। এবারে মাদক পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।'

যদিও শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ জানিয়েছেন, বর্তমানে সুমন্তর সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। তিনি বলেন, 'গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে দলের সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নয় সুমন্ত। কেউ কোনও দোষ করলে প্রশাসন আইনি ব্যবস্থা নেবে।' এনিয়ে সার্কেল ইনস্পেকটরের (নকশালবাড়ি) বক্তব্য, 'কোথা থেকে এনে মাদক কোথায় পাচার করা হচ্ছিল সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

টোল আদায় হলেও রাস্তা বেহাল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত। যার ফলে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। ফুলবাড়ি মোড় থেকে ফুলবাড়ি ব্যারেজ পর্যন্ত ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'কিলোমিটার রাস্তা পথযাত্রীদের কাছে একপ্রকার যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝেই ভারী ট্রাক রাস্তায় বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। যার ফলে রাস্তার ওপর ব্যাপক যানজট তৈরি হচ্ছে।

দীর্ঘবছর ধরে দু'কিলোমিটার রাস্তাটি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) দায়িত্বে রয়েছে। দু'কিলোমিটার রাস্তার জন্য এসজেডিএ টোল আদায় করে। তারপরেও রাস্তার এমন অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পথযাত্রী থেকে গাড়িচালক সকলেই।

বিষয়টি নিয়ে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেন, 'রাস্তাটি আমি দেখে এসেছি। রাস্তাটা বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। বিশেষ করে টানা এক কিলোমিটার রাস্তায় বেশি গর্ত তৈরি হয়েছে। তবে শীঘ্রই রাস্তাটি মেরামত করা হবে। পরবর্তীতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তাটিকে ফোর লেন করবে।'

মঙ্গলবার ওই রাস্তা দিয়ে মালবোঝাই ট্রাক নিয়ে আসার সময় টোল দিতে গিয়ে রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন রাজস্থানের ট্রাকচালক রাজেশ কুমার। তাঁর কথায়, 'ট্রাকে অনেক মাল বোঝাই রয়েছে। এমন রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে ট্রাকের অ্যাক্সেলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। রাস্তা ঠিক হওয়ার আগে পর্যন্ত টোল নেওয়া বন্ধ থাকুক।'

বর্ষা পেরোলেই রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা হয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। বিগত বছরগুলিতেও রাস্তার এমন হাল হয়েছিল বলে জানিয়েছেন অনেকে। ফুলবাড়ির বাসিন্দা সঞ্জীব বর্মন বললেন, 'কতবার রাস্তাটিকে মেরামত করতে দেখলাম তার কোনও হিসাব নেই। কিন্তু এক বছরের বেশি টেকেনি। কাজের মান নিশ্চিতভাবে খারাপ হওয়ায় রাস্তাটি টেকসই হয় না। ফোর লেন হলে রাস্তাটি ঠিক থাকবে হয়তো।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএডি/মালদা/২০২৩, তারিখ : ০৩.১১.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অকশন পরিচালনা আধিকারিক), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস ভবন, পোস্ট অফিস ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে রিফ্রেশমেন্ট চেয়ার, মেডিকেল স্টোর, হেলথ কিয়স্ক, সেলুন ও মোবাইল অ্যাকসেসরিস কিয়স্ক নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং. : এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-১২; অকশন শুরু : ১৮.১১.২০২৫, বেলা ১১.৪৫.০০টায়। এসইকিউ নং.; লট নং./ক্যাটেগরি এবং স্টেশন যথাক্রমে : [illegible]

MLD-216/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার

সড়ক পরিবহণ এবং জনপথ মন্ত্রক

ড্রাইভিং লাইসেন্স ধারক এবং নিবন্ধিত গাড়ির মালিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা তাদের মোবাইল নম্বর 'বাহন' এবং 'সারথী পোর্টালে' আপডেট করছেন কি না তা নিশ্চিতকরণ করুন। এটি বিবরণগুলি সম্পূর্ণ, সঠিক এবং আপ টু ডেট রাখতে সাহায্য করবে। আরটিও-তে পরিদর্শন ছাড়াই পোর্টালে মোবাইল নম্বর আপডেট করার জন্য অনলাইন সুবিধা প্রদান করা হবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশদ বিবরণের জন্য পরিবহণ ওয়েবসাইট https://parivahan.gov.in -এ পরিদর্শন করতে পারেন।

আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে ইমেল করুন - আইডি : helpdesk-vahan[at]gov[dot]in এবং helpdesk-sarathi[at]gov[dot]in

CBC 37101/13/0012/2526

চর্চার কেন্দ্রে নিবিড় সংশোধনী

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা জারির পর থেকেই রাজ্যজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী। মঙ্গলবার থেকে শুরু হল এসআইআর-এর ফর্ম বিলি। প্রথম দিন মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে সাজোসাজো রব থাকলেও, তৎপরতাহীন বিরোধীরা। এদিন ফর্মের সংকটে চোপড়া ব্লকে কাজের গতি মুখ থুবড়ে পড়ল। অন্যদিকে, তৃণমূলের অভিযোগ, এসআইআরের ফর্ম বিলির আগেই নকশালবাড়িতে নাগরিকত্ব দেওয়ার ফর্ম বিলি করছে বিজেপি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার গেরুয়া শিবিরের।

চোপড়াবস্তি এলাকায় বিএলও-কে দেখে ফর্ম নেওয়ার ভিড়।

প্রথম দিনেই ফর্ম সংকটে হা-হুতাশ

মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : প্রথম দিনেই হোচট!

এসআইআর-এর শুরুর দিনই পর্যাপ্ত এনুমারেশন ফর্ম সরবরাহে ব্যর্থ প্রশাসন। ফর্মের সংকটে মঙ্গলবার চোপড়া ব্লকে কাজের গতি মুখ থুবড়ে পড়ল। যা নিয়ে শোরগোল। চর্চাও ছিল তুঙ্গে। অনেকে দিনভর অপেক্ষা করেও বিএলও-র দেখা পাননি। কোথাও আবার গড়াল সন্ধ্যা, কোথাও রাত। অত রাতে বিএলও-দের দেখা পেলেও পরিবারের সকলের জন্য ফর্ম পেলেন না অনেকেই। প্রথম দিনই ফর্মের জোগান নিয়ে ধাক্কায় বিএলও এবং বিএলএ-রা উদ্বিগ্ন। ফর্ম সংকট ছিল ইসলামপুর, চাকুলিয়া এবং গোয়ালপোখরেও। এরকম চললে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা যাবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

চোপড়া ব্লকে মোট বুথ ২১৬। সোমবার এলাকার সমস্ত বিএলও-দের নিয়ে ব্লক স্তরে প্রশিক্ষণ শিবির বসে। প্রশিক্ষণ শেষে বিএলও-দের হাতে ফর্ম দেওয়ার কথা থাকলেও হয়ে ওঠেনি। অবশেষে এদিন সুপারভাইজারদের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক বিএলও-দের কাছে ফর্ম পাঠানো হয়। যাঁরা ফর্ম পেয়েছেন, তাঁরা বিলি করেছেন। অনেকে স্কুল থেকে ফিরে বিকেলে, কেউ সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করেছেন। তবে, ফর্মের সংকট নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহির মুখে পড়তে হয়েছে তাঁদের।

বিএলও-দের বাড়ি বাড়ি গেলেও সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করতে চাননি। মহম্মদ রফিক নামে চোপড়ার কুমারটুল এলাকার বাসিন্দার কথায়, এদিন দিনভর অপেক্ষা করেও কাউকে ফর্ম নিয়ে আসতে দেখা যায়নি। এদিকে, প্রথম দিন মাত্র ১০টি করে ফর্ম দেওয়ায়

> প্রিন্টিং সমস্যার কারণে সমস্ত ব্লকে ফর্ম সরবরাহে সমস্যা হয়েছে। দ্রুত সমস্যা কেটে যাবে। এক-দু'দিনের মধ্যে সমস্ত বিএলও পর্যাপ্ত ফর্ম পাবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে।
>
> **অঙ্কিতা আগরওয়াল**
> *মহকুমা শাসক, ইসলামপুর*

বিএলও-রা সমস্যায় পড়েছেন।

বিকেলে চোপড়াবস্তি এলাকায় বিএলও-কে দেখে সবাই ঘিরে ধরেন। সেখানে অবশ্য সাধারণ মানুষকে বিএলও ও বিএলএ-২'দের ফর্মের ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে দেখা গিয়েছে। সমিনা খাতুন নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, কয়েকদিন ধরে শুনছি আজ বাড়িতে ফর্ম দিয়ে যাবে। কিন্তু সারাদিন অপেক্ষার পর ওরা বিকালে এলেও ফর্ম পাইনি। সংশ্লিষ্ট বুথের তৃণমূলের সভাপতি মুজিবুর রহমান বলেন, প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় নথি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন বিএলও মাত্র ১০টি ফর্ম নিয়ে আসেন। এলাকার বিএলএ-২ মহম্মদ শরিফুল বলছেন, দিনভর মানুষ অপেক্ষায় ছিলেন। সন্ধ্যায় বিএলও এসে মাত্র কয়েকজনের হাতে ফর্ম দিয়েছেন।

এদিকে, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলছেন, ফর্ম না পেয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। অনেকে যোগাযোগ করা শুরু করেছেন। তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছে, সবাই ফর্ম পাবেন। চোপড়া ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জোগানের অভাবে বিকাল পর্যন্ত বিএলও-দের মধ্যে সমানভাবে ফর্ম বিলি করা হয়েছে। সব জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই।

ইসলামপুর ব্লকের সমস্ত বুথে এদিন বিএলও-দের ফর্ম দেওয়া যায়নি। ২৮৪টি বুথের মধ্যে ১৩৮টি বুথে বিএলও-দের ২৫টি করে ফর্ম দেওয়া হয়েছে। চাকুলিয়া ব্লকে বিএলও-রা ২০টি করে ফর্ম পেয়েছেন। পর্যাপ্ত ফর্ম সরবরাহ না হওয়ার প্রশ্নে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল বলেন, প্রিন্টিং সমস্যার কারণে সমস্ত ব্লকে ফর্ম সরবরাহে সমস্যা হয়েছে। দ্রুত সমস্যা কেটে যাবে। এক-দু'দিনের মধ্যে সমস্ত বিএলও পর্যাপ্ত ফর্ম পাবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে।

বিরোধীদের বিএলএ কই, শাসকেরই দাপট

রণজিৎ ঘোষ ও রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে প্রথমদিন মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে সাজোসাজো রব থাকলেও, তৎপরতাহীন বিরোধীরা। শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) সঙ্গে তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-এর দেখা মিললেও, অধিকাংশ বুথে বিজেপির বিএলএ-দের দেখা মেলেনি। সিপিএম এবং কংগ্রেসের বিএলএ নেই বললেই চলে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এদিন শহরে কোনও হেল্প ডেস্কও করেনি। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেছেন, 'জেলা পার্টি অফিসে কন্ট্রোল রুম তৈরি হয়েছে। বিধানসভাভিত্তিক বাকি হেল্প ডেস্ক থেকে শুরু করে সমস্ত প্রস্তুতি বৃহস্পতিবারের মধ্যে শেষ হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিএলএ রয়েছেন।' প্রথমদিন কার্যত ফাঁকা ময়দানে দাপিয়ে বেড়াতে পেরে উচ্ছ্বসিত রাজ্যের শাসকদল। শুধু তৃণমূলের বিএলএ নয়, সরকারি বিএলও-দের সঙ্গে দেখা গিয়েছে দলীয় কাউন্সিলারদেরও।

মঙ্গলবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারদের তথ্য যাচাই এবং ফর্ম বিলির কাজ শুরু করেছেন বিএলও-রা। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেক বিএলও-র সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি একজন করে বিএলএ দিতে পারবে। সেই মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই অনেক আগেই বিএলএ বাছাইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বাস্তবে দেখা গেল, শাসকদল তৃণমূল ছাড়া ১০০ শতাংশ বুথে এদিন পর্যন্ত বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলই বিএলএ দিতে পারেনি। এদিন দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল নেতা গৌতম দেব দাবি করেছেন, 'এসআইআর নিয়ে আমরা অতিসক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করছি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সহ শিলিগুড়ির চারটি বিধানসভায় বিশেষ নজরদারি দল রাখা হয়েছে। আমরাও সর্বক্ষণ জেলা থেকে নজরদারি রাখছি। একজন বৈধ ভোটারের নামও যেন বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।'

২৩ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন বিএলও-র সঙ্গে তৃণমূল এবং বিজেপির বিএলএ-কে দেখা গিয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ির মেয়র গৌতমের ওয়ার্ডের বিভিন্ন পার্টে শুধুমাত্র তৃণমূলের বিএলএ-ও ছিলেন। এখানে বিরোধীদের কোনও প্রতিনিধি না থাকায় কার্যত শাসকদলের বিএলএ এবং নেতা-নেত্রীরাই বিএলও-কে ভোটারদের বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। শহরের অন্য বুথগুলিতেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ-দের দেখা যায়নি। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি (সমতল) সুবীন ভৌমিক

> **টেক্কা ঘাসফুলের**
>
> ■ প্রথম দিন টেক্কা তৃণমূলের, হাতেগোনা বুথে বিজেপি, দেখা মেলেনি বাম ও কংগ্রেসের
>
> ■ দলীয় বিএলএ-দের সঙ্গে চক্কর, বিএলও-দের বাড়ি চেনাচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলাররা
>
> ■ হেল্প ডেস্কেও বিজেপি, বাম-কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল

বলেছেন, 'কিছু বিএলএ দেওয়া হয়েছে। বিএলএ পদের জন্য আরও কিছু আবেদন জমা পড়েছে। জেলা পার্টি অফিসে এবং বাগডোগরায় হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।' সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্য, 'বিএলএ দেওয়া হয়েছে। হয়তো প্রথমদিন বলে সব জায়গায় তাঁরা হাজির হননি।'

রাজ্যে এসআইআর কার্যকর নিয়ে অতি তৎপর ছিল বিজেপি। কিন্তু শিলিগুড়িতে সমস্ত বুথে বিএলএ না থাকায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রধান বিরোধী দল। এর জন্য সাংগঠনিক দুর্বলতাকে সামনে নিয়ে আসছেন অনেকেই। মণ্ডলগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় নেতাকে সভাপতি পদে বসানোয় এমন পরিস্থিতি বলেও অভিযোগ উঠেছে। শহরের ১৭ থেকে ২২ এবং ২৪ নম্বর সহ বেশকিছু ওয়ার্ডে বিজেপি বিএলএ-দের এদিন দেখা যায়নি। যদিও বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক নান্টু পালের দাবি, 'সব ওয়ার্ডেই বিএলএ দেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে সবাই ময়দানে থাকবে।'

তর্জা নাগরিকত্বের আবেদনপত্র নিয়ে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৪ নভেম্বর : এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সংশোধনী)-এর ফর্ম বিলির আগেই নকশালবাড়িতে নাগরিকত্ব দেওয়ার (সিএএ) ফর্ম বিলি করছে বিজেপি, এমনই অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপি বলছে, অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোত, ঢাকনাজোত, লালিজোত, ফুটানি মোড় এলাকায় রাস্তার দু'ধারে গজিয়ে উঠেছে নতুন নতুন বসতি। সবুজ ধানখেতের মাঝখানে গড়ে উঠেছে টিনের নতুন নতুন বাড়িঘর। স্থানীয় সূত্রের খবর, দশ বছরে ওই সমস্ত এলাকায় সাতশোর বেশি পরিবার বাইরে থেকে এসে ঘর বেঁধেছে। মেঘালয়, মণিপুর, অসম তো বটেই অনেকে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ থেকেও এসেছেন। এদিকে, এদিন থেকে শুরু হয়েছে এসআইআরের ফর্ম বিলি। স্বাভাবিকভাবেই বাইরে থেকে আসা লোকজনের এখানকার ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। যা নিয়ে তাঁরা উদ্বেগে। ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে এদিন এলাকায় সিএএ-র ফর্ম বিলি করেছেন বিজেপির এজেন্টরা। বেঙ্গাইজোতের বাসিন্দা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মণিরাম অঞ্চলের সভাপতি ভানু বর্মনের বক্তব্য, 'ঢাকনাজোত, বেঙ্গাইজোত এলাকায় প্রথম ধাপে বিএলও-রা তিনশোটি ফর্ম বিলি করেছেন। কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায় সেজন্য আমাদের এজেন্টরা বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। কিন্তু বেশ কিছু পরিবারে আগে থেকে বিজেপির কর্মীরা নাগরিকত্ব দেওয়ার ফর্ম বিলি করেছেন। এনিয়ে আমরা দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে সমস্ত রিপোর্ট দিয়েছি।'

ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখা। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার।

> **হালহকিকত**
>
> ■ বেঙ্গাইজোত, ঢাকনাজোত, লালিজোত, ফুটানি মোড় এলাকায় রাস্তার দু'ধারে গজিয়ে উঠেছে নতুন বসতি
>
> ■ দশ বছরে এলাকায় সাতশোর বেশি পরিবার বাইরে থেকে এসে ঘর বেঁধেছে
>
> ■ মেঘালয়, মণিপুর, অসম তো বটেই অনেকে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ থেকেও এসেছেন
>
> ■ এদিন থেকে শুরু হয়েছে এসআইআরের ফর্ম বিলি
>
> ■ বাইরে থেকে আসা লোকজনের এখানকার ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই

ঢাকনাজোতের বাসিন্দা তথা বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক মংলু রায় বলছেন, 'এদিন প্রতিটি এলাকা ঘুরে ঘুরে আমরা বিএলও-দের সঙ্গে ফর্ম বিলি করেছি। কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস যে অভিযোগ তুলেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।' তাঁর সংযোজন, 'এসআইআর এবং সিএএ সম্পূর্ণ আলাদা। নাগরিকত্বের জন্য যে কেউ অনলাইনে আবেদন জানাতে পারবেন। অনেকের শুনানি হয়ে গিয়েছে। তাঁরা নাগরিকত্বও পাবেন। ফর্ম বিলির কোনও প্রশ্নই আসে না।' এদিকে, এসআইআর শুরু হতেই পুরোনো নথির খোঁজ বেড়েছে। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেন, 'অনেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ভিড় জমাচ্ছেন। বিভিন্ন নথিপত্র খুঁজছেন। আমরা এজন্য হেল্প ডেস্ক খুলেছি। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার তথ্য যাঁদের প্রয়োজন, সেটা তাঁদের দেওয়া হচ্ছে।'

নকশালবাড়ির লালিজোতে রাস্তার দু'পাশে গজিয়ে উঠেছে বাড়িঘর। অভিযোগ, বেশিরভাগই বহিরাগত।

শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ৪ নভেম্বর : বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের লেধারামজোত সংসদে মঙ্গলবার একটি কংক্রিটের রাস্তা ও নিকাশিনালা তৈরির কাজের শিলান্যাস করলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ। অনুষ্ঠানে ছিলেন বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায়, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ মিশ্রা প্রমুখ। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে খড়িবাড়ি থানঝোরা মোড়ে বসতে চলেছে মনীষী পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তি। মঙ্গলবার তার শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। কর্মাধ্যক্ষের কথায়, 'ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গতি ও স্থিতি।। *উত্তর চব্বিশ পরগনার পানিহাটিতে ছবিটি তুলেছেন জয় কর্মকার।*

আজ মদনমোহনের রাস উৎসব শুরু

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ নভেম্বর : রাসমেলার মাঠে এখনও সার্কাসের তাঁবু পড়েনি। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি টমটম গাড়ি বিক্রেতারা। তবে মদনমোহনবাড়িতে পূতনা রাক্ষসী সেজে উঠেছে। রাসচক্র নির্মাণের কাজও প্রায় শেষের দিকে। বুধবার সন্ধ্যায় শুরু হচ্ছে রাস উৎসব। কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর তথা কুলদেবতা মদনমোহনের রাসযাত্রাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় রাসমেলা। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে রাসমেলা। এই উৎসবের জন্য এখন অপেক্ষায় কোচবিহারবাসী।

কয়েকদিন আগেই বদলি হয়ে কোচবিহারের জেলা শাসকের দায়িত্বে এসেছেন রাজু মিশ্র। তিনিই রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করবেন। রাজ আমলে মহারাজা পুজো সেরে রাসচক্র ঘোরাতেন। এরপর সেটি ঘুরিয়ে পুণ্যার্জন করতেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তবে এখন পদাধিকার বলে রাসচক্র ঘোরান দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক। অর্থাৎ এই কর্মসূচিতে জেলা শাসক মহারাজাদের মতোই সম্মান পান। স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে আপ্লুত রাজু মিশ্র। তিনি বলেছেন, 'মদনমোহন কোচবিহারের কুলদেবতা। আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় যে, এখানে কাজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসচক্র ঘোরানোর সুযোগ পেয়েছি। কোনও সময় হয়তো ভালো কোনও কাজ করেছিলাম। তাই এই সুযোগ পেয়েছি।' দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যা পাঁচটায় সন্ধ্যারতি শুরু হবে। এরপর পরম্পরা মেনে মৈথিলি ব্রাহ্মণ রাকেশ পান্ডে পসার ভাঙবেন। কাত্যায়নীপুজো শেষে রাসের পুজো শুরু হবে। সারাদিন উপোস করে জেলা শাসক পুজোয় বসবেন। পুজো শেষে প্রথমে তিনি রাসচক্র ঘোরাবেন। পুজো করবেন পুরোহিত খগপতি মিশ্র। পুজো সম্পন্ন হলে ফিতে কেটে উৎসবের সূচনা করা হবে। এরপর মন্দিরের প্রবেশপথ খোলা হবে পুণ্যার্থীদের জন্য। প্রতিবছরই দেখা যায়, এই সময় মন্দিরের বাইরে বিশাল লম্বা লাইন পড়ে যায়। সেই ভিড় সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়।

বৃষ্টির জন্য দিনকয়েক আগে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই রাসমেলার প্রস্তুতিতে সমস্যা দেখা গিয়েছিল। দু'দিন থেকে আবহাওয়া ভালো থাকায় জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। ইতিমধ্যেই এখানে দোকানপাট, নাগরদোলা, জয়রাইড তাদের পসরা নিয়ে এসেছে। সেগুলি তৈরি করা হচ্ছে। তবে এখনও সার্কাস না আসা প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, 'মেলার প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। হ্যামিল্টনগঞ্জে মেলা চলছে। সেখান থেকে সার্কাস আসবে। দিনদুয়েকের মধ্যেই তারা চলে আসবে।' মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। সেই মঞ্চও তৈরি করা হয়েছে। মঙ্গলবার মদনমোহন মন্দির ও রাসমেলা চত্বরে দেখা গেল কর্মীদের মধ্যে তখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা।

রাস উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে মদনমোহন মন্দির। ছবি : জয়দেব দাস

রাসমেলা

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সাড়ম্বরে রাস উৎসব পালিত হয়। বুধবার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে রাসমেলার আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে এই মেলা শুরু হয়। এবছর মেলার ৪২তম বর্ষ। এই মেলায় বাণেশ্বর মোড়, ইসকন রোড, একতিয়াশাল সহ ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত এলাকা লাগোয়া পুর এলাকার বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন। সূর্যনারায়ণ অধিকারীর উদ্যোগে এই মেলার সূচনা হয়েছিল। সূর্যনারায়ণের নাতি অশোক এবং স্থানীয়রা এই মেলার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন। অশোক বলেন, 'মঙ্গলবার রাতে পূর্ণিমা শুরু হওয়ার পর রাধাকৃষ্ণের পুজো করা হবে। সারারাত ধরে চলবে পুজো। বুধবার যজ্ঞ করা হবে। ভক্তরা এসে বুধবারও পুজো দেবেন। বুধবার মেলার আয়োজন করা হবে। মেলা উপলক্ষ্যে সারারাত পালাগান চলবে।' মেলা প্রসঙ্গে বাণেশ্বর মোড় এলাকার বাসিন্দা নিমাই দাস বলেন, 'ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে রাসমেলায় যেতাম, এখন আমি পরিবারকে নিয়ে যাই। বুধবার সারারাত পালাগান শুনব।'

সামগ্রী বিলি

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : ধসে ক্ষতিগ্রস্ত মিরিকের বিভিন্ন স্কুলে মঙ্গলবার এবিটিএ-র উদ্যোগে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। মিরিকের পাঁচটি স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে খাতা, পেন সহ বেশকিছু সামগ্রী তুলে দেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু।

টুকরো খবর

চিতাবাঘের আতঙ্ক

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : বন দপ্তর থেকে খাঁচা পাতলেও চিতাবাঘ এখনও খাঁচাবন্দি হয়নি। এজন্য জলপাইগুড়ি শহরতলির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে ফের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসারের কাছে চিতাবাঘের উপস্থিতি নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল বলেন, 'খাঁচা পাতা হয়েছে। চিতাবাঘ ধরা পড়বে। নজরদারি রাখা হয়েছে।' এদিকে সোমবার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আলিশা এক্কা ও তারা লামা সহ অন্যরা কাজ থেকে ফেরার পথে চা বাগানের ১১ নম্বর সেকশনের রাস্তায় চিতাবাঘকে বসে থাকতে দেখেন। চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে হাতে গাছের ডাল নিয়ে কোনওরকমে তাঁরা বাড়ি ফেরেন।

গান গেয়ে প্রতিবাদ

নকশালবাড়ি, ৪ নভেম্বর : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে কেন্দ্র করে অসমে বেশ বিতর্ক হয়েছে। সেখানকার সরকার এ বিষয়ে পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছে। তবে এ নিয়ে নানা জায়গায় প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নকশালবাড়ি কমিটির সদস্যরা মঙ্গলবার নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড়ে গানটি গেয়ে তাঁদের প্রতিবাদ জানান। গৌতম ঘোষ, তুফান মল্লিক, মাধব সরকার প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শব্দবাজি নিষ্ক্রিয়করণ

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশ কালীপুজোর সময় বেশ কিছু জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করেছিল। মঙ্গলবার হাপতিয়াগছ এলাকায় পুলিশ, বম স্কোয়াড, দমকল এবং মেডিকেল টিমের উপস্থিতিতে প্রায় ১০০ কেজি শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

শস্যবিমার আবেদন

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে চোপড়া ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় ধানের ফলনের ক্ষতি হয়েছে। এর জেরে এলাকার অনেক কৃষক শস্য বিমা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

হলফনামা তলব

রতুয়া ও সংলগ্ন এলাকায় বন্যা, পাড়ভাঙন রুখতে, পুনর্বাসন নিয়ে মামলা হয়েছিল। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় এক্তিয়ার বাড়ানোরও আবেদন করা হয়। হলফনামা তলব করা হয়েছে হাইকোর্টে।

আটক তরুণ

কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারের সামনে ছবি তোলায় এক তরুণকে আটক করল কলকাতার শেক্সপিয়র থানার পুলিশ। ওই তরুণের নাম মৃন্ময় বিশ্বাস। বাড়ি বারাসত। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পিটিয়ে খুন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায় এক গৃহবধূকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ৬ মাস আগেই বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মেট্রো বিভ্রাট

ব্লু লাইনে মেট্রো চলাচলে ফের বিভ্রাট। ময়দান স্টেশনে জল পড়ায় পরিষেবা বন্ধ থাকে। তখন মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, সেন্ট্রাল থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হয়।

যুদ্ধংদেহি দুই ফুল পথে

পানিহাটিতে বিজেপির মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার।

পদ্ম মিছিলে শুভেন্দু

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : মঙ্গলবার সোদপুরে মিছিল ও সভা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে মমতার সরকারকে মুসলিম লিগ-২ সরকার বলে তোপ দেগেছেন শুভেন্দু। সরব হয়েছেন অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও।

সম্প্রতি পানিহাটিতে জনৈক প্রদীপ করের আত্মহত্যাকে এনআরসি আতঙ্কে আত্মহত্যা বলে দাবি করে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। শুধু পানিহাটি নয়, এসআইআর ঘোষণার পর থেকে এপর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অন্তত ৫টি মৃত্যুকে এসআইআর, এনআরসি আতঙ্কে মৃত্যু বলে দাবি করছে তৃণমূল। এদিন তারই প্রতিবাদে হাতে ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে পানিহাটিতে মিছিল করেন অর্জুন, শুভেন্দুরা। মিছিল থেকে স্লোগান উঠেছে, রোহিঙ্গা হটাও দেশ বাঁচাও। পানিহাটির পরিবর্তন যাত্রা থেকে রাজ্যের হিন্দুদের উদ্দেশে সতর্ক করে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'রাজ্য মুসলিম লিগ-২-এর মতো সরকার চলছে। জিন্না, সুরাবর্দিদের অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে পূরণ করবে এই চোরামূলি সরকার। যদি ২৬-এ আপনারা পরিবর্তন না করেন।' এদিন রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মমতা-অভিষেকের মিছিলকে জামাতের মিছিল বলে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'বসিরহাট, স্বরূপনগর, ক্যানিংয়ের মতো এলাকা থেকে বাংলাদেশি মুসলিম আর রোহিঙ্গাদের নিয়ে এনে কলকাতার রাজপথে মিছিল করেছে।' পানিহাটিতে শুভেন্দুর সভা আটকাতে চেয়েছিল পুলিশ। শেষপর্যন্ত আদালতে গিয়ে শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি আদায় করে বিজেপি। সেই প্রসঙ্গেও এদিন সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'কয়লা ভাইপো বলেছিল পানিহাটিতে এলে বাপের আর ঠাকুরদার সার্টিফিকেট চাইবে পানিহাটির মানুষ। আদালতের অনুমতি নিয়ে আড়াই কিলোমিটার পথ হাঁটলাম। ওদের কারও দেখা নেই।' উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসআইআর-এর মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার কাড়ার চেষ্টা করছে বিজেপি বলে মাঠে নেমেছে তৃণমূল।

সংবিধান হাতে মিছিলে মমতা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : গুগল ম্যাপ বলছে, প্রায় ৩.৮ কিলোমিটার। রেড রোডে বিআর আম্বেদকর মূর্তির সামনে থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এসআইআরের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির জন্য জনসংযোগ। কিন্তু মিছিলের শুরুতেই দিলেন আরেক রাজনৈতিক বার্তা। শুরুর আগেই কড়া ভাষায় দলনেত্রী বুঝিয়ে দিলেন, নির্বাচনের আগে চেনা নেতা-মন্ত্রীদের মুখ আর সামনে রাখতে চায় না তৃণমূল। শুরুতেই ঘোষণা করলেন, যে যত বড় নেতা-মন্ত্রীই হোন না কেন, মিছিলের পিছনের দিকে যেতে হবে। টিভিতে মুখ দেখাতে নয়, তাঁরা নেতা হয়েছেন মানুষের জন্য।

মিছিল শুরুর কথা ছিল দুপুর ২টোয়। চেনা ছক ভেঙে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরিতে শুরু হল মিছিল। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিলেন, সামনের সারিতে থাকবেন ধর্মগুরুরা। দ্বিতীয় সারিতে অভিনেতা ও খেলোয়াড়রা। তৃতীয় সারিতে থাকবেন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা। নেতা, কর্মী, বিধায়ক, সাংসদ, কাউন্সিলার, যুব নেতাদের হাঁটতে হবে পিছনে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

বালি ও কয়লা পাচার, র‍্যাশন দুর্নীতি, নিয়োগ দুর্নীতি সহ দলের কাঁধে একাধিক অভিযোগের পাহাড়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে গ্রেপ্তার হয়ে নানা দুর্নীতি মামলায় অনেকেই জেলে। এতে দলের মুখ পুড়েছে। জেল না খাটলেও আরও অনেক মুখ নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তর আলোচনা। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি জেলাওয়াড়ি বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আর কোনওরকম দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না শাসক শিবির। তৃণমূল সূত্রে খবর, যেসব সামনের সারির নেতা-মন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরাধীন, তাঁদের আগামী নির্বাচনে প্রার্থী না করার কথাই ভাবছে দল। এই বার্তাই দিলেন মমতা। শুরুতেই যুব নেত্রী শ্রেয়া পান্ডে ও কাউন্সিলার অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ধরে কার্যত ধমক দিলেন দলনেত্রী। বললেন, 'যে যত বড়ই নেতা হন, আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি কেউ সামনে আসবেন না। পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দেবেন না। আমি কিন্তু প্রত্যেককে চিনে রাখব।' জোড়াসাঁকোয় মঞ্চে উঠেও একই সুরে বিধায়ক শশী পাঁজাকে বকা দিয়ে বললেন, 'তোমার এলাকা। ভিড় সামলাও। বসে থাকলে হবে না।'

কলকাতায় তৃণমূলের মিছিলে মমতা, অভিষেক। ছবি : রাজীব মণ্ডল

মিছিল যতদূর এগিয়েছে, আশপাশের ভিড় ততই বেড়েছে। মিছিলের রাস্তায় দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন হাত নেড়ে চিৎকার করে নেতা-নেত্রীকে সমর্থন জানিয়েছেন। আবার কোথাও তাঁদের উদ্দেশে নিচু গলায় ভিড়ের মধ্যে ভেসে এসেছে বিরূপ মন্তব্য, মিছিলে শ্যামাসংগীত বাজুক, দোষ কারও নয় গো মা...।

সংবিধান হাতে নিয়ে মিছিলে মমতা-অভিষেক স্লোগান দিয়েছেন, 'ভোট লুঠ, বিজেপি ঝুট।' মতুয়াদের গুরুত্ব দিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন, এসআইআর বিরোধিতায় মতুয়া ভোটব্যাংকই হয়ে উঠবে আগামী নির্বাচনের হাতিয়ার। সাংসদ মহুয়া মৈত্র, জুন মালিয়া, দোলা সেন, সায়নী ঘোষ, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সহ সামনের সারির নেতৃত্ব এদিন মিছিলে পা মিলিয়েছেন।

দুপুর ৩টে বেজে ৩৭ মিনিট। মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির কার্যালয়ের কাছাকাছি মিছিল ঢুকতেই দেখা গেল, পুলিশের কড়া নিরাপত্তা। রাস্তাজুড়ে গার্ডরেলের ছড়াছড়ি, যাতে দুই বিরোধী দলের কোনও কর্মী-সমর্থক উভয়প্রান্তে যেতে না পারেন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিভিন্ন ছাদের ওয়াচ টাওয়ার থেকে নীল পতাকা ওড়াল পুলিশ। সংকেত পেয়েই এগোলেন মমতা-অভিষেক। এদিন একই মিছিলে হাঁটলেন এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান শোভন চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভন-জায়া রত্না চট্টোপাধ্যায়। তবে বুদ্ধি করেই যুগলকে এড়াতে দেখা গেল রত্নাকে। মঞ্চে উঠলেন না কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রও। পদে পদে মমতা খোলসা করে দিলেন, ব্যক্তিগত সমীকরণ যাই হোক, দল সবার উর্ধ্বে।

শীত আসার আগেই শুরু হয়েছে গরম জামাকাপড়ের কেনাকাটা। কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ফের দুই আত্মহত্যায় এসআইআর 'যোগ'

ভারতে এসে ধৃত বাংলাদেশি ব্লগার

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর চালু হয়েছে। তারই মধ্যে ফের এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। এবার ঘটনাস্থল হাওড়ার উলুবেড়িয়া। ২৮ বছরের তরুণ জাহির আব্বাসের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে এসআইআর আতঙ্কে ভুগছিলেন জাহির। মুর্শিদাবাদের কান্দিতেও এসআইআর আতঙ্কে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃত মোহন শেখের পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম না থাকার কারণে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি।

সম্প্রতি হাইকোর্টের নজরদারিতে এসআইআর চেয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন করা হয়। তবে দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করা হয়েছে। এসআইআর আবহে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ব্লগার মুফতি আবদুল্লা আল মাসুদকে নদিয়ার গয়েশপুর থেকে প্রথমে আটক তারপর গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এসআইআর ঘোষণার দিন থেকে ক্রমশ সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আন্দোলন দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তবে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় এসআইআর আতঙ্ককে দায়ী করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উলুবেড়িয়ার ঘটনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মৃতের বাড়িতে যায় প্রতিনিধি দল। রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'প্রশাসন সর্বতোভাবে পাশে রয়েছে। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি এমনটা বোঝানো হচ্ছে। কেন্দ্রকে বলব, মৃত্যুর রাজনীতি বন্ধ করুন।' পালটা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছেন, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে শাসক দল।

জানা গিয়েছে, উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের খলিসানি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জাহির। দিনমজুরের কাজ করতেন। এদিন সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হলেও কোনও সুইসাইড নোট পায়নি পুলিশ। স্ত্রী রেজিনা বিবির দাবি, 'ও সবসময় বলত, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে। ভয়েই নিজেকে শেষ করে ফেলেছে ও। এই এসআইআর সব শেষ করে দিল।'

মুর্শিদাবাদেও মৃত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, সকালে পাড়ার মাঠে কীটনাশক খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের ভাই জানান, 'যখন ওকে আনতে গিয়েছিলাম, তখনই ও বলে, আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে তাই বিষ খেয়েছি।' ২০১৮ সালে ওপার বাংলায় কট্টরপন্থীদের রোষানল থেকে বাঁচতে ভারতে এসেছিলেন বাংলাদেশের 'মুক্তমনা' ব্লগার মুফতি। তাঁর ভিসার মেয়াদ ২০২০ সালে শেষ হলেও তিনি এখানেই রয়ে যান। চাকদার একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের গয়েশপুরের বাড়িতে ভাড়ায় থাকছিলেন তিনি। তাঁকে আটক করে গয়েশপুর ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখানে যায় রাজ্য পুলিশের একটি দল, সিআইডি, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দল। সোমবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

এসআইআরের দরকারি তথ্য

■ আপনার বাড়িতে যে বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও যাবেন, তাঁর সঙ্গে কিউআর কোডযুক্ত পরিচয়পত্র থাকবে। ওই কোড স্ক্যান করলেই নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে। এনুমারেশন ফর্মেও সংশ্লিষ্ট বিএলও নাম ও ফোন নম্বর দেওয়া থাকবে। বিএলওদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি হিসেবে বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএরাও থাকতে পারেন।

■ বিএলওদের কাছে সংশ্লিষ্ট বুথ এলাকার সব ভোটারের তথ্য থাকবে। বিএলও আসার সম্পর্কে আপনি আগাম খবর পাবেন। যদি তাঁর প্রথম ভিজিটে আপনি বাড়িতে নাও থাকেন, তাহলে তিনি আবার আসবেন। কমপক্ষে একটি বাড়িতে তিনবার পর্যন্ত তাঁর যাওয়ার কথা। যাতে কোনও ভোটারই এই প্রক্রিয়ার বাইরে না থেকে যান।

■ বিএলও আপনাকে পরিবারের প্রত্যেক ভোটারের জন্য দুই সেট এনুমারেশন ফর্ম দেবেন। আপনাকে দু'টিই পূরণ করে সই করতে হবে। বিএলও তাতে কাউন্টার সাইন করবেন। একটি ফর্ম বিএলও নিয়ে যাবেন, অপরটি স্ট্যাম্প মেরে রিসিভ করে আপনার কাছে রেখে যাবেন। আপনার কাছে বর্তমান ভোটার কার্ড বা এপিক, আধার কার্ড, দু-কপি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট মাপের ফটো এবং ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট রাখতে হবে। যেখানে আপনার, আপনার বাবা-মায়ের বা ঠাকুমা, ঠাকুর্দার নাম রয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে ইন্টারনেট থেকে (https://ceowestbengal.com)।

এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে আপনাকে কোনও তথ্যপ্রমাণ জুড়তে হবে না। যদি ২০০২ সালের তালিকায় আপনার নাম না থাকে, তাহলে আপনাকে নির্বাচন কমিশনের তরফে পরবর্তীকালে একটি নোটিশ পাঠিয়ে আপনার কাছ থেকে নির্বাচন কমিশনের মান্যতাপ্রাপ্ত ১১ ধরনের তথ্য প্রমাণের মধ্যে থেকে বাছাই করা প্রমাণ জমা করতে হবে।

তবেই আপনার নাম এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর পরের বছর প্রকাশ হওয়া চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে।

■ এনুমারেশন ফর্মের যে যে বক্সের তথ্য আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুধু সেইগুলি ফিলআপ করুন। নামের সঠিক বানান, সম্পর্ক ও ২০০২-এর তালিকা থেকে পাওয়া তথ্য সঠিকভাবে লিখুন। যদি ২০০২-এর তালিকায় আপনার বা পরিবারের সদস্যদের নাম না থাকে তাহলে ওই বক্সগুলি ফিলআপ করবেন না।

■ পরিবারের কোনও সদস্য বাড়ি থেকে দূরে থাকলে তাঁদের হয়ে যে কোনও সদস্য ফর্মটি ফিলআপ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তিনি সেভাবেই সই করবেন, ওই ভোটার সম্পর্কে তাঁকেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে।

■ সংশ্লিষ্ট বিএলও ফর্মগুলি সংগ্রহ করবেন ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে। তারপর থেকে ৮ জানুয়ারির মধ্যে ভোটাররা তাঁদের দাবি এবং আপত্তি জানাতে পারবেন। ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ওই দাবি ও আপত্তি নিয়ে নোটিশ, শুনানি ও যাচাই প্রক্রিয়া চলবে। ফেব্রুয়ারি মাসে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে।

■ আপনি বা পরিবারের সদস্যরা যদি বাড়িতে না থাকার কারণে বিএলওর সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে নির্দেশমতো ফর্ম ডাউনলোড, পূরণ ও আপলোড করা যাবে। প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য এখনই অনলাইন ফর্ম ভরার প্রক্রিয়া চালু নেই।

■ এসআইআর প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নির্ণায়ক। নির্বাচন কমিশনের কোনও অধিকার নেই নাগরিকত্ব সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

কাজ দেখতে আজ উত্তরবঙ্গে যাচ্ছে কমিশনের দল

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করার কাজ। কার্যত এটাই হচ্ছে এসআইআর-এর প্রথম ধাপ। সেই কাজ কেমন চলছে তা সরেজমিন দেখতে তিনদিনের সফরে বুধবার রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল। প্রথম দফায় তাঁরা যাবেন উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে আসছে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে ভারতী ছাড়া বাকি দুই সদস্য হলেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধান সচিব এসবি যোশী এবং ডেপুটি সেক্রেটারি অরবিন্দ আগরওয়াল।

এদিন তাঁদের উত্তরবঙ্গ সফর নিয়ে সংশ্লিষ্ট তিন জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন সিইও দপ্তরের আধিকারিকরা। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা বুধবার রাতে শিলিগুড়ি পৌঁছে বৃহস্পতি ও শুক্রবার ওই তিন জেলায় এসআইআর-এর কাজ সরেজমিন খতিয়ে দেখবেন। জেলার ইআরও এবং এইআরওদের সঙ্গে কাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকও করবেন।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে বিএলওদের বাড়ি বাড়ি অভিযান। প্রথম দিনের শেষে সর্বশেষ পাওয়া খবরে বিকাল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যে ১৮ লক্ষের কিছু বেশি এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা গিয়েছে। লক্ষ্যের তুলনায় কিছুটা কম হলেও প্রথম দিনের নিরিখে একে সন্তোষজনক বলেই মনে করছে কমিশন। কথা ছিল মঙ্গলবার রাজ্যের সব জেলায় একযোগে এই ফর্ম বিলির কাজ শুরু হবে। যদিও সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার কিছু এলাকায় ফর্ম বিলি শুরুতে কিছুটা বিঘ্ন হয়েছে। কমিশনের মতে, রাজ্যের প্রায় ৮ কোটি ভোটারের জন্য ১৬ কোটি ফর্ম ছাপার কাজ যাতে দ্রুততার সঙ্গে হয় সেই লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীভূত ভাবে জেলায় জেলায় তা করা হচ্ছে। কলকাতায় রাজ্য সরকারের সরস্বতী প্রেসের যে পরিকাঠামো, জেলায় সেই মানের পরিকাঠামো নেই। সেই কারণেই ফর্ম হাতে পেতে কোথাও কোথাও সময় লাগছে। তবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ফর্ম বিলির কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা করছে কমিশন। এরই সঙ্গে রাজ্যের জেলায় জেলায় বিএলওরা ফর্ম বিলি করতে গিয়ে ভোটারদের থেকে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন। তার সব উত্তর বিএলওদেরও জানা নেই। এই ব্যাপারে কমিশনের বক্তব্য, প্রশিক্ষণের সময় বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রশ্নের ব্যাপারে বিএলওদের ওয়াকিবহাল করানো হলেও বাস্তবে কিছু নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতেই পারেন তাঁরা। কারণ, এসআইআর-এর বিষয়টি একেবারেই নতুন তাঁদের কাছে। তবে কমিশনের আশা, তথ্য বা নথির জন্য প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যাবে না।

প্রথম দিন বাড়ি বাড়ি এসআইআরের ফর্ম বিলি করলেন বিএলও-রা। -পিটিআই

পুলিশ রিপোর্ট চায় কমিশন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে এসআইআর-এর কাজের প্রতিদিনের রিপোর্ট পাঠানো শুরু হল দিল্লিতে। রাজ্যে শাসকদল তৃণমূলের এই কাজের প্রকাশ্যে শত বিরোধিতাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় না দেশের নির্বাচন কমিশন।

মঙ্গলবার থেকেই প্রতিদিন নিয়মিত তার রিপোর্ট চায় কমিশন। এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রের খবর, ব্লকস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত এসআইআর কীভাবে চলছে, কোথাও কোনওরকম বাধা এসেছে কি না তার বিস্তারিত বিবরণ সহ রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার বিষয়টি নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই কাজে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকার কথাও জানতে চায় কমিশন। এসআইআর-এর কাজে সর্বস্তরে বিএলওদের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতা কেমন থাকছে তারও একটা ধারণা ওই রিপোর্ট থেকেই পেতে চায় কমিশন। বিরোধিতাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না রেখেই এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার সবরকম প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট সবাইকে রাখতেই হবে বলে কমিশনের কড়া নির্দেশ।

দাবি শমীকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : এসআইআরকে ঘিরে ফের বিতর্ক। বাংলায় এসআইআর চালু হলে প্রতি বুথে অন্তত ৫০ জন ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে, এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গে বুথের সংখ্যা ৯০ হাজার। দিল্লিতে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানান, ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে যে, রাজ্য সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিভিন্ন সরকারি নথি তৈরি করে দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, 'দেদার জন্ম শংসাপত্র, জাতির শংসাপত্র বিলি করা হয়েছে।'

অভিভাবকদের হাতে আটক বিএলও

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : বিএলও নিয়োগ হতেই মাথায় হাত স্কুলগুলির। কোনও স্কুলের অর্ধেক শিক্ষকই নির্বাচনি দায়িত্ব পেয়েছেন। কোথাও আবার প্রত্যেক শিক্ষককেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক না থাকলে পরীক্ষার মুখে পড়াবেন কে! প্রবল দুশ্চিন্তায় অভিভাবকরাও। এসআইআর শুরুর দিন মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় চণ্ডীগড় স্পেশাল ক্যাডার এফপি স্কুলের শিক্ষকদের এই অভিযোগেই আটকে রাখেন অভিভাবকরা। স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভও দেখান।

স্কুলটিতে পড়ুয়া সংখ্যা ১৫০। শিক্ষকের সংখ্যা তিন। এদিকে তিনজনকেই বিএলওর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিভাবকদের দাবি, অন্তত একজন শিক্ষককে পড়ুয়াদের স্বার্থে থাকতেই হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বাইরে থেকে একজন শিক্ষককে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে এসআইআরের কাজে বেরোবেন বাকি শিক্ষকরা। গাইঘাটা থানার পুলিশ ও জয়েন্ট বিডিও ময়ূখ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, বৈঠক করে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তমলুকের মথুরি ২ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৪ জন রয়েছেন বিএলওর দায়িত্বে। ১৪৪ জন পড়ুয়ার পঠনপাঠন কীভাবে চলবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শিক্ষক সঞ্জয় কুমার মণ্ডলের কথায়, 'আমরা একসঙ্গে সবাই চলে যাচ্ছি না। সরকারি শিক্ষক হওয়ায় বিএলওর দায়িত্ব তো পালন করতেই হবে। স্কুলের সিলেবাসও অনেকটাই এগিয়ে রাখা হয়েছে।' আসানসোলের হীরাপুর চক্রের চাপড়াইদ প্রাথমিক স্কুলে মাত্র দুজন শিক্ষক। উভয়েরই বিএলওর দায়িত্ব পড়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডাবলু নাথের কথায়, 'আমার স্কুল থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে বিএলওর ডিউটি পড়েছে। স্কুলের কাজ সামলে সিলেবাস কী করে শেষ করব সেই নিয় চিন্তায় রয়েছি। শিক্ষা দপ্তর থেকে ডেপুটেশন ভিত্তিতে শিক্ষক দিলে সুবিধা হত।'

শিক্ষক সংকট দূর করতে এদিন বাঁকুড়া জেলার স্কুল পরিদর্শককে নির্দেশিকা দিয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও স্কুলে যাতে শিক্ষকশূন্য পরিস্থিতি না তৈরি হয়, সেই কথা মাথায় রেখে নিকটবর্তী বিদ্যালয় থেকে অন্তত একজন শিক্ষককে অস্থায়ীভাবে ওই বিদ্যালয়গুলিতে দায়িত্ব দিতে হবে। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার শিক্ষকের মধ্যে বিএলওর দায়িত্ব পেয়েছেন ৮০ হাজারের কাছাকাছি। ফলে পরীক্ষার পাশাপাশি অসুবিধায় পড়েছে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাও। শিক্ষক মহলের দাবি, অধিকাংশ স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে ক্লাসের সময়ও অর্ধেক করে দিতে হচ্ছে। মাধ্যমিকের টেস্ট সামলে কীভাবে বিএলওর দায়িত্ব সামলাবেন, সেই নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে শিক্ষকদের।

শিক্ষকের অভাবে দুশ্চিন্তায় স্কুল

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬৬ সংখ্যা, বুধবার, ১৮ কার্তিক, ১৪৩২

ধমনীতে কোন রক্ত!

রক্তের টান অত সহজ কথা নয়। শিকড়ের টানের মতো। জমিদার উচ্ছেদ করে দিলেও রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন ভিটেয় ফিরে গিয়েছিলেন সেই শিকড়ের টানে। রক্তের টান পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। রক্তে নৈতিকতার পাঠ থাকলে আজীবন সৎ নীতিনিষ্ঠ না থেকে উপায় থাকে না। রক্ত তো ধমনীতেই প্রবাহিত হয়। শিরায়-উপশিরায় রক্তের স্রোত মানুষকে সুস্থ রাখে, নীরোগ জীবন নিশ্চিত করে।

শোভন চট্টোপাধ্যায়ের রক্তে নাকি তৃণমূল বইছে। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন 'কানন'। যিনি তৃণমূলের কাননে শুকিয়ে গেলেও দলনেত্রীর কাছে নিয়মিত ভাইফোঁটা নেন। সেই শোভনের ঘরে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তৃণমূলের ঘর। যা থেকে তাঁকে কেউ উচ্ছেদ করেনি। তিনি স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়েছিলেন। ঘর ছেড়ে বিবাগী হননি। বরং ঘোরতর সংসারী হয়েছেন ব্যক্তিজীবনে। রাজনৈতিক জীবনে বিজেপির ঘরে আশ্রয় নিয়ে থিতু হতে চেয়েছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে দ্বিতীয় সংসারে নিশ্চিত জীবন এসেছে। ভোটের রাজনীতির জীবনে ধাক্কা খেয়েছেন। বিজেপিতে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে পারেননি। বান্ধবীকে নিয়ে তাঁর নানা আবদার, অভিমান, আবেগ ইত্যাদিকে বিজেপি নেতৃত্ব আমল দেয়নি। তারপর দীর্ঘ 'নো পার্টি' জীবন কেটেছে। মাঝে মাঝে জল্পনা উসকেছে- এই তিনি তৃণমূলে ফিরলেন। ফিরলে মেয়র হবেন- এমন চর্চাও কম হয়নি এবঙ্গে। প্রথমে সরকারি পদ, তারপর গলায় ঘাসফুলের উত্তরীয় পরে শেষপর্যন্ত শোভনের সবান্ধবী প্রত্যাবর্তন ঘটেছে তৃণমূলে।

অতঃপর ধমনীতে তৃণমূলের রক্ত বইছে বলে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী এখন জনপরিসরের চর্চায়। প্রশ্ন স্বাভাবিক, তৃণমূলীয় বিশুদ্ধ রক্ত যিনি বহন করেন, তিনি সেই রক্তের টান অত সহজে অগ্রাহ্য করেন কীভাবে? শুধু অগ্রাহ্য নয়, পুরোপুরি রক্তের উৎস থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বদলের প্রধান প্রতিপক্ষের টিমে নাম লিখিয়ে ফেলেছিলেন। সেই টিমে সবান্ধব খেলোয়াড় হতে পারলেন না বলেই না বিজেপিতে তাঁর মন উঠে গেল।

তৃণমূল, বিজেপির বাইরে অন্য কোনও দলের ভোটের রাজনীতিতে বাংলায় প্রাসঙ্গিকতা থাকলে সেদিকে তিনি ঝুঁকতেন না- তেমন কথা কি হলফ করে বলা যায়? ফলে তৃণমূলের রক্ত তাঁর শিরায়-উপশিরায় বইছে জাতীয় মন্তব্যের যে কোনও সারবত্তা নেই, তা বুঝতে গবেষণাগারে তাঁর রক্ত পরীক্ষার দরকার হয় না। ভোটের রাজনীতিতে যবে থেকে সুবিধাবাদ ও ক্ষমতা মোক্ষ হয়ে উঠেছে, তবে থেকে দলীয় রক্তে বিশুদ্ধতায় খামতি স্পষ্ট হচ্ছে।

মার্কসবাদের ধ্বজা বহনের দাবিদারদের একই পরিণতি দেখে দলীয় রক্তে দূষণের তত্ত্ব আরও নিশ্চিত হয়। মালদার খগেন মুর্মু, শিলিগুড়ির শংকর ঘোষ প্রমুখ বামপন্থার রক্ত বহনকারীরা তো বিজেপির ঘরে, ভিন্ন রক্ত ধারণ করে বহালতবিয়তে আছেন। তাঁদের রক্তে মতাদর্শের উপাদান বেঁধে রাখতে পারেনি। আলিপুরদুয়ারের সুমন কাঞ্জিলাল, রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী, কালিয়াগঞ্জের সৌমেন রায় প্রমুখ বারকয়েক তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে যাতায়াত করেছেন।

কোনও দলেরই রক্ত এঁদের ধমনীতে বইছে বলে মনে হয় না। অথবা বলা যায় সুবিধাবাদ, ক্ষমতালিপ্সা ও করে খাওয়ার মনোভাবে তাঁদের রক্ত এতটাই দূষিত যে সেখানে বিশুদ্ধতা আর আশাই করা যায় না। শোভনের মতো আরও অনেকে 'ঘর ওয়াপসি'র পর রক্তের টানের কথা বলেন বটে। কিন্তু সেই দাবি কতটা অসার, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মার্কসবাদ বা গান্ধিবাদের মতো নির্দিষ্ট একটি নৈতিক ঘরানা তো পরের কথা, ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দুত্ববাদ ইত্যাদির ধ্বজা যাঁরা মুখে বহন করেন, তাঁদেরও কেউ কেউ ধমনীতে দূষিত রক্ত বহন করেন। যার পরিণতিতে বিজেপির রাজ্য স্তরের নেতা জয়প্রকাশ হয়ে যান তৃণমূলের রাজ্য শাখার সহ সভাপতি। একদা প্রদেশ কংগ্রেসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সভাপতি মানস ভুঁইয়া হয়ে যান তৃণমূল মন্ত্রীসভার সদস্য। ধমনীতে দলীয় নীতির রক্তের টানের প্রসঙ্গ তাই সোনার পাথরবাটি।

অমৃতধারা

সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা ধর্মজগতের কোনওদিনই কখনও কল্যাণ হয়নি, বরং যথেষ্ট ক্ষতি ও অপকার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মানুষ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য ভুলে যায়। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত নৃশংস ব্যাপার ঘটেছে তার মূল কারণ সাম্প্রদায়িকতা। সরল সত্যপরায়ণ ও সংযমী ব্যক্তিই ধর্মলাভের অধিকারী। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে এনেছেন, একমাত্র তিনিই ধর্মকে জানতে পারেন। কুচিন্তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মন কিছুতেই ধর্মসাধনায় স্থির ও শান্ত হয় না। সুচিন্তা ও সৎকর্মের অভ্যাসই মনঃসংযমের প্রধান উপায়। সম্পূর্ণভাবে সরল না হলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। যিশুখ্রিস্ট সেজন্য বলেছেন, যতক্ষণ তোমরা শিশুদের মতো সম্পূর্ণ সরল না হবে ততক্ষণ কিছুতেই ঈশ্বরকে লাভ করতে পারবে না।

- স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

আপনারা (নির্বাচন কমিশন) বলছেন, বাংলায় নাকি প্রচুর রোহিঙ্গা ঢুকে গিয়েছে। এসআইআরে নাকি বাংলাদেশি খুঁজবে। বিহারে তো এসআইআর হয়েছে। কতজন বাংলাদেশি ছিল? কতজন রোহিঙ্গাকে খুঁজে পেয়েছেন? যদি ধরেও নিই, দুই-চারজন এসেছেন, তাঁরা তো জেলে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

বেঙ্গালুরুর একটি অ্যাপার্টমেন্টে মাসখানেক আগে পরিচারিকার কাজে যোগ দিয়েছিলেন এক মহিলা। সকালে মালিকের কুকুরছানা নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে লিফটের মধ্যে পোষ্যটিকে আছড়ে মেরে ফেলেন। পলাতক ওই মহিলা। পুলিশ তাঁকে খুঁজছে।

আজ

১৯৮৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি।

২০১১

বিশিষ্ট শিল্পী ভূপেন হাজারিকা আজকের দিনে প্রয়াত হন।

সোজা-সাপটা

বিবেকানন্দ ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমার আদর্শ প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হবে। কোনও পুরুষ, নারীর ওপর হুকুম চালাবে না। কোনও নারীও পুরুষের ওপর হুকুম চালাবে না। প্রত্যেকেই স্বাধীন। যদি কোনও বন্ধন থাকে, তা শুধু প্রীতির বন্ধন।

জীবনের শুরু থেকেই স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতার চর্চা

শেখর বসু

পশ্চিমের চিত্রকলা ও স্থাপত্য নিয়ে সারা পৃথিবীতে যতই হইচই হোক না কেন, মার্ক টোয়েনকে তা বিশেষ স্পর্শ করেনি। বরং এই দুটি বিভাগকে নিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে ঠাট্টা, মজা করে গিয়েছেন। ওল্ড মাস্টাররাও তাঁর ঝাঁঝালো মন্তব্যের হাত থেকে নিস্তার পাননি।

সাহিত্যকর্মে, ব্যক্তিগত কথাবার্তায় বা চিঠিপত্রে মহান এই দুটি এলাকা নিয়ে নিজস্ব ঢঙে পরিহাস করে গিয়েছেন তিনি। তবে আঁকার দিকে তাঁর একটু ঝোঁক ছিল, বেশ কিছু স্কেচও এঁকেছেন। ওইসব স্কেচের কিছু কিছু তাঁর লেখাপত্রের সঙ্গে ছাপা হয়েছে।

সেন্ট সোফিয়া একটি বিশাল গির্জা, তেরো-চোদ্দোশো বছরের প্রাচীন। এর গম্বুজটি সুবিশাল। অসাধারণ এই গম্বুজ নাকি সেন্ট পিটারের গম্বুজকেও ছাপিয়ে যায়। প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে রঙ্গপ্রিয় লেখক লিখেছেন, সবই ভালো, কিন্তু ওই গির্জায় জমে থাকা ধুলো যে ওই গম্বুজের চাইতে ঢের বেশি চমকপ্রদ এই কথাটি কেউ আর ভুলেও বলে ফেলেন না!

আসলে সেন্ট সোফিয়া সম্পর্কে এত যে উচ্ছ্বাস-- সে সবই এসেছে গাইডবুকের কল্যাণে। গাইডবুকে বলা হয়েছে-- এটি একটি অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যকর্ম, পৃথিবীতে এমন আর দ্বিতীয়টি নেই। ব্যাস, সবাই তাই বিশ্বাস করে নিয়েছে।

মজার কথা বলায় বা লেখায় মার্ক টোয়েনের জুড়ি মেলা ভার। বলেছেন, ঠিকমতো বিজ্ঞাপন করতে পারলে অনেক ছোটখাটো জিনিসকেও পেল্লায় বানিয়ে দেওয়া যায়। মানুষ সৃষ্টির রহস্যটাও তাঁর কাছে প্রাঞ্জল। লিখেছেন, বাঁদররা ঈশ্বরকে হতাশ করেছিল বলেই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন।

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের অবিস্মরণীয় সব শিল্পকর্ম দেখে ফেরার মুখে মার্ক টোয়েনের ওইসব মন্তব্য মনে পড়ে গিয়েছিল। এ অনেকটা সাদা দেখলে কালোর কথা মনে পড়ে যাওয়ার মতো।

ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে যায় বিকেল পাঁচটায়। মিনিট দশ-পনেরো আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম ওখান থেকে। চিত্রশালাটি মিশিগান লেকের ধারে। ওদিকে স্কাইস্ক্র্যাপার থাকলেও এদিকে খোলা আকাশ। আকাশে ঝকঝকে রোদ, ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে আকাশ দেখলে মনে হবে এখন দুপুরবেলা। আর দেড়-দু'মাস এই রকম ঝলমলে রোদ পাওয়া যাবে। তারপরেই শীতের ঋতু। তখন বরফে ঢেকে যাবে শিকাগোর পথঘাট।

মার্কিনিরা গ্রীষ্মকে যতটা পারে ভোগ করে নেয়। কাজকর্মের বাইরের অনেকটা সময় শুধু বাইরে-বাইরে ঘোরা, এখানে-ওখানে বেড়ানো, রেস্টুরেন্ট আর পাবে ঢোকা। চওড়া সাইডওয়াকের পাশের ক্যাফেগুলোয় ঝলমলে নারী-পুরুষের ভিড় দেখা যাচ্ছিল।

শহরের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম। সন্ধের একটু আগে থেকেই রংবেরংয়ের উজ্জ্বল আলোয় সেজে উঠেছিল মহানগর। আজকের মতো কাজের দিন

যে ফুরিয়েছে, চারপাশের অক্ষয়যৌবন মানুষগুলোর অলস চলাফেরার দিকে তাকালেই তা টের পাওয়া যায়। হাসি, উঁচু গলার কথায় কেমন যেন একটা উৎসবের মেজাজ।

চৌরাস্তার মোড়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। কোনদিকে যাব এবার? ডানদিকে? বাঁদিকে? নাকি সোজা? আজ সারাদিনটাই আমার মিউজিয়ামে কেটে গিয়েছে। কাল কোথায় যাব সেটা ঠিক আছে। এখন এই মাঝখানের সময়টুকু আমি উদ্দেশ্যহীন পর্যবেক্ষক। দাঁড়িয়েছিলাম ফুটপাথের একধারে, কিন্তু আমার চোখ ঘুরছিল চারদিকে। হঠাৎ ওদিকের ওই দম্পতির দিকে চোখ পড়ল। সম্ভবত দম্পতিই হবে। বয়েস আশি থেকে নব্বইয়ের মধ্যে। দুজনেরই বিশাল কাঠামো, ছ'ফুট সাড়ে ছ'ফুটের কম নয়, কিন্তু বয়সের ভারে কাঠামো একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। মুখ বলিরেখায় ভর্তি, তবে বেশ হাসিখুশি। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলেন ওঁরা।

পুরুষটির এক বগলে ক্রাচ, মহিলার হাতে লাঠি। ওদিকের সাইডওয়াক ক্যাফেতে বসে খাওয়াদাওয়া সেরে এসেছেন নির্ঘাত। মহিলার হাতের জালি ব্যাগে গোটাকয়েক প্যাকেট। হয়তো বাজারহাট সারার পরেই ক্যাফেতে বসেছিলেন।

যাবেন কোথায় ওঁরা এবার? হয়তো বাড়িতে। কয়েক পা এগোতেই ওঁদের বেশ কিছুটা সময় লেগে যাচ্ছিল। আমাদের দেশে একটু-একটু করে ছোট পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত যৌথ পরিবারের সংখ্যাই বেশি। দেশে বড় পরিবারের লোকজনেরা কিছুতেই এত বেশি বয়সি কাউকে একা-একা বেরুতে দিত না। এঁরা গুনতিতে দুই, কিন্তু বয়স এঁদের বগলে ক্রাচ আর হাতে লাঠি ধরিয়ে দিয়েছে।

এঁদের বাড়ি হয়তো খুব কাছেই। আর কয়েক পা হাঁটলেই বুঝি অ্যাপার্টমেন্টের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবেন। রাস্তায় লোকজন বিশেষ ছিল না, সুতরাং একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওঁদের ওপর চোখ রাখাটা বেশ সহজ কাজ। একেই বলে বোধহয় অহেতুক কৌতূহল।

একটু বাদেই চমকে উঠলাম। ওঁরা, আশপাশের কোনও বাড়িতে না ঢুকে ওদিকে দাঁড় করানো একটা গাড়িতে উঠে পড়লেন। ওঠাটা সহজ ছিল না, একটু কসরত করেই ওঠা। পিছনের সিটে ক্রাচ আর লাঠি, সামনে ওঁরা, দুজন। ড্রাইভিং সিটে বৃদ্ধা, পাশে বৃদ্ধ মানুষটি। সিট বেল্ট লাগানোর পরে স্টার্ট নিল গাড়ি, তারপরেই হুস করে ছুটে গিয়েছিল সামনের দিকে।

আমার অলস কল্পনা পিছু নিয়েছিল ওঁদের। ওঁরা হয়তো এখান থেকে পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরে কোথাও থাকেন। এই ধরনের শহরে, এমন রাস্তায়, পঁচিশ-তিরিশ মাইল কোনও দূরত্বই নয়, চট করে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু দূরত্ব আরও বেশি হলেও ওঁদের হয়তো কিছু এসে যেত না।

এখানকার মানুষজন সাহসী, স্বাবলম্বী। যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও বহুকাল এরা নিজেদের চাঙ্গা রাখতে পারে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে যতদূর সম্ভব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়।

পরনির্ভরতাকে অল্প বয়স থেকেই বিদেয় করে দেয় এ দেশের মানুষজন। মা-বাবা যতই বিত্তশালী হোক না কেন, ষোলো-আঠারো বছরের ছেলেমেয়েরা ওই বৈভব থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসে। উচ্চশিক্ষা আর স্বনির্ভরতা হাতে হাত ধরে চলে। মিলিওনিয়ারের ছেলে বা মেয়ে সামান্য কিছু পকেটমানি রোজগারের জন্য হোটেল-রেস্টুরেন্টে ঝাঁটপাট দেওয়া বা ডিশ ধুয়ে দেওয়ার মতো কাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসম্মান দেখে না। এই ধরনের ছোটখাটো কায়িক শ্রম আর উচ্চশিক্ষা পাশাপাশি চলে।

জীবন শুরুর মুখের এই স্বনির্ভরতার সুফল নিশ্চয়ই শেষ বয়সেও পাওয়া যায়। ওই যে বয়সের ভারে ন্যুব্জ, অশক্ত মানুষদুটি গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেলেন, ওঁদের জীবনও নিশ্চয়ই ওইভাবেই শুরু হয়েছিল।

আমাদের দেশে স্বনির্ভরতার উলটোদিকে চলার জন্যে বিচিত্র একটা চাপ তৈরি হয় প্রায়ই। চাপ আসে পরিবার থেকে, সমাজ থেকে। এই ব্যাপারে সরকার বা তার অনুমোদিত কোনও কমিটিও কখনো-কখনো চমকপ্রদ সব প্রস্তাব নিয়ে আসে। এই রাজ্যের এমন একটি হালের প্রস্তাব হল-- বাহাত্তর বছর বয়স হয়ে গেলে তাকে আর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হবে না।

প্রস্তাবটি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি উঠেছে চারদিক থেকে। বাহাত্তর বছর বয়সে যাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ, দৃষ্টিশক্তি ভালো, রিফ্লেক্স চমৎকার তাঁরা কেন গাড়ি চালাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। কারও কারও মতে এই অধিকারে হাত দেওয়া মানে সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা।

ইউরোপ, আমেরিকায় বহু বছর বয়সি অনেকেই গাড়ি চালান। বয়স নয়, শারীরিক সুস্থতাই ওখানে লাইসেন্স রিনিউ করার মাপকাঠি। বিচিত্র ওই প্রস্তাবটি শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যে আমাদের দেশেও উঠেছে। স্বনির্ভরতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে থাকে। সেখানে বাধা দেওয়া কোনও অবস্থাতেই ঠিক নয়।

বিবেকানন্দ ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমার আদর্শ প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হবে।... ভারতীয় নারী, ইংরেজ নারী এবং আশা করি আমেরিকান নারীরাও এই ব্রত গ্রহণ করবে। কোনও পুরুষ, নারীর ওপর হুকুম চালাবে না। কোনও নারীও পুরুষের ওপর হুকুম চালাবে না। প্রত্যেকেই স্বাধীন। যদি কোনও বন্ধন থাকে, তা শুধু প্রীতির বন্ধন।

স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতা এমনি-এমনি আসে না। এগুলির চর্চা শুরু করতে হয় প্রথম জীবন থেকেই। শেষ বয়সেও তাহলে পরনির্ভরতা এড়ানো সম্ভব অনেকখানি।

জনমন জনমত

আমরা নারী, আমরা পারি

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহিলা ক্রিকেট নিয়ে দর্শকদের ছিল না অত মাতামাতি, উন্মাদনা। বিরাট-রোহিত-শুভমানকে নিয়ে যতটা উচ্ছ্বাস ছিল ততটা ছিল না ঝুলন-মিতালিকে নিয়ে। কিন্তু ক্রমেই ক্রিকেটের সংজ্ঞাটা যেন বদলে গেল। বর্তমানে মহিলা ক্রিকেট নিয়েও আমাদের সমান আগ্রহ। আর তাই তো মধ্যরাতে বিজয়ী হয়ে মহিলা ক্রিকেট দল দেখিয়ে দিল আমরাও পারি।

কন্যাসন্তান কন্যারত্ন- এ কথাটা সমাজের অধিকাংশ মানুষেরই আশা করি বোধগম্য হয়েছে। তবে কিছু মানুষ আজও অশ্রদ্ধা, তাচ্ছিল্যের নজরে নারীকে দেখতে অভ্যস্ত।

তাই তো মুম্বইয়ের মাঠে যখন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল জিতে আনন্দ করছিল, আমরা গর্বিত হচ্ছিলাম, ঠিক তখন কোনও এক গ্রামে কন্যাসন্তান জন্মের কারণে ঠাকুমা শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেলতে চাইছিল। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন।

এছাড়া প্রায় প্রতিদিনই নেট দুনিয়ায়, টিভিতে, সংবাদপত্রে যে খবরটা দেখলে আমাদের গা শিউরে ওঠে তা হল ধর্ষিতা নারী। এই একটি বিষয় রয়ে গিয়েছে, যেখানে হাজারো আইন, মামলা-মোকদ্দমা করেও ধর্ষকের মনে ভয়, অনুশোচনা প্রবেশ করে না।

ফলে নারীর প্রতি এই অত্যাচার বেড়েই চলেছে। তবে আশা রাখি, আর বেশি দিন নয়। কারও সহায়তা ছাড়াই নারী নিজেই পারবে উঠে দাঁড়িয়ে ধর্ষকের কোমরে বেড়ি পরিয়ে ধর্ষণ নামক শব্দটাকে চিরতরে এই দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে। কারণ, আমরা নারী, আমরা পারি।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও নারীর ক্ষমতায়ন

২ নভেম্বর ২০২৫, ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হল আরেকটি দিন। একইদিনে প্রায় নিঃশব্দে রয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার হোবার্টে টি২০-তে ওয়াশিংটন সুন্দরের ম্যাচ জেতানো ইনিংস, যেমন রয়ে গিয়েছিল এবছরই ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি বরসাপাড়া স্টেডিয়ামে আয়োজিত মহিলা বিশ্ব ক্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শ্রেয়া ঘোষাল এবং নুয়ান্তিকা সেনারাথনের গাওয়া জাতীয় সংগীত এবং বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের জয়। তখন বোধহয় কেউ ভাবতে পারেননি ভারতের মহিলা ক্রিকেটের এই উত্থান। যত দিন গিয়েছে তত যেন উৎসাহ বেড়েছে।

মহিলা ক্রিকেট টিমের দু'একজন ছাড়া আপামর ভারতবাসী যাঁদের চিনতেন না তাঁরা আজ হয়ে উঠেছেন সবার নয়নের মণি। হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা, দীপ্তি, শেফালি, আমনজ্যোত, ক্রান্তি প্রভৃতি। এঁদের নাম আজ সবার মুখে মুখে। আর বিশেষভাবে বলতেই হয় আমাদের শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষের কথা। অনবদ্য ব্যাটিং, উইকেটকিপিংয়ে তিনি সবার মন জয় করে নিয়েছেন। শিলিগুড়িবাসী হিসেবে আমরা সত্যিই তাঁর জন্য গর্বিত। আশা করব, আরও অনেক ক্রিকেটার এবং অন্যান্য খেলোয়াড় আমাদের শিলিগুড়ি

থেকে উঠে আসবেন।

শান্তা রঙ্গাস্বামী ও ডায়না এডুলজির মতো আরও অনেক মহিলা ক্রিকেটারকে টিকে থাকার জন্য যে কষ্ট করতে হয়েছে আজকের মহিলা ক্রিকেটাররা তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন এবং পুরুষদের সমকক্ষ মান্যতা আদায় করে নিয়েছেন। পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে একে একপ্রকার নারীর ক্ষমতায়ন বলাই যায়। নারীর এই ক্ষমতায়ন নিশ্চয়ই সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে। এরপর নিশ্চয়ই কোনও কন্যাভ্রূণ হত্যা হবে না। জন্ম নেওয়া কন্যাসন্তান কারও অবহেলার পাত্রী হবে না। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের খবর শুনে আমাদের নিশ্চয়ই লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রাখতে হবে না। আগামীদিনে এই সুদিনের আশা আমরা করতেই পারি।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

অব্যাহত থাকুক বিজয়রথের গতি

১১ নভেম্বর সদ্য বিজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের হেড কোচ অমল মুজুমদারের ৫২তম শুভ জন্মদিন। বিষয়টা কাকতালীয় মনে হলেও, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলও ৫২ রানেই দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল।

আশা রাখছি, ২০২৬ সালে ইংল্যান্ডের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলা দশম আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও অমলবাবুর নির্ভরযোগ্য কোচিংয়ে হরমনপ্রীত-স্মৃতি-শেফালিরা আবারও কিছু স্মরণীয় পারফরমেন্স তুলে ধরতে পারবেন এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন। পরিশেষে একটাই শুভকামনা, সর্বদা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিজয়রথের গতি

অব্যাহত থাকুক।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

ঘরের মেয়ে রিচাকে অভিনন্দন

এবছর মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে রিচা ঘোষ সর্বাধিক ছয় মারার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। সবথেকে আনন্দের বিষয়, বাংলার তথা ভারতের গর্ব রিচা ঘোষের বাড়ি শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি হলেও তাঁর মামার বাড়ি আমাদের গঙ্গারামপুর শহরের দুই নম্বর ওয়ার্ডের বেলবাড়ি ঘোষপাড়ায়। রিচা বাল্যকালের অনেকটা সময় কাটিয়েছে গঙ্গারামপুর মামার বাড়িতে। মামার বাড়ির পাশে বেলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে রিচা একাধিকবার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন। রিচা তুমি শুধুই শিলিগুড়ির মেয়ে নও, তুমি সারা বাংলার সকল মানুষের ঘরের মেয়ে। রিচা ঘোষকে আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৪

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। কারাগার, জেলখানা ৫। অবাধ্য বা দুর্দান্ত, ঝগড়াটে, দুষ্টু ৬। মতের অমিল ৮। শেষ, সমাপ্ত, অন্ত ৯। অন্য, ভিন্ন, অনাত্মীয় ১১। শহরের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারী, পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপার ১৩। প্রকাণ্ড, বেঢপরকমের বড় ১৪। জাদুর মন্ত্রতন্ত্র।

উপর-নীচ : ১। একটুতেই রেগে যায় এমন ২। দৈহিক শক্তি, ক্ষমতা, জোর ৩। নিত্য, অবিনশ্বর, চিরন্তন ৪। বোধ নেই এমন, অজ্ঞান ৬। বুদ্ধি, জ্ঞান ৭। গর্ত, ছিদ্র ৮। বয়স্য, ফাজিল লোক ৯। মাংস, ক্ষণকাল, খড় ১০। দ্রুত গতিবোধক, ধন্যাত্মক শব্দ ১১। নতুবা, নইলে ১২। আগুন ১৩। বৃহৎ চর্মবাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৮৩

পাশাপাশি : ১। মহেষ্বাস ৩। বাচিকা ৫। বাদপ্রতিবাদ ৬। তিতির ৭। কেশব ৯। বাধ্যবাধকতা ১২। নোলক ১৩। কালজিন।

উপর-নীচ : ১। মতিগতি ২। সরোদ ৩। বাইতি ৪। কলাদ ৫। বার ৭। কেতা ৮। বপুষ্মান ৯। বাগানো ১০। বারেক ১১। কণিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মালগাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় বিলাসপুরে মৃত ৫

রায়পুর, ৪ নভেম্বর : ওড়িশার বালেশ্বরে আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনল ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর। সেখানে যাত্রীবাহী ট্রেন এবং মালগাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৫ জনের (অসমর্থিত সূত্রে মৃতের সংখ্যা ৯)। মঙ্গলবার বিকেলে দুর্ঘটনা ঘটে ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে।

মঙ্গলবার দুপুরে বিলাসপুর-কাটনি রেলপথে একটি স্থানীয় মেমু ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। তীব্র সংঘর্ষে বেশ কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয় এবং রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লাইনে একটি মালগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় যাত্রীবাহী ওই ট্রেনটি একই লাইনে চলে আসে। তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে মালগাড়িটিকে। সংঘর্ষের অভিঘাতে মালগাড়ির ওপরে উঠে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনের একাংশ। দুমড়েমুচড়ে যায় ট্রেনের প্রথম কামরাটি।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্যামবিহারী জয়সওয়াল জানান, 'পাঁচজনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। দু-জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনও কয়েকজন যাত্রী বগির ভিতর আটকে আছেন। তাঁদের বের করার চেষ্টা চলছে।' মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই ঘটনাকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক' বলে শোকপ্রকাশ করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। রেল প্রশাসন মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ, গুরুতর আহতদের ৫ লক্ষ এবং সামান্য আহতদের ১ লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেছে।

ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনার জেরে আপাতত পুরো রুট জুড়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বহু ট্রেন বাতিল হয়ে গিয়েছে। অন্য রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু দূরপাল্লার ট্রেন।

ট্রেন দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে নেমেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে।

প্রয়াত জিপি হিন্দুজা

লন্ডন, ৪ নভেম্বর : ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ শিল্পপতি গোপীচাঁদ পরমানন্দ হিন্দুজার জীবনাবসান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ২০২৩-এ তিনি হিন্দুজা গ্রুপের চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়েছিলেন।

১৯৪০-এ ভারতে জন্ম গোপীচাঁদের। ১৯৫৯ সালে মুম্বইয়ের জয়হিন্দ কলেজ থেকে স্নাতক এবং পরে ওয়েস্ট মিনস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান সূচক

ডক্টর অফ ল ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর বাবা পরমানন্দ হিন্দুজা ১৯১৪ সালে হিন্দুজা গোষ্ঠীর ব্যবসা শুরু করেন। সেই ব্যবসায় যোগ দেন গোপীচাঁদ। ২০২৩-এ তাঁর ভাই শ্রীচাঁদ হিন্দুজার মৃত্যুর পর গোষ্ঠীর শীর্ষ পদে বসেন গোপীচাঁদ। ব্রিটেনের সানডে টাইমস রিচ লিস্ট অনুযায়ী টানা সাত বছর ব্রিটেনের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন গোপীচাঁদ হিন্দুজা। বর্তমানে ভারত সহ বিশ্বের ৪৮টি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে হিন্দুজা গোষ্ঠীর ব্যবসা। গাড়ি, তেল, কেমিক্যাল, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স, তথ্যপ্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, হেল্থকেয়ার, ট্রেডিং, পরিকাঠামো নির্মাণ, মিডিয়া, বিদ্যুৎ, আবাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসা করে হিন্দুজা গোষ্ঠী।

ভিসা কানাডার নিশানায় ভারত

অটোয়া, ৪ নভেম্বর : সম্ভাব্য জালিয়াতি ঠেকাতে কানাডা সরকার ব্যাপক ভিসা বাতিলের ক্ষমতা চাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে—যার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকরা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, কানাডার ইমিগ্রেশন বিভাগ (আইআরসিসি), বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ) ও মার্কিন অংশীদাররা মিলে একটি কর্মীদল গঠন করেছে, যাতে সন্দেহজনক ভিসা একসঙ্গে বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভিসা নীতিতে কড়াকড়ির ফলে ভারতীয় আবেদনকারীদের প্রায় ৭৪ শতাংশ আবেদন খারিজ হয়েছে। সরকার এখন সংসদে একটি বিল পেশ করেছে, যাতে এই ক্ষমতা আইনি মর্যাদা পায়। তবে ৩০০-র বেশি নাগরিক সংগঠন এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে বলেছে, এটি 'গণ-নির্বাসন যন্ত্রে' পরিণত হতে পারে।

অভ্যন্তরীণ নথিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতে শরণার্থী-সংখ্যা ও জাল ভিসার অভিযোগ বেড়েছে, যার জেরে প্রক্রিয়াকরণ সময় দ্বিগুণ হয়েছে এবং অনুমোদনের হার কমেছে।

শেষ লগ্নে বিতর্কে রাহুল, চমক তেজস্বীর

প্রথম দফার প্রচারে ইতি

পাটনা, ৪ নভেম্বর : বিহারে প্রথম দফার ভোটপ্রচারে ইতি পড়ল মঙ্গলবার। ৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৮টি জেলার ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। তার আগে এদিন শেষদফার ভোটপ্রচারে শাসক এনডিএ এবং বিরোধী মহাজোটের রথী, মহারথীরা জোরালো প্রচার সারেন।

প্রথম দফার ভোটপ্রচারের শেষবেলায় বিতর্কে জড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কুটুম্বায় এদিন একটি নির্বাচনি প্রচারে তিনি বলেন, 'দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। আপনারা যদি খুব সতর্কভাবে দেখেন তাহলে দেখবেন, দেশের ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা হল দলিত, মহাদলিত, অনগ্রসর, অত্যন্ত অনগ্রসর অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। অথচ যদি ভারতের ৫০০টি সবথেকে বড় সংস্থার দিকে দেখেন তাহলে সবথেকে ওপরে থাকা ১০ শতাংশের হাতে সমস্ত চাকরি রয়েছে। তারাই সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছে।' স্বাভাবিকভাবেই রাহুলের এই কথায় বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতা সুরেশ নাখুয়া বলেন, 'রাহুল গান্ধি এখন সেনাবাহিনীতেও জাতপাত খুঁজছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি তাঁর ঘৃণা ভারত বিদ্বেষের স্তরে চলে গিয়েছে।'

তবে ওই বিতর্ক সত্ত্বেও চমক ছিল বিরোধী শিবিরের রসদে। মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এদিন মহিলাদের উদ্দেশে বলেন,

প্রচারের শেষবেলায় রাহুল গান্ধি। ঔরঙ্গাবাদের পাকাহা গ্রামে। মঙ্গলবার।

'আমরা ক্ষমতায় এলে আগামী ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিনে মহিলাদের হাতে ৩০ হাজার টাকার বার্ষিক আর্থিক অনুদান পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার আওতায় রাজ্যের ১ কোটিরও বেশি মহিলার ব্যাংকের খাতায় ১০ হাজার টাকা করে পাঠানো শুরু হয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে ইতিমধ্যে সরব হয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা অশোক গেহলট এদিন বলেন, 'ভোট ঘোষণার পর কোনও সরকারি প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। কারণ আচরণবিধি চালু হয়ে যায়। কিন্তু বিহারে ভোটের মধ্যে মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হচ্ছে। অথচ সবকিছু দেখেও কমিশন কোনও পদক্ষেপ করার মতো সাহস দেখাতে পারছে না।'

এদিকে তেজস্বী বলেন, 'আমি বহু স্থানে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছি। মা-বোনেরা মাই-বহিন মান যোজনা নিয়ে আশাবাদী।' প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা অর্থাৎ বছরে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা মহাজোটের ইস্তাহারেও বলা আছে। এর পাশাপাশি কৃষকদের ধানের এমএসপি-র ওপর বোনাস হিসেবে প্রতি কুইন্টালে ৩০০ টাকা এবং গমে প্রতি কুইন্টালে ৪০০ টাকা করে দেওয়ার কথাও বলেছেন তেজস্বী।

এদিকে মোকামায় বাহুবলী প্রার্থী অনন্ত সিংয়ের গ্রেপ্তারির পরও বিতর্ক থামছে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা ললন সিংয়ের বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় প্রার্থীকে ঘরে আটকে রাখার হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে আরজেডি ও কংগ্রেস।

প্রেমিকাকে পেতে স্ত্রীকে খুন ডাক্তারের

বেঙ্গালুরু, ৪ নভেম্বর : প্রেমিকাকে খুশি করতে কতজন কতকিছুই না করে! কেউ সুর-তালে গান বাঁধে। কেউ বা পাহাড়-সাগর ডিঙিয়ে যায় পারিজাত আনতে! কিন্তু প্রেমিকার জন্য যে নিজের স্ত্রীকেও ঠান্ডা মাথায় খুন করা যায়, সেটা দেখালেন বেঙ্গালুরুর এক চিকিৎসক!

বহুদিন ধরে একটু একটু করে অ্যানাস্থিশিয়া প্রয়োগ করে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ স্ত্রী কৃতিকাকে খুন করেছিলেন শল্যচিকিৎসক স্বামী মহেন্দ্র রেড্ডি। বেঙ্গালুরুর সেই ঘটনার তদন্তে প্রায় ছয় মাস বাদে প্রকাশ্যে এসেছে নতুন তথ্য। জানা গিয়েছে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরই প্রেমিকাকে মেসেজ করে 'সুখবর' দিয়েছিলেন অভিযুক্ত সার্জেন। লিখেছিলেন, 'তোমার জন্যই স্ত্রীকে খুন করলাম!' অনলাইনে টাকা পাঠানোর

অ্যাপে মহেন্দ্র এই বার্তা পাঠান তাঁর প্রেমিকাকে।

পুলিশ জানিয়েছে, কৃতিকা রেড্ডিকে অ্যানেস্থেটিক ওষুধ 'প্রপোফল'-এর ওভারডোজ দিয়ে খুন করেছিলেন মহেন্দ্র। এরপর তিনি অসুস্থ বলে কৃতিকাকে হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এটা গত ২১ এপ্রিলের ঘটনা। মোবাইল ফোনের ফরেন্সিক পরীক্ষায় 'সেই বার্তা' উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। প্রেমিকার নাম প্রকাশ করা হয়নি, তবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

গত ১৫ অক্টোবর মহেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ কমিশনার সীমন্তকুমার সিং জানান, 'প্রমাণ স্পষ্ট, স্ত্রীকে ইচ্ছাকৃতভাবে মাদক ইনজেকশন দিয়ে খুন করা হয়েছে।'

দিল্লি দূষণ, সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : রাজধানীর দূষণ নিয়ে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার পর এবার সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর অভিযোগ, 'দিল্লির হাওয়া-বাতাস উত্তরোত্তর বিষাক্ত হয়ে উঠলেও বিজেপি সরকার শুধু প্রতি বছর অজুহাত বদলেছে। এখন তো কেন্দ্র আর দিল্লি- দু'টি জায়গাতেই ওদের সরকার আছে। জনতা এখন পরিষ্কার হাওয়া চাইছে, প্রতিশ্রুতি নয়।' এর জবাবে দিল্লির মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা জাতীয় রাজধানীর দূষণের জন্য কংগ্রেস ও আপকে কাঠগড়ায় তুলেছেন।

তিনি সমাজমাধ্যমে বলেন, 'রাহুল গান্ধি জানতে চাইছেন দিল্লির একিউআই কীভাবে খারাপ হয়ে গেল? এটা তো আপনারাই খারাপ করেছেন। দিল্লিকে প্রথমে কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসন দূষিত করেছিল। তারপর ১০ বছর আপনাদের সহযোগী কেজরিওয়াল করেছেন। গত ১০ বছরের মধ্যে এই বছরই বিজেপি সরকারের আমলে সবথেকে পরিষ্কার হাওয়া নথিভুক্ত হয়েছে।' রবিবার প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা দিল্লির দূষণ মোকাবিলায় রাজনৈতিক ঐক্যের বার্তা দিয়েছিলেন। এদিকে দিল্লির একিআই ইনডেক্স মঙ্গলবারও অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে ছিল। রাজধানীর একাধিক এলাকায় তার গণ্ডি ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট ড. জিসি খিলনানি জানিয়েছেন, গত ৩০-৩৫ বছরে পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। সুস্থ মানুষজনও শ্বাসকষ্ট, কাশি নিয়ে আসছেন। অথচ তাঁদের হাঁপানি বা ফুসফুসের সমস্যা নেই।'

মহিলা কর্মীদের বার্তা মোদির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : বিহারে প্রথম দফার ভোটদানের নির্বাচনি প্রচার শেষ হওয়ার আগেই নমো অ্যাপের মাধ্যমে 'মেরা বুথ, সবসে মজবুত' কর্মসূচির অধীনে রাজ্যের বিজেপির মহিলা নেত্রী ও কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'এই নির্বাচন খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি নিশ্চিত, এনডিএ এবার বিপুল ভোটে জয়ী হবে। এনডিএ-র জয় নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

ভোটের ঠিক আগেই বিহারের মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা পাঠানো যে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে জানান দলের মহিলা কর্মীরাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিহারের মানুষের মধ্যে তিনি প্রবল উৎসাহ দেখেছেন। বিহারের মানুষ এবার গত ২০ বছরের রেকর্ড ভেঙে মহাজোটকে সবচেয়ে বড় পরাজয়ের মুখোমুখি করবে।' এদিকে বেগুসরাই জেলা মহিলা মোর্চার সভাপতি ডাক্তার রেখা রাম জানান, অসুস্থ ভোটারদের বুথ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ প্রস্তুতি তাঁরা নিয়েছেন।

যৌন হেনস্তায় গ্রেপ্তার ৩

কোয়েম্বাটোর, ৪ নভেম্বর : কোয়েম্বাটোর বিমানবন্দরের কাছে কলেজছাত্রীকে অপহরণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অবশেষে তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গ্রেপ্তার এড়াতে পালানোর চেষ্টা করায় পুলিশ তাদের পায়ে গুলি করে। এই অভিযানে আহত হয়েছে তিন দুষ্কৃতী এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই তিনজন একটি বাইকে করে এসেছিল এবং কলেজছাত্রী ও তাঁর বন্ধুকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। কোয়েম্বাটোর রেঞ্জের ডিআইজি এ ভেঙ্কটরমন বলেন, 'ধরা পড়ার পরই তারা পালানোর চেষ্টা করেছিল। তখন আমরা বাধ্য হয়ে তাদের শরীরের নীচে নিশানা করে গুলি চালাই। আহত তিনজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

এই ঘটনায় ব্যবহৃত চুরি যাওয়া বাইকটিও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে এই মামলার দ্রুত চার্জশিট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

'তুমি কি বাংলাদেশি' বলে খোঁচা পুলিশের

বেঙ্গালুরুতে মারধর বাঙালি দম্পতিকে

বেঙ্গালুরু, ৪ নভেম্বর : 'চোর' সন্দেহে বেঙ্গালুরুতে পুলিশ হেপাজতে এক বাঙালি শ্রমিক দম্পতিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রেখে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, তাঁদের 'বাংলাদেশি' বলে অপমান করার পাশাপাশি লাঠিপেটাও করেছে স্থানীয় বর্তুর থানার পুলিশ। আক্রান্ত সুন্দরী বিবি ও তাঁর স্বামী বেলাগেরে রোডের শ্রমিক কলোনিতে থাকেন। সুন্দরী এক ইঞ্জিনিয়ার দম্পতির বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন, আর তাঁর স্বামী শহরে ময়লা ফেলার গাড়ি চালান।

ঘটনার গুরুত্ব আঁচ করে বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার সীমান্তকুমার সিংকে খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত রিপোর্ট দাখিল করতে বলেছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। বেঙ্গালুরু পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ সত্যি কি না, তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে সুন্দরী বিবি ও তাঁর স্বামী রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি বেঙ্গালুরুতে কাজকর্ম করতে যাতে তাঁদের কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বিষয়টি জানানো হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলাম প্রমুখকে।

> আমি বারবার ওদের বলেছিলাম যে, আমি চুরি করিনি, নির্দোষ। কিন্তু ওরা কোনও কথাই শুনতে চায়নি। এমনকি ওরা আমাদের 'বাংলাদেশি' বলে গালাগাল করতে করতে মেরেছে।
>
> **সুন্দরী বিবি, নির্যাতিতা**

গত বৃহস্পতিবার হিরের আংটি চুরির অভিযোগে তাঁদের থানায় ডেকে পাঠায় পুলিশ। সুন্দরীর দাবি, থানায় ঢুকতেই তাঁদের আটক করা হয় এবং সাতজন পুলিশকর্মী—তাঁদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা—একসঙ্গে লাঠিপেটা শুরু করেন। সুন্দরী বিবির কথায়, 'আমি বারবার ওদের বলেছিলাম যে, আমি চুরি করিনি, নির্দোষ। কিন্তু ওরা কোনও কথাই শুনতে চায়নি। এমনকি ওরা আমাদের 'বাংলাদেশি' বলে গালাগাল করতে করতে মেরেছে।'

যে ইঞ্জিনিয়ার দম্পতির বাড়িতে সুন্দরী কাজ করতেন তাঁদের দাবি, সুন্দরী তাঁদের বাড়ি থেকে একটি হিরের আংটি চুরি করেছেন। সন্দেহ যাচাই করতে তাঁরা ঘরের মেঝেতে ১০০ টাকার একটি নোট ফেলে রেখেছিলেন। সুন্দরী সেটি তুলে নেওয়ায় তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানান। তবে সুন্দরীর দাবি, তিনি সেটি ফেরত দেওয়ার জন্যই তুলেছিলেন।

থানার বাইরে উপস্থিত অন্য পরিযায়ী শ্রমিকরা দম্পতির আর্তচিৎকার শুনে স্থানীয় এক সমাজকর্মীকে খবর দেন। তাঁর হস্তক্ষেপেই শেষ পর্যন্ত সুন্দরীকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে 'মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষা' করানো হয়।

এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতা আর কলিমুল্লা বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের নামে এহেন শারীরিক নির্যাতন এবং জাতীয়তা নিয়ে অপবাদ দেওয়া পুরোপুরি বেআইনি কাজ। পুলিশের আচরণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

শূন্যে ডানা মেলে পাখিরা উড়ে গেলে নিঝুম চরাচরে... সূর্যাস্ত বারাণসীতে। মঙ্গলবার।

পকসোর অপব্যবহার নিয়ে সুপ্রিম বার্তা

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ কিংবা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সম্মতিক্রমে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা আইন (পকসো)-এর অপব্যবহার বাড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও বিচারপতি আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ এক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে।

আদালত বলেছে, 'দেশের বহু তরুণ এই আইনের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে কখনও কখনও নিরীহ ছেলেরা গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হচ্ছে।' তাই আদালতের পরামর্শ, 'পকসো সম্পর্কে সচেতনতা বিশেষ করে ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি।'

এই মামলা দায়ের করেন সিনিয়ার আইনজীবী আবাদ হর্ষদ পোন্ডার। তিনি যুক্তি দেন, নির্ভয়া-কাণ্ডের পর থেকে ধর্ষণ ও শিশু নির্যাতন বিরোধী আইনগুলির ব্যাখ্যা ও শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তিনি পরামর্শ দেন, স্কুলগুলিতে ১৪ বছরের নীচে শিশুদের বিনামূল্যে নারী ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আগেই এই মামলায় কেন্দ্র, শিক্ষা ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনকে নোটিশ পাঠিয়েছিল আদালত। শুনানির শেষে মামলাটি স্থগিত রেখে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২ ডিসেম্বর।

বিচার শুরু কাসভদের হিন্দি শিক্ষকের

মুম্বই, ৪ নভেম্বর : ২০০৮ সালের ভয়াবহ ২৬/১১ মুম্বই জঙ্গি হামলার মূল ষড়যন্ত্রী লস্কর-ই-তৈবার সদস্যদের হিন্দি ভাষা শেখানোর অভিযোগে অভিযুক্ত সাবাউদ্দিন শেখের বিচার আবার শুরু হতে চলেছে। এনআইএ সূত্রে খবর, সাবাউদ্দিন শেখ ২৬/১১-এর হামলার আগে ভারতে প্রবেশ করে সন্ত্রাসবাদীদের হিন্দি ভাষার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, যাতে তারা স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। আদালত জানিয়েছে,

সাক্ষী হিসাবে তাঁকে আদালতে হাজির করা হবে। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে। সাবাউদ্দিনের আইনজীবী অবশ্য দাবি করেছেন, 'তিনি (সাবাউদ্দিন) শুধুমাত্র একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। জঙ্গি কার্যকলাপেও তিনি যুক্ত নন।' এই বিচার আবারও সেই হামলার গোপন দিকগুলি সামনে আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

'খতরোঁ কে খিলাড়ি'

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : নেহরু-গান্ধি পরিবার সহ ভারতের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের রমরমা নিয়ে সমালোচনা করায় তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরকে সতর্ক করে দিলেন বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালা। কংগ্রেসের সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও থারুর যেভাবে নেহরু-গান্ধি পরিবারের সমালোচনা করেছেন, তাতে তাঁকে 'খতরোঁ কে খিলাড়ি' বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। পুনাওয়ালা বলেন, 'আমি থারুরের জন্য প্রার্থনা করছি। কারণ, ফার্স্ট ফ্যামিলি অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ।' সম্প্রতি 'ইন্ডিয়ান পলিটিক্স আর এ ফ্যামিলি বিজনেস' শীর্ষক একটি নিবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।' থারুরের নিবন্ধের প্রশংসা করে পুনাওয়ালা বলেন, 'ওই লেখাটি অত্যন্ত অতলস্পর্শী। ড. থারুর খতরোঁ কে খিলাড়ি হয়ে গিয়েছেন।'

সম্পত্তি বেড়েই চলেছে দেশি ধনকুবেরদের

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : ভারতের সবচেয়ে ধনী মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির সম্পত্তি গত প্রায় আড়াই দশকে দেড় গুণেরও বেশি বেড়েছে। আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী 'জি২০'র সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০০-২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের সম্পত্তি ৬২ শতাংশ বেড়েছে!

স্বতন্ত্র অর্থনীতিবিদদের নিয়ে তৈরি জি২০ গোষ্ঠীর 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি কমিটি অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপার্টস অন গ্লোবাল ইনইকুয়ালিটি' এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন নোবেলজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগ্লিটজ। এছাড়া কমিটিতে রয়েছেন জয়তী ঘোষ, উইনি ব্যানয়িমা, ইমরান ভালোদিয়া সহ অন্যরা। তাঁদের রিপোর্টে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির কথাও বলা রয়েছে। তাতে দেখা

জি২০'র রিপোর্ট

যাচ্ছে, গত আড়াই দশকে (২০০০-'২৪) বিশ্বে যত নতুন সম্পত্তি তৈরি হয়েছে, তার ৪১ শতাংশই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের কবজায়।

কমিটির নেতৃত্বে থাকা স্টিগ্লিটজ রিপোর্টে এই বিশ্বব্যাপী বৈষম্য নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই বৈষম্য 'জরুরি' পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, যা

একনজরে

- ২০০০-'২৩ সালের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের সম্পত্তি ৬২ শতাংশ বেড়েছে
- চিনে সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের সম্পত্তি প্রায় ৫৪ শতাংশ বেড়েছে
- গত আড়াই দশকে বিশ্বে যত নতুন সম্পত্তি তৈরি হয়েছে, তার ৪১ শতাংশই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের কবজায়

গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জলবায়ুগত দিক থেকে উদ্বেগজনক। রিপোর্টে এ-ও বলা হয়েছে, চিন এবং ভারতের মতো কিছু জনবহুল দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে। এর ফলে আন্তর্দেশীয় বৈষম্য কম দেখাচ্ছে।

জি২০ গোষ্ঠীর ওই রিপোর্ট বলছে, ২০০০-'২৩ সালের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের সম্পত্তি ৬২ শতাংশ বেড়েছে। ওই একই সময়ে চিনেও সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের সম্পত্তি প্রায় ৫৪ শতাংশ বেড়েছে। রিপোর্টে লেখা হয়েছে, 'সম্পত্তির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য কখনও কাম্য নয়। এটা ঠেকানো যায় এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে বৈষম্য কমিয়ে আনা আদৌ অসম্ভব নয়।'

রিপোর্ট বলছে, ২০২০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণের গতি কমে এসেছে। কিছু কিছু এলাকায় প্রায় থেমে গিয়েছে দারিদ্র্য দূরীকরণ। কোথাও কোথাও দারিদ্র্য বাড়তে শুরু করেছে। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, যে দেশগুলিতে আর্থিক বৈষম্য বেশি, সেখানে গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের আশঙ্কাও তুলনামূলকভাবে বেশি।

উধাও অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : ৬ হাজার কোটি টাকার মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারির প্রধান অভিযুক্ত রবি উপ্পাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন। এমনটাই সন্দেহ তদন্তকারীদের।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে উপ্পালকে আটক করেছিল আমিরশাহি পুলিশ। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে উপ্পালের আর খোঁজ মিলছে না। তাতে অস্বস্তিতে ইডি, সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিশের ভিত্তিতে গত বছর অক্টোবরে বেটিং অ্যাপটির কো-প্রোমোটার সৌরভ চন্দ্রাকারকে গ্রেপ্তার করেছিল আমিরশাহি পুলিশ। ছত্তিশগড়ের পূর্বতন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের সময় ওই কেলেঙ্কারির হদিস মেলে।

৭ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে রশ্মিকা মান্দানার পরবর্তী সিনেমা ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’। মঙ্গলবার ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে এই ছবি পোস্ট করে নতুন সিনেমা নিয়ে নিজের উত্তেজনা প্রকাশ করেন নায়িকা।

নাগাজিলার শুভারম্ভ

ভুল ভুলাইয়া ৩-এর সাফল্যের এক বছর পূরণ হওয়ার সেলিব্রেশনের মধ্যেই কার্তিক আরিয়ান শুরু করলেন তাঁর আগামী ছবি নাগাজিলার শুটিং। সেই শুটিংয়ের প্রথম দিনের ভিডিও শেয়ার করে সে খবরই দিলেন তিনি। প্রথা মেনে পুজো দিয়ে মহরত হল ছবির। পুজোর সময় ছিলেন নায়ক কার্তিক এবং প্রযোজক করণ জোহার। এর আগে কার্তিক ক্ল্যাপবোর্ড হাতে একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন, তাতে পরিচালক মনদীপ সিং লাম্বার নাম ও ছবির নাম দেওয়া আছে। কার্তিকের পরনে সাদা টি শার্ট। ইন্সটায় এই ছবি শেয়ার করে জানিয়ে দিয়েছেন, ছবি মুক্তির তারিখ ১৪ অগাস্ট। নাগাজিলার কথা প্রথম ঘোষিত হয় এপ্রিল মাসে। করণের সঙ্গে এটি কার্তিকের দ্বিতীয় ছবি। চলতি বছর খ্রিস্টমাসে আসছে ওঁদের তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি।

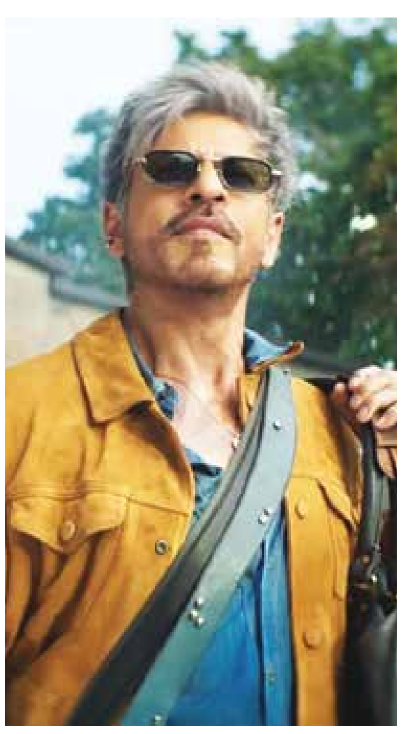

দুই ভিলেন নিয়ে আসছে কিং

কিং-এর গল্প কিছুটা জানা গেল। কিং মানে শাহরুখ খান দুই ভিলেনের সঙ্গে লড়বেন, তাও দুটো আলাদা আলাদা সময়ে। জানা গিয়েছে, তরুণ শাহরুখ লড়বেন ভিলেন রাঘব জুয়েলের সঙ্গে, প্রবীণ শাহরুখ লড়বেন অভিষেক বচ্চন। এর অর্থ, রাঘব ও অভিষেক ছবির দুই ভিলেন। তিনি রোমান্স করবেন দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে, তাঁর মেয়ে হয়েছেন সুহানা খান। এরকম খবর দিয়েছেন তিনি নিজেই, তাঁর ৬০তম জন্মদিনে অনুরাগীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে। সুহানা অবশ্য বাবাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোর সময় নিজেকে বলেছেন কিং-এর প্রিন্সেস। এর মাধ্যমেই তিনি ছবিতে তাঁর ও শাহরুখের সম্পর্ককে বুঝিয়ে দিয়েছেন। জন্মদিনে কিং ও শাহরুখের ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ পেয়েছে।

উল্লেখ্য, শাহরুখ কাঁধের চোট থেকে রেহাই পেয়েছেন। বুধবার থেকে মুম্বাইয়ে কিং-এর অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং শুরু করবেন তিনি। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি ছবি মুক্তি পেতে পারে।

একনজরে সেরা ৫

একসঙ্গে ওঁরা

রীতেশ দেশমুখ পরিচালিত ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ছবিতে সলমন খান ও সঞ্জয় দত্ত থাকছেন। আফজল খানের ভূমিকায় সঞ্জয় দত্ত। আফজলের হাত থেকে শিবাজির প্রাণ বাঁচান জিভা জি। এই জিভা জি হচ্ছেন সলমন। ৭ নভেম্বর থেকে শুটিং করবেন। ডিসেম্বরে সঞ্জয়ের শুটিং বাতিল হয়েছে। কারণ জানা যায়নি। সলমনের চরিত্রের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অজানা।

ঘরে ফেরা

সেলিনা জেটলির ভাই অবসরপ্রাপ্ত মেজর বিক্রান্ত জেটলি ২০২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আরব আমিরশাহিতে সে দেশের জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত মামলায় আটক। সোমবার দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রকে বিষয়টি পর্যালোচনা করে আইনি পদক্ষেপ করতে এবং বোন সেলিনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছে। সেলিনা একটু আশা দেখছেন, নিজেই সে খবর দিয়েছেন।

রোষে মাধুরী

কানাডার টোরান্টোতে মাধুরী দীক্ষিতের প্রথম নাচের শো ছিল, নাম কানাডা টার্নড ধস ধক। কিন্তু তিনি নির্ধারিত সাড়ে সাতটার জায়গায় রাত দশটার সময় পৌঁছেছেন। দেরির কারণ দেখাননি। একঘণ্টা ছিলেন, কথা বলেছেন, তার সঙ্গে চেনা কিছু স্টেপ দেখিয়েছেন, ব্যস-- সোশ্যাল মিডিয়া ইউজাররা বর্ণনা দিয়ে বলছেন টাকা নষ্ট হল।

আটকে মুক্তি

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র ছবির মুক্তি ২০১৬ সালের মে মাসে হওয়ার কথা ছিল। প্রযোজক এসভিএফ আর দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া। ইমপা-র স্ক্রিনিং কমিটি সম্প্রতি ঠিক করেছে কোনও সংস্থার একাধিক ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাবে না। মে মাসে দুই সংস্থারই ছবি মুক্তির কথা। ফলে সৃজিতের ছবি বিশ বাঁও জলে।

জুবিনের ছবি

প্রয়াত শিল্পী জুবিন গর্গের শেষ ছবি রোই রোই বিনালে ৩১ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে। তিনি ছবির লেখক, অভিনেতা ও প্রযোজক। ৫ কোটি টাকায় নির্মিত এই ছবি চারদিনে ভারতে ৭.৭৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। সবচেয়ে বেশি বিক্রির অসমিয়া ভাষার ছবিগুলির মধ্যে এটি ছ নম্বরে থাকলেও শিগগির পাঁচে চলে আসবে।

হকের লড়াই, আদালতে শাহ বানো কন্যা

এমরান হাশমি ও ইয়ামি গৌতম অভিনীত ছবি ‘হক’ এবার আইনি জটে। ছবির গোড়াতেই বলা হয়েছে ছবি আহমেদ খান ও শাহ বানো মামলা থেকেই প্রেরণা নিয়ে নির্মিত। তারপরই শাহ বানোর মেয়ে সিদ্দিকা বেগম আদালতে গিয়েছেন। তাঁর ছেলে জুবেইর আহমেদ খান মারফত এই মামলা করা হয়েছে এবং আবেদন করা হয়েছে ছবির মুক্তি যেন আটকে দেওয়া হয়। জুবেইর বলেছেন, ‘আমরা ছবির ট্রেলার দেখে জানতে পারি এরকম ছবি হয়েছে। ট্রেলারে অনেক তথ্য বিকৃত করা হয়েছে। ওঁরা আমাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনও অনুমতি নেননি। এটা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু ওরা কমার্শিয়ালি করে তুলে ধরছেন। মূল ঘটনা ছবিতে দেখানো ঘটনার থেকে আলাদা, মানুষ তো ছবির বিষয়কেই আসল ভাববে।’

অন্যদিকে, প্রযোজকের তরফে আইনজীবী বলেছেন, ‘এক মহিলা, শাহ বানোর মেয়ে বলে দাবি জানিয়ে গোপনীয়তা এবং নৈতিকতার অধিকার রক্ষার দাবি করে মামলা করেছেন। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি শাহ বানোর মেয়ে। আমাদের কছে এরকম কোনও তথ্য নেই যে তিনি শাহ বানোর মেয়ে। নির্মাতারা ট্রেলারের শুরুতে বলেই দিয়েছেন ছবিটি ১৯৮৫ সালে শাহ বানো মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তাঁর পক্ষে যে রায় দিয়েছিল তার ওপর এবং বানো: ভারত কি বেটি বইটির ওপর নির্ভর করে তৈরি।’ জুবেইর বলেছেন, দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর তাঁদের ভরসা আছে। আদালত তাঁদের পক্ষেই রায় দেবেন বলে তিনি মনে করছেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে ৬২ বছরের পাঁচ সন্তানের মা শাহ বানো তাঁর বিবাহবিচ্ছিন্ন আইনজীবী স্বামী আহমেদ খানের কাছ থেকে সন্তানের ভরণপোষণের জন্য ‘খোরপোষ’ দাবি করেন। মুসলিম আইনে তার বিধি নেই। ১৯৮৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় ১২৫ নম্বর ধারায় এই খোরপোষ পাওয়ার অধিকার শাহ বানোর আছে। পরবর্তীতে রাজীব গান্ধি সরকার সংবিধান সংশোধন করে এই রায়কে নস্যাৎ করে দেয়। হক-এর পরিচালক সুপ্রাণ এস বর্মা।

অন্যদিকে হক সেন্সর বোর্ড থেকে কোনও ‘কাট’ ছাড়াই ছাড়পত্র পেয়েছে। ভারত ছাড়া আরব আমিরশাহি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড ছবি মুক্তির জন্য তৈরি। নির্মাতারা ছবির বিশেষ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের বিচারক, প্রবীণ আইনজীবী, ব্যুরোক্রাটস এবং কর্পোরেট দুনিয়ার শীর্ষকর্তারা। ছবির সত্যতা, শক্তিশালী অভিনয় এবং সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

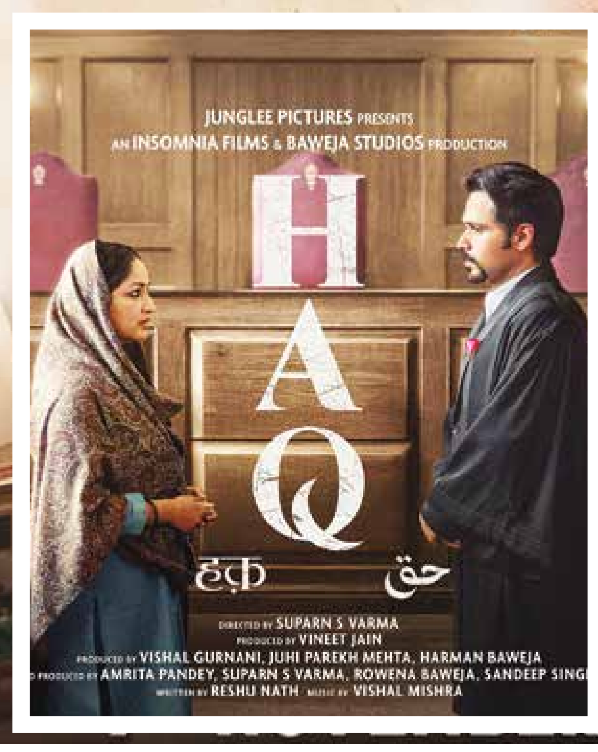

বালাই-ষাট, অ্যাবস দেখালেন সলমন

বয়সকে উড়িয়ে দিয়ে জিম সেশনের পর সলমন খান তাঁর ‘বডি’র ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে অনুরাগীরা মাত। বরাবরই তিনি ফিটনেস নিয়ে পাগল। শরীরচর্চা করা তাঁর কাছে সাধনা। সেই রকমই একদিনের ওয়ার্কআউট করার পর ঘামে ভেজা শরীরের ছবি পোস্ট করেছেন। সঙ্গে ক্যাপশন, কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়। এটা ছাড়া যাবে না। ছবিতে তাঁর সিক্স প্যাক আর স্তরে স্তরে থাকা বাইসেপ দেখা যাচ্ছে। ছবি দেখে মুগ্ধ বরুণ ধাওয়ান লিখেছেন, ‘ভাই ভাই ভাই’। কেউ লিখেছেন, অ্যাবস। অন্যদিকে সলমন এখন ব্যাটন অফ গালওয়ান ছবি নিয়ে ব্যস্ত। ২০২০ সালের ১৬ জুন ভারত ও চিনের সেনাদের মধ্যে লাদাখের লাইন অফ কন্ট্রোলে যে হাতাহাতি হয়, তার জেরে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হন। তাদেরই এরজন হয়েছেন সলমন। এই প্রথন তিনি সেনার পোশাকে আসছেন পর্দায়। তঁর নায়িকা চিত্রাঙ্গদা সিং। পরিচালক অপূর্ব লাখিয়া।

দিল হুম হুম করে। দিল্লি ক্রাইম সেশন ৩-এর ট্রেলার লঞ্চে হুমা কুরেশি।

দুই রণবীরে গুলিয়ে দিলেন মিজান জাফরি

দে দে পেয়ার দে ২ ছবিতে আছেন অজয় দেবগণ, ছবির আর এক নায়ক মিজান জাফরি। তিনি জাভেদ জাফরির ছেলে। নির্মাতারা দে দে-র নতুন গান ‘৩ শক’ প্রকাশ করলেন। এটি ডান্স নাম্বার। গণেশ আচার্যর কোরিয়োগ্রাফিতে মিজানের নাচ ছবিতে মশলা যোগ করবে, নিঃসন্দেহে। যে কোনও পার্টির অঙ্গ হতে চলেছে এই নাচ। এর সঙ্গে দর্শককে অবাক করেছে মিজানের লুক। তাঁকে কার মতো দেখতে লাগছে? দর্শক দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। এক ভাগের কথায় মিজান অ্যানিম্যাল-এর রণবীর কাপুর। আর এক ভাগ বলছে, তিনি রণবীর সিং-এর মতোই। এই নিয়েই নেটমহল রীতিমতো চর্চা শুরু করেছে। কেউ বলেছে, মিজান দারুণ হ্যান্ডসাম। এখানেই শেষ নয়। দে দে-র এই গানে মিজান নাচের সময় মুখোমুখি হবেন বাবা জাভেদ জাফরির সঙ্গে। বাবা-ছেলের এই যুগলবন্দীতে মুগ্ধ দর্শকও। আধুনিকতা আর অভিজ্ঞতার মিশেলে এই লড়াই দারুণ লেগেছে তাঁদের। এই ছবি প্রেম, হাসি, পরিবারের মাধুর্য নিয়ে এক উচ্ছল ছবি। অভিনয়ে আছেন রকুল প্রীত সিং, গৌতমী কাপুর, আর মাধবন, জাভেদ জাফরি, প্রমুখ। পরিচালক অনশুল শর্মা। চলতি বছর ১৫ নভেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি।

KOSMODEN
Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

ঋত্বিক জন্মশতবার্ষিকী

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে শোভাযাত্রার মাধ্যমে উদযাপিত হল ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী। ঋত্বিক ঘটক জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির তরফে এদিন এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রথমে শোভাযাত্রার মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। বাঘা যতীন পার্ক থেকে বিকেল সাড়ে চারটায় শোভাযাত্রার শুরু হয়। শোভাযাত্রার শেষে হকার্স কর্নারের গণনাট্য সংঘের ঘরে ঋত্বিক ঘটকের দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে সারাবছরব্যাপী নানান কর্মসূচির মাধ্যমে ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হবে বলেও জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রদীপ নাগ বলেন, ‘আমরা সারাবছর নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঋত্বিক ঘটককে সম্মান জানাব। আজ তাঁর জন্মদিনের শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু হল।’ সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত অনেক ব্যক্তিত্ব এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

দেহ উদ্ধার

ইসলামপুর, ৪ নভেম্বর : ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে পুরসভার নির্মীয়মাণ ভবনের দোতলা থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। মঙ্গলবারের ঘটনা। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। উৎসের খোঁজ করতেই তাঁরা দোতলায় উঠে দেখেন, একটি দেহ ঢাকা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। তারা দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। প্রশাসনের কাছে ওই ভবনে নজরদারি চালানোর আর্জি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। অভিযোগ, সন্ধ্যা নামতেই সেখানে নেশার আসর বসছে। ময়নতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। ব্যক্তির নাম, পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘অ্যাসথেটিক’ ক্যাফে নিয়ম মানে কি?

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : সন্ধে হতেই জ্বলছে রংবেরংয়ের আলো। মৃদু শব্দে বাজছে গান। ভেসে আসছে খাবারের সুগন্ধ। ছোট ছোট টেবিলে তৈরি হচ্ছে মুহূর্ত। কোনওটিতে বন্ধুরা দলবেঁধে বসে, কোনওটিতে প্রেমিকের আরও কাছাকাছি সদ্য অষ্টাদশী তরুণী। কেউ অফিস শেষে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, কেউবা দিনভর কর্পোরেটের দৌড়াদৌড়ি শেষে ক্লান্তি মেটাতে। এক-দু’ঘণ্টা সময় কাটিয়ে, মুখরোচক খাবার খেয়ে ফিরবেন সবাই। পরিবেশ ঝাঁ চকচকে রাখতে যতটা নজর দেওয়া হয়, ক্যাফেগুলোর সুরক্ষা ব্যবস্থায় কি জোর দেওয়া হচ্ছে ততটাই?

নিয়ম মোতাবেক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, ট্রেড ও ফুড লাইসেন্স রাখার কথা প্রত্যেকটিতে। কতটা মানা হচ্ছে? অভিযোগ, শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা দোকানের অধিকাংশই কিন্তু চলছে নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। সুভাষপল্লির বাসিন্দা নির্মল সাহার কথায়, ‘আমাদের এলাকায় তো কয়েকমাসের মধ্যে অনেকগুলো ক্যাফে খুলতে দেখলাম। সারাদিন ছেলেমেয়েদের আড্ডা চলছে সেখানে। কিন্তু এগুলোতে আদৌ ঠিকঠাক নিয়ম মানা হয় কি না, তা দেখার কেউ নেই।’

শহরে আড্ডা বা অবসর সময় কাটানোর জায়গার অভাব বড়। সন্ধ্যার পর হাতেগোনা কয়েকটি এলাকায় জমায়েত দেখা যায়। বর্তমানে শিলিগুড়িতে সময় কাটানোর মূল গন্তব্য হয়ে উঠেছে শপিং মলগুলো। আর এই চাহিদা পূরণ করছে ‘ক্যাফে কালচার’। উপার্জনের আশায় বাড়ির নীচে, ঘরের পেছনে ফাঁকা জায়গায়, গ্যারাজ বা ঘর ভাড়া নিয়ে

প্রতীকী ছবি।

ক্যাফে খুলেছেন অনেকে। খেয়াল রাখা হচ্ছে পরিবেশ যেন আকর্ষণীয় হয়। জেন জেডের ভাষায় ‘অ্যাসথেটিক অ্যাটমস্ফিয়ার’ চাই। কিন্তু নিয়ম উঠছে লাটে।

ডন বসকো রোড সংলগ্ন একটি বাড়ির নীচে চলছে ক্যাফে। ট্রেড লাইসেন্স আছে? প্রথমে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন মালিক অখিল তামাং। পরে বললেন, ‘আমার নিজেরই বাড়ি। নীচে ছোট একটি ক্যাফে খুলেছি। তাই এত কাগজপত্র বানাইনি। কোনও খারাপ কাজ তো হচ্ছে না, তাহলে সমস্যা কোথায়?’ শালুগাড়ার একটি ক্যাফের মালিক অমিত ত্রিখাত্রি আশ্বস্ত করলেন, ‘এখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক রয়েছে। কোনও সমস্যা হবে না।’ হাকিমপাড়ার একটি ক্যাফে মালিক সৌরভ দত্ত জানালেন, ধীরে ধীরে সমস্ত নথিপত্র বানিয়ে নেবেন তিনি। লেকটাউনের এক ক্যাফেতে কাজ করেন অর্ঘ্য পাল। তাঁর কথায়, ‘এখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই, তবে ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে।’

এদিকে, পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন পর্যাপ্ত কর্মীসংখ্যার অভাবের যুক্তি খাড়া করছেন। বলছেন, ‘লাইসেন্সের আবেদন ও অনলাইনে লাইসেন্স ইস্যু হচ্ছে। আমার ডিপার্টমেন্টে পর্যাপ্ত লোকবল নেই যে এসব নিয়ে সমীক্ষা চালানো যাবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যাটি জানিয়েছি।’

হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, আশ্রমপাড়া, লেকটাউন থেকে শালুগাড়া, চম্পাসারি, প্রধাননগরে প্রচুর ক্যাফে খোলা হয়েছে গত কয়েকবছরে। গোটা শহরে সংখ্যাটি ঠিক কত, তার নির্দিষ্ট হিসেব নেই পুরনিগমের কাছেও। শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের যুক্তি, ‘আমরা প্রতি শুক্রবার সার্ভে করছি। খাবারের মান সহ নানা দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোথাও কোনও সমস্যা হলে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিই।’

এই ইস্যুতে উদ্বেগের সুর প্রধাননগরের বাসিন্দা অজিত শর্মার গলায়, ‘বাড়ির একটি অংশ বা গ্যারাজ সাজিয়ে রংবেরংয়ের আলো জ্বেলে আর কয়েকটি টেবিল-চেয়ার পাতলেই তৈরি হয়ে গেল ক্যাফে। একপাশে ওভেন জ্বালিয়ে দিনরাত চলছে রান্নাবান্না। ক্রেতাদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এসি লাগানো হয়েছে কোথাও কোথাও। শট সার্কিট বা ওভেনে গণ্ডগোল হলে বড় বিপদ হতে পারে। অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা না থাকলে তো বাঁচানোর উপায় নেই। এছাড়া একাংশ ক্যাফের বাইরে রাস্তার ওপর বাইক-স্কুটার রাখায় যানজট বাড়ছে।’ এই সমস্ত বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অজিত।

এক ওংকার সতনাম...

বুধবার গুরু নানকের জন্মদিন। তার আগে সেজে উঠছে গুরদোয়ারা। শিলিগুড়ির সেবক রোডে। মঙ্গলবার সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

ব্রাইটে উদযাপন

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : ওডিআই মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের উদযাপন হল শিলিগুড়ির পাঞ্জাবিপাড়ার ব্রাইট অ্যাকাডেমিতে। পড়ুয়া ও কর্মীরা ভারতীয় দলের জার্সি পরেছিলেন। দেশপ্রেমের আবহ তৈরি হয়েছিল ক্যাম্পাসজুড়ে। শিক্ষার্থীরা জাতীয় দলের স্থিতিস্থাপকতা ও চেতনা নিয়ে বক্তব্য রাখে। এদিনের উদযাপন ‘চক দে ইন্ডিয়া’ ধ্বনি ও কেক কাটার মাধ্যমে শেষ হয়। পঠনপাঠনের মতোই দেশপ্রেমে উৎসাহ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্রাইট অ্যাকাডেমি।

সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষকে নিয়ে গর্বিত গোটা দেশ। শহর শিলিগুড়ির সেই তারকা কন্যার ছোটবেলার প্রশিক্ষক গোপাল সাহাকে সংবর্ধনা জানানো হল মঙ্গলবার। শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে ‘স্পোর্টস লাভার অফ শিলিগুড়ি’র তরফে তাঁকে সম্মান জানানো হয়েছে। সকলের সামনে পুরোনো দিনের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন গোপাল। বললেন, ‘এখনও মনে পড়ে সেই দিনগুলি। বাবার হাত ধরে মাঠে আসত রিচা। আজ তাঁর সাফল্যে দেশবাসীর আনন্দের শেষ নেই। আমরা গর্বিত। রিচা আরও দূর এগিয়ে যাক, এটুকুই আশা করি।’

এদিন ‘স্পোর্টস লাভার অফ শিলিগুড়ি’র সদস্যরা শিলিগুড়িবাসীর উদ্দেশ্যে রিচাকে শহরে উৎসবের মেজাজে স্বাগত জানানোর আবেদন জানিয়েছেন।

দুল ছিনতাই

ইসলামপুর, ৪ নভেম্বর : ইসলামপুর শহরে ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা শেফালি সরকার বাজার সেরে পুরসভার অফিস সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় দুই তরুণ টোটো ডেকে দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছে যায়। এরপর আচমকা তারা শেফালির মুখে রুমাল জাতীয় কাপড় চেপে ধরে কানের দুল নিয়ে চম্পট দেয়। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। মঙ্গলবার লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে যায় ইসলামপুর থানার পুলিশ।

শীত-ফ্যাশনে ফিউশনের ছোঁয়া

শীতের আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে। শাড়ি-চুড়িদার নয়, এবার পালা শীতের পোশাকের। তবে শীতবস্ত্র মানে এখন আর শুধু সোয়েটার, জ্যাকেট বা মাফলার নয়। এখানেও লেগেছে ফিউশনের ছোঁয়া। চাহিদা অনুযায়ী শহরের বাজারেও দেখা যাচ্ছে রকমারি শীতবস্ত্র। এবছর ট্রেন্ডে কী ধরনের শীতের পোশাক রয়েছে, সেবিষয়ে আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শাড়ির সঙ্গে লং কোট

শহরের জামাকাপড়ের বাজার, শপিং মল বা বুটিকে গিয়ে সাদামাঠা সোয়েটারের খোঁজ এখন আর কেউ করেন না। সবাই নতুন ধরনের কিছু নিজেদের কালেকশনে রাখতে চান। সেগুলি যেমন শীতের হাত থেকে রক্ষা করবে আবার ফ্যাশনের সঙ্গেও আপস করতে হবে না। এর জন্য শহরবাসী এবছর পশম দিয়ে তৈরি জ্যাকেট, উলের ট্রাউজার, ভেলভেটের শাল ইত্যাদি কেনার দিকে ঝুকেছেন।

ফ্যাশনিস্তাদের মতে, এই ধরনের পোশাকের ওপর উলের নকশা পোশাকটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। আগে শীতকালে কোনও অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় শাড়ির সঙ্গে সকলে শাল নিতে পছন্দ করতেন। তবে এখন শাড়ির সঙ্গে লং কোট পরার চল এসেছে। বিধান মার্কেটে বাহারি শাল দেখছিলেন শতাব্দী সাহা। তিনি বলেন, ‘এখনকার শালগুলি আর আগের মতো ম্যাড়মেড়ে নেই। এখন ডিজাইনার শালও পাওয়া যায়। এক রংয়ের বা হালকা কাজের শালগুলি গায়ে দিলে বেশ স্টাইলিশ লাগে, এছাড়া লং কোট রয়েছে।’

ট্রেন্ডে ক্রপ কার্ডিগান

সেবক রোডের একটি শপিং মলে গিয়েছিলেন শহরের বাসিন্দা রোশনি শর্মা। একটি দোকানে উলের ছোট কুর্তি এবং ক্রপ কার্ডিগান দেখছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘এবছর ক্রপ কার্ডিগান, সোয়েট কুর্তি কেনার ইচ্ছে রয়েছে। গত বছরও এগুলো ট্রেন্ডে ছিল। এই পোশাকগুলিতে শরীর যেমন গরম হয় তেমনি এগুলি ফ্যাশনেবলও বটে।

ডেনিম নাকি লেদার জ্যাকেট

শুধু মেয়েদের জন্য নয়, ছেলেদের শীত পোশাকের সম্ভারও কিছু কম নয়। হুডি, হাফ সোয়েটার, সোয়েটশার্ট, ডেনিম জ্যাকেটের পাশাপাশি রয়েছে লেদারের জ্যাকেটও। ডাবগ্রামের বাসিন্দা রোহিত ভাওয়াল বলেন, ‘এবারের শীতে একটা লেদারের জ্যাকেট এবং একটা ডেনিম জ্যাকেট কিনব।’ ঠান্ডা যতই থাকুক না কেন স্টাইলের সঙ্গে কেউ আপস করতে রাজি নন। হিলকার্ট রোডের এক শীতবস্ত্র ব্যবসায়ী অজিত আগরওয়াল বলেন, ‘শীতবস্ত্রে মানুষের রুচি আগের থেকে অনেক বদলেছে। আগের বারের চাহিদা দেখে এবছরও বাহারি জ্যাকেট দোকানে নিয়ে এসেছি।’ তাঁর মতে, হাইনেকের সঙ্গে জ্যাকেট পরলে বেশ ভালো লাগে। গতবছর এই দুটি জিনিসই তাঁর দোকানে প্রচুর বিক্রি হয়েছিল। এবছরও এই জিনিসের ভালো চাহিদা রয়েছে।

মানানসই টুপি ও মাফলার

শীতে শুধু সোয়েটার বা জ্যাকেট পরলেই হবে না। তার সঙ্গে চাই ট্রেন্ডি টুপি, মাফলার, গ্লাভস। রকমারি টুপি ও মাফলারে বাজার ছেয়ে গিয়েছে। ফ্যাশন ডিজাইনার ডালিয়া দাসের মতে, ‘ঠান্ডার জন্য ফ্যাশনের সঙ্গে আপস করার প্রয়োজন নেই। বাজারে রকমারি উলের কুর্তি, ট্রাউজার, সোয়েটশার্ট, জ্যাকেট রয়েছে। শীতের সাজকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে রকমারি টুপি ও মাফলার রয়েছে।’

যানজটে হাঁসফাঁস

হাত গুটিয়ে ট্রাফিক পুলিশ, পুরনিগম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : হিলকার্ট রোড, সেবক রোড শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম রাস্তা। অথচ সেই রাস্তার একটা বড় অংশজুড়ে গাড়ির পার্কিং। সেবক মোড়ে আবার রাস্তাজুড়ে টোটো, সিটিঅটোর স্ট্যান্ড। সামনেই ট্রাফিক পুলিশ বুথ। অথচ সবকিছু দেখেশুনেও বসে হাত গুটিয়ে। অথচ এই ট্রাফিক পুলিশই আবার হাতে মেশিন নিয়ে মোটরবাইক, স্কুটার দাঁড় করিয়ে ই-চালান কাটতে প্রস্তুত।

গোটা পরিস্থিতির জন্য পুলিশ এবং পুরনিগম- উভয়কে দুষেছেন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, ‘ট্রাফিক পুলিশকে সঠিক ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না। কেউ বেআইনিভাবে গাড়ি চালালে নিশ্চয়ই জরিমানা করা হোক। কিন্তু শহরকে যানজটমুক্ত করতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, পুলিশের সেটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। পুলিশ সক্রিয় হলে যানজট সমস্যা অনেকটা মিটে যাবে।’

পুরনিগমের পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা জানিয়েছেন, পার্কিং জোনের বাইরে গাড়ি রাখা যাবে না। শীঘ্রই অফিসারদের হিলকার্ট রোড, সেবক রোডে পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

তাঁর বক্তব্য, ‘পার্কিং জোনের বাইরেও অনেক গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে এটা ঠিক। শহরে যান চলাচল সচল রাখতে এসবের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

হাসমি চক ট্রাফিক সিগন্যাল পেরিয়ে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে কিছুটা এগোতেই বাঁদিকের পার্কিং জোনে সারিবদ্ধভাবে দুই এবং চারচাকার যানের লাইন। নিয়ম অনুযায়ী, রাস্তার পাশে যে সাদা দাগ দেওয়া রয়েছে তার পর থেকে ফুটপাথজুড়ে পার্কিং করা যাবে।

সেই নিয়ম মেনেই বিভিন্ন এজেন্সিকে পার্কিং জোনের বরাত দেওয়া হয়। অভিযোগ, নিয়মের তোয়াক্কা না করে রাস্তাজুড়ে গাড়ি রাখা হচ্ছে। হাসমি চক থেকে সেবক মোড় হয়ে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত রাস্তার বাঁদিকে এমনভাবে গাড়ি রাখা হচ্ছে যে যান চলাচলের জন্য রাস্তা ছোট হয়ে যাচ্ছে।

হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সনৎ ভৌমিকের বক্তব্য, ‘পার্কিং জোনের বরাত দিচ্ছে পুরনিগম। অথচ রাস্তাগুলিতে কীভাবে পার্কিং হচ্ছে সেটায়

শিলিগুড়ি

নজরদারি নেই। ফলে রাস্তা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। বারবার পুরনিগম এবং পুলিশের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েও কাজ হচ্ছে না।’

আবার সেবক মোড় থেকে গুরুদোয়ারা পর্যন্ত রাস্তার বাঁদিকের অর্ধেক অংশ পার্কিং, ম্যাক্সিক্যাব, টোটোস্ট্যান্ডের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। অথচ এখানে ট্রাফিক পোস্ট রয়েছে। প্রচুর পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন রয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে কী হচ্ছে? ট্রাফিক পুলিশ শুধু সিভিক ভলান্টিয়ারকে দিয়ে স্কুটার, মোটরবাইক দাঁড় করাচ্ছে। সেগুলির নথিপত্র পরীক্ষা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ই-চালান কেটে জরিমানা করছে। প্রশ্ন উঠছে, জরিমানাই কি পুলিশের প্রধান কাজ?

আইনত এভাবে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো যায়? পুরনিগমের বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, ‘শিলিগুড়ি শহরে সবকিছুই সম্ভব। কারণ এখানে পুরনিগমের কোনও নজরদারি নেই।’

পুনর্বাসন কবে, অজানা ব্যবসায়ীদের

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : এক বছরেও মেলেনি পুনর্বাসন। ব্যবসা করার মতো জায়গা পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। এমন পরিস্থিতিতে চরম দুর্দশায় এলিভেটেড হাইওয়ের জন্য জায়গা ছাড়া দার্জিলিং মোড়ের ফার্নিচার ব্যবসায়ীরা। ভবিষ্যৎ কোন পথে, বুঝতে পারছেন না ব্যবসায়ী এবং তাঁদের পরিবার।

সংসার চালাতে কেউ ছোট দোকান ভাড়া নিয়ে ফার্নিচার তৈরির কাজ করছেন, কারও আবার সংসার চলছে ঋণের টাকায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্তমান দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে তাঁরা পাশে পাচ্ছেন না তেমন কাউকে। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির কথায়, ‘অন্য জায়গার মতো এখানকার ব্যবসায়ীদের জন্যও আমরা জায়গা খুঁজছি। পাশাপাশি, বিকল্প কিছু প্রস্তাবও পুর প্রশাসনের কাছে দেওয়া আছে। এখন সবটাই পুরকর্তাদের ওপর নির্ভরশীল।’ পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, ‘এলিভেটেড হাইওয়ের জন্য যাঁরা উচ্ছেদ হয়েছেন, প্রত্যেকেরই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাঁরা এখনও পুনর্বাসন পাননি, তাঁদের বিষয়টিও ভাবা হচ্ছে।’

দার্জিলিং মোড়ে রাস্তার দু’পাশে থাকা ফার্নিচারের দোকানের সংখ্যা ৫৭টি ছিল। এর মধ্যে একপাশে দোকান রয়েছে ৩১টি। ওই

> পুনর্বাসন কবে পাব, জানি না। সংসার তো চালাতে হবে। বর্তমানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে আসবাব তৈরির কাজ করছি। তাছাড়া অন্য কোনও যে উপায় নেই।
>
> **সঞ্জু ঘোষ** *ব্যবসায়ী*

দোকানগুলোর মধ্যেই সম্প্রতি চারটে দোকান পুড়ে গিয়েছে। রাস্তার উলটোদিকে আরও ২৬টি দোকান ছিল। এই দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এলিভেটেড হাইওয়ের জন্য।

এখানেই দোকান ছিল সঞ্জু ঘোষের। হতাশার সঙ্গে তিনি বললেন, ‘পুনর্বাসন কবে পাব, জানি না। তবে সংসার তো চালাতে হবে। বর্তমানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে আসবাব তৈরির কাজ করছি। তাছাড়া অন্য কোনও যে উপায় নেই।’ পুনর্বাসনের প্রসঙ্গ তুলতেই চোখ থেকে জল বেরিয়ে এসেছিল বলরাম শর্মার। তিনি বলছিলেন, ‘ঋণ নিয়ে কোনওভাবে সংসার চলছে। সুদের চাপে ঋণের পরিমাণও বাড়ছে। এভাবে আর কতদিন সংসার চালাতে পারব, জানা নেই।’

বাড়িতে কিছু ফার্নিচার বানিয়ে রেখেছিলেন চন্দন সাহা। কিন্তু ক্রেতার দেখা না মেলায় হতাশ তিনি। চন্দন বললেন, ‘দার্জিলিং মোড় এলাকার দোকানে প্রচুর রেডিমেড কাস্টমার আসতেন। বাড়িতে তো আর সেই রেডিমেড কাস্টমার পাব না। কিছু পুরোনো ক্রেতার কাছ থেকে অর্ডার নিচ্ছি। সেগুলোই বিক্রির চেষ্টা করছি।’ বলরামদের কথায়, সমস্যার বিষয়টা নিয়ে একাধিকবার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। উল্লেখ্য, ২৬ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে ইতিমধ্যে একজন মারা গিয়েছেন।

ভোটের তাগিদে উন্নয়নের প্রতিযোগিতা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : ভোট আসন্ন। তাই শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আর এই সূত্রেই একই জায়গায় একই কাজের দু’বার করে বরাত হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ নিজের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল কিংবা রাজ্যের কোনও সাংসদ, বিধায়কের উন্নয়ন তহবিল থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় কাজের জন্যে অর্থবরাদ্দ করাচ্ছেন। ওই জায়গাতেই আবার শিলিগুড়ি পুরনিগম উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে আরও বেশি অর্থবরাদ্দ করে কাজের টেন্ডার করাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ দুটি পৃথক এজেন্সির মাধ্যমে একই জায়গায় একই কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে শাসক ও বিরোধীর এই লড়াইয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত থাকছে বলে অভিযোগ।

আরও অভিযোগ, সমন্বয়ের অভাবের কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। যদিও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দাবি, তিনি যখন বিধায়ক ছিলেন তখন পুরনিগমকে চিঠি দিয়ে কাজ করতেন। এতে সমন্বয় থাকত এবং একই কাজ দু’বার করে হত না। কিন্তু শিলিগুড়ির বিধায়ক সেটা করছেন না। গৌতমের বক্তব্য, ‘অশোকদা (অশোক ভট্টাচার্য) জানেন, আমি যখন বিধায়ক ছিলাম কোনও কাজ করার সময় একবার পুরনিগমকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতাম। এতে কোনও সমস্যাই হত না।’ উলটোদিকে বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, ‘মেয়র সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি সময় দেন না। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা তুলে দিতে চাইলে নিতে চান না। উনি ডকেটের চিঠিও দেখার সময় পান না। মানুষের কাছে অসত্য কথা তুলে ধরলে হবে না।’

৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি প্রকল্পে শমীক ভট্টাচার্যের সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ হয় টাকা। পুরনিগমের তরফে একই কাজের শিলান্যাস হচ্ছে। -ফাইল চিত্র

সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা এবং নিকাশিনালার কাজের জন্যে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। শিলিগুড়ির পদ্ম বিধায়কের দাবি, শমীককে বলে তিনি ওই বরাদ্দ নিয়ে এসেছিলেন। সেখানেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে একই কাজের জন্যে ২৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৮৪ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ও নিকাশিনালার কাজ নেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের দাবি, ওই কাজের টেন্ডার এবং ওয়ার্ক অর্ডার আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাই ওই টাকা পুরনিগমের অন্য কোনও এলাকার উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে পারেন বলে শমীককে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইরকমভাবে উদয়ন সমিতির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্যে শিলিগুড়ির বিধায়কের উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু মাঝপথে সেই কাজ বন্ধ করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর (এনবিডিডি) থেকে একই এলাকার জন্যে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়ে মেয়র কাজের শিলান্যাস করেন। এই বিষয়গুলি থেকেই স্পষ্ট যে, নির্বাচন আসতেই দুই পক্ষই শহরের উন্নয়নে ব্রতী হওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় আখেরে শহরের উন্নয়ন মার খেতে বসেছে।

প্রশ্নের মুখে নাজেহাল

প্রথম পাতার পর

সাধারণ মানুষ ওয়েবসাইট থেকেও সেই ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবে।' ছুটি প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি দিলীপ রায়ের বক্তব্য, 'বিএলও হিসাবে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে আসা, না আসার বিষয়টি নিয়ে আমরাও অন্ধকারে রয়েছি। এদিনও অনেক শিক্ষকই স্কুলে গিয়ে সই করে ভোটার তালিকার কাজে চলে গিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনও কতজন শিক্ষককে ভোটের কাজে নিয়েছে সেটা আমাদের জানায়নি। ফলে সবকিছু নিয়েই ধোঁয়াশায় আছি। পুরো বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলব।'

বিএলও-রা মঙ্গলবার থেকে এসআইআরের কাজে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। এই প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। ফলে এদিন যে এলাকায় বিএলও-রা গিয়েছেন, সেখানে উৎসুক মানুষের ভিড়ও লক্ষ করা গিয়েছে। বিএলও সুব্রত ভৌমিক সকালে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামে কাজ শুরু করেন । তাঁকে ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। বেশ কয়েকটি বাড়ি থেকে বাড়ির সদ্য ১৮-তে পড়া ছেলেমেয়ের নাম তুলতে ফর্ম দাবি করা হয়। এমনকি এমনও বলা হয়, 'সামনের দিন ওই ফর্ম নিয়ে আসবেন।' এককেটি বাড়িতে ফর্ম দেওয়া, কীভাবে পূরণ করতে হবে সেটা বারবার বুঝিয়ে সই নিয়ে সেখান থেকে বেরোতে অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে।

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রমপাড়া, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া সহ শহরের অন্যান্য এলাকায় একই পরিস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। আবার এসআইআরের যতগুলি ফর্ম দেওয়া হয়েছে, সেগুলিও পরপর না থাকায় বিএলও-রা সমস্যায় পড়েছেন। এদিন একাধিক বিএলও কাজে বেরিয়ে জানান, এক পাড়ার পাঁচটি বাড়ির ফর্ম মিলেছে তো আরেক পাড়ার পাঁচটি। তাঁদের একজন বলেন, 'এভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সমস্য হচ্ছে। পাশাপাশি সবই ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে যাওয়ায় বাড়ি চিনতেও সমস্যা হচ্ছে।'

এসআইআরের কাজে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সরকারি কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি না পাওয়ায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। তাঁরা জানান, স্কুল, অফিসও করতে হচ্ছে, আবার এসআইআরের কাজও। স্কুল করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে এদিন স্কুলে গিয়ে সই করে অনেকেই এসআইআরের কাজে বেরিয়ে পড়েছেন। বিএলও সুচন্দ্রা দাশগুপ্তর বক্তব্য, 'স্কুলে সারাদিন কাটিয়ে তারপরে এই কাজ করা সম্ভব নয়। ছুটির বিষয়টি নিয়ে লিখিত নির্দেশ দিয়ে দিলে আমাদের পক্ষে ভোটার তালিকার কাজ করা সহজ হত।'

পৃথিবীর পাঠশালা

৫০০ বছরের হিমায়িত শিশু

মাউন্ট লুল্লাইলাকো আগ্নেয়গিরির ২২,১১০ ফুট উচ্চতায় একটি শীতল প্রত্নতাত্ত্বিক রহস্য লুকিয়ে আছে। এখানকার চরম ঠান্ডা, পাতলা বাতাস এবং প্রায় শূন্য আর্দ্রতা একটি সময় ক্যাপসুল তৈরি করেছে। ৫০০ বছর আগে ইনকা রীতিতে বলি হওয়া 'লুল্লাইলাকোর শিশুরা'-এখনও এমনভাবে সংরক্ষিত যে, মনে হয় যেন তারা শুধু ঘুমিয়ে আছে। তাদের ত্বক, চুল এবং এমনকি মুখের অভিব্যক্তিও অক্ষত। সবচেয়ে বিখ্যাত মমিটি হল, ১৫ বছরের এক কিশোরী, যার নাম 'লা দোনসেলা'। এই শিশুদের কাপাকোচা নামে এক পবিত্র রীতির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং দেবদেবীর কাছে বার্তা বাহক হিসাবে বলি দেওয়া হয়েছিল।

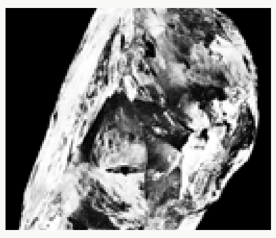

হিরা পাচার হল ডাকে

১৯০৫ সালে যখন কুলিনান হিরা, অর্থাৎ বিশ্বের সবচেয়ে বড় কাঁচা হিরাটি আবিষ্কার হয়, তখন সেটা ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার সময় কর্তৃপক্ষ চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, যদি পথে চুরি হয়ে যায়! তাই তারা এক অভিনব কৌশল বের করে। সবার সামনে প্রচার করা হয় যে, গোয়েন্দা বাহিনী সহ একটি রক্ষিত জাহাজ যাত্রা করবে, আর সেই জাহাজেই থাকবে মহামূল্যবান হিরাটি। এই জাঁকজমকপূর্ণ যাত্রার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই দৃশ্যটি ছিল আসলে চোরদের বিভ্রান্ত করার একটি ফাঁদ মাত্র! আসল কুলিনান হিরাটি নীরবে ও অত্যন্ত নিরাপদে অন্য পথে যাত্রা করে। শোনা যায়, হিরাটি একটি সাধারণ টিনের বাক্সে ভরে নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল। জাহাজ যখন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করছিল, আসল হিরাটি তখন গোপনে ডাক মারফত লন্ডনে এসে পৌঁছায়।

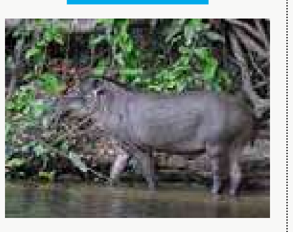

১১৪ বছর পর টাপির

১০০ বছরেরও বেশি নীরবতার পর, ব্রাজিলের আটলান্টিক ফরেস্টে বনের সেই 'ভূত' আবার হেঁটেছে। ক্যামেরার ফাঁদে ধরা পড়েছে দক্ষিণ আমেরিকান টাপিরদের একটি পরিবার। এই অঞ্চলে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এদের কোনও নিশ্চিত দর্শন ছিল না। টাপিরদের 'বনের মালি' বলা হয়। তারা ফল খেয়ে বীজগুলি তাদের মলত্যাগের মাধ্যমে পুরো ল্যান্ডস্কেপে ছড়িয়ে দেয়। তাদের ফিরে আসা মানে বন নিজেই তার প্রাচীন ক্ষতগুলি নিরাময় করা শুরু করতে পারে।

হার্ট অ্যাটাক : দোষ সংক্রমণের

দশক ধরে কোলেস্টেরলকেই হার্ট অ্যাটাকের প্রধান সন্দেহভাজন মনে করা হয়েছে। কিন্তু যুগান্তকারী নতুন গবেষণা এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সংক্রমণগুলিই আসলে হৃদরোগের কারণ হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাস রক্তনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি করে, যার ফলে প্লাক বা চর্বি জমে এবং হার্ট অ্যাটাক হয়। যদি সংক্রমণই প্রধান চালক হয়, তবে ভবিষ্যতে ভ্যাকসিন, অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি হৃদরোগের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এই ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করে যে, কেন কিছু স্বাভাবিক কোলেস্টেরলযুক্ত মানুষও হার্ট অ্যাটাকে ভোগেন।

এপারে এসেও আতঙ্ক

বালুরঘাট, ৪ নভেম্বর : একদিন হঠাৎ করেই ফাঁকা জমিতেই গজিয়ে উঠেছিল গ্রাম। আর তখন থেকেই ওই গ্রামটির নাম হয়ে গিয়েছে হঠাৎপাড়া। এই পাড়ায় সিংহভাগই বাংলাদেশি। এসআইআর আবহে ঘুম উড়েছে বাসিন্দাদের। এই গ্রামের ১৪০ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র তিনজনের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে। বাকি সকলের নাম উঠেছে ২০০২ সালের পরে। মঙ্গলবার থেকে এসআইআর সংক্রান্ত ফর্ম বিলি শুরু হতেই আতঙ্ক গ্রাস করেছে এই গ্রামের বাসিন্দাদের। শুধু বাসিন্দাদের মধ্যেই নয়, এই গ্রাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তৃণমূলের প্রার্থী ও বিজেপির জয়ী প্রার্থীর পরিবারেরও মধ্যেও রয়েছে আতঙ্ক। বিশেষ করে এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে কি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে তাঁদের? এই চিন্তা এখন গ্রাস করেছে সবাইকে।

তবে এলাকাবাসীর প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ভারতে রয়েছেন। এখানে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের জয়ী করেছেন। এতদিন পরে তাঁদের অবৈধ তকমা সেঁটে দেওয়া হলে আর কী করার থাকে! বালুরঘাট স্টেশনের পিছনের রাস্তা দিয়ে তপন বরাবর এগিয়ে গেলে বালুরঘাট ব্লকের বলদার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেরেন্ডা মোড়। সেই মোড় পেরিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলে রাস্তার দু'ধারে এই হঠাৎপাড়া গ্রামটি দেখা যায়।

তপন বিধানসভার অন্তর্গত এই শিবরামবাটী সংসদে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। এই সংসদের অধীনেই হঠাৎপাড়া গ্রামে রয়েছেন ১৪০ জন ভোটার। বাসিন্দা রয়েছেন ৩০০ জনের উপরে।

অথচ এই গ্রামের মাত্র তিনজনের নাম ছিল ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়।

সংশোধনী

মঙ্গলবার প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'অপূর্ণ স্বপ্ন, ব্যাট ছেড়ে সংসারে সুজাতারা' শীর্ষক প্রতিবেদনে ক্যাপশনে 'চায়ের দোকানে আলিপুরদুয়ারের সুজাতা সোরেন'-এর বদলে 'বাড়ির কাজে ব্যস্ত আলিপুরদুয়ারের সুজাতা সোরেন' পড়তে হবে।

খুনে অভিযুক্ত

প্রথম পাতার পর

স্বপন কামিল্যা নামে ওই ব্যবসায়ী সল্টলেকের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে ঘর ভাড়া নিয়ে দোকান চালাতেন। ২৮ অক্টোবর তাঁকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরদিন তাঁর পরিবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করতে গিয়ে স্বপনের ছবি দেখালে পুলিশ জানায়, এরকম চেহারার একজনের দেহ পরে নিউটাউনে বাগজোলা খালের কাছে উদ্ধার হয়েছে। পরিবার দেহটি শনাক্ত করে।

থানায় পরিবারের দায়ের করা অভিযোগে জানানো হয়েছে, স্বপনের দোকানে দুটি গাড়ি নিয়ে এসে তাঁদের তুলে নিয়ে যায়। একটি গাড়ির রং সাদা। অন্যটি কালো। একটি গাড়ির মাথায় নীলবাতি লাগানো ছিল। স্বপনের দোকানঘরের মালিক গোবিন্দ বাগের স্ত্রী প্রতিমা বলেন, 'আমরা আইনি বিচার চাইছি। স্বপন আমাদের কোনও অসুবিধা করেননি কখনও। মাসের পর মাস ঠিকমতো ভাড়া দিয়ে গিয়েছেন। থানায় অভিযোগ করেন স্বপনের আত্মীয় দেবাশিস কামিল্যা। তিনি আদতে ওড়িশার বালাসোর জেলার বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'এর আগে জামাইবাবুর মোহনপুরের বাড়িতে এসেও ওই বিডিও হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল নেতারা তাঁকে বাড়িতে হম্বিতম্বি না করে অভিযোগ থাকলে থানায় গিয়ে জানাতে বলেন। তাতে ওই বিডিও প্রশান্ত বর্মন তখনকার মতো চলে যান।' কিন্তু দেবাশিসের কথায়, 'এরপর জামাইবাবুকে ফোন করে কলকাতায় যেতে বলেন ওই বিডিও। এরপর তিনি গাড়ি নিয়ে এসে আমার জামাইবাবু ও দোকানঘরের মালিককে তুলে নিয়ে যান। জামাইবাবুর মোবাইল তারপর থেকে বন্ধ ছিল। এই বিডিও'র নাকি অনেক ক্ষমতা। তাই আমি কলকাতা যেতে ভয় পাচ্ছি।'

(তথ্য সংগ্রহ : দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল)

বালুরঘাটে মিঠুনের মন্তব্যে জল্পনা, বিপক্ষের কটাক্ষ

'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল'

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ নভেম্বর : আর কয়েকমাস পরে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তাই বিজেপি কর্মীদের মনোবল বাড়াতে মঙ্গলবার বালুরঘাটে এলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনে দলের কর্মীদের নিয়ে একটি সভা করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সম্পাদক বাপি সরকার, বালুরঘাট শহর মণ্ডল সভাপতি সমীরপ্রসাদ দত্ত, জেলার দুই বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বুধরাই টুডু প্রমুখ।

বালুরঘাটে দলীয় কর্মসূচিতে মিঠুন চক্রবর্তী। ছবি : মাজিদুর সরদার

এদিনের সভা থেকে মিঠুন জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। এরপর ১৫০ জন কর্মীকে নিয়ে 'মিঠুন যোদ্ধা' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরির কথাও ঘোষণা করেন।

কর্মীসভা শেষে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সংবাদমাধ্যমের তরফে মিঠুনকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর তরফে সটান জবাব এল, 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। এসব এখন ছাড়ুন, এগুলি নিয়ে পরে কথা হবে।'

তাঁর এমন মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। যেখানে শুভেন্দু অধিকারী থেকে সুকান্ত মজুমদার সবাই ২০২৬-এর ভোটে বাংলায় পদ্মফুল ফুটবে বলে আশাবাদী। সেখানে মিঠুনের এমন মন্তব্যের মানে কী? তিনি কি তবে দলের অতিরিক্ত আশাবাদ থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন?

তৃণমূল অবশ্য তাঁর এই এড়িয়ে যাওয়া মন্তব্যে নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'সত্যি কথাটা ওঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সকলেই জানে তৃণমূলই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর সরকার গড়বে। শুধু ব্যবধানটা কত হবে সেটাই এখন দেখার। মানুষ বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি বুঝে গিয়েছে। তাই ফলাফল নিয়ে ওঁদের গোঁফে তেল দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিনদিকেই বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। তাই সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এনিয়ে মিঠুন জানালেন, কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে তার সমাধান হয়ে যাবে। এত বড় একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রক্রিয়া। একটু সময় লাগতে পারে, তবে চিন্তার কিছু নেই।

এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতায় মিছিল প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'যাঁরা ভারতীয় নন তাঁদের জন্য কী মিছিল করা হচ্ছে? মনে হচ্ছে বাংলাদেশকে কিছু বার্তা দেওয়ার জন্য এমন প্রতিবাদ করা হচ্ছে। যে দেখুন আপনাদের লোকেদের জন্য আমরা লড়ছি। আমরা তৈরি আছি চলে আসুন।'

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকে তাঁদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'তাঁরা নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছেন। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ। পশ্চিমবঙ্গ তো ধর্মশালা হয়ে যাচ্ছিল।'

এরপর বিজেপি থেকে মিঠুনকে আগামীতে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের দলের নির্দিষ্ট করে কাউকে ঠিক করা হয় না। যদি আমরা জিততে পারি তারপর ওপরমহল থেকে ঠিক করবে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন।'

হেমন্তের রংয়ে মাতোয়ারা... মঙ্গলবার শ্রীনগরে। -পিটিআই

ব্রাত্য অন্য জায়গা

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি এমন যে মাটির নীচের পাইপ ফেটে জল বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বইছে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোমের সামনে এমন ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা যারপরনাই ক্ষুব্ধ। এদিন বিকেলে নির্ধারিত সময়ে এলাকার স্ট্যান্ডপোস্ট এবং বাড়িতে জল পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু নার্সিংহোমের সামনে পাইপ ফেটে যাওয়ায় আশপাশের এলাকায় কোথাও জল আসেনি। উলটে গোটা এলাকা জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনের পাশের রাস্তাতেও একইভাবে পাইপ ফেটে জল বের হতে শুরু করেছে। একই পরিস্থিতি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে চিলড্রেন্স পার্ক, শচীন সৌরভ সরণি এলাকায়। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে চিলড্রেন্স পার্ক পর্যন্ত সাত জায়গায় জলের পাইপলাইন ফেটে গিয়েছে বলে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সূত্রেই জানা গিয়েছে। যে যে এলাকার কাজ হয়েছে সেখানে রাস্তার অবস্থাও বেহাল।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'যেখানে যেখানে পাইপ ফেটে গিয়েছে সেখানে দ্রুত কাজ শুরু করে দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত সেসব মেরামত করে দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি শহরে দ্বিতীয় পানীয় জলের প্রকল্পের জন্যে নতুন করে ১০ হাজার পানীয় জলের কানেকশন দেওয়া হবে। তাই সেই পাইপলাইন বসানোর যেমন কাজ চলছে তেমনই ভূগর্ভস্থ কেবল বসানোর কাজও চলছে। শিলিগুড়ির কলেজপাড়া, হাকিমপাড়া, সুভাষপল্লি সহ একাধিক এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে পাইপলাইন পাতার কাজ শুরু করেছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। এই কাজ করতে গিয়ে একাধিক এলাকায় এদিন পাইপ ফেটে জল বের হতে শুরু করেছে। বিকেলের মধ্যে কিছু এলাকায় মেরামত করে দেওয়া হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পর শহরের একাধিক এলাকা দিয়ে ফের পাইপ ফেটে জল বের হতে শুরু করে। তার মধ্যে এদিন কলেজপাড়ার নার্সিংহোমের সামনে সবচাইতে বেশি সমস্যা হয়। পথচলতিদের রীতিমতো কাপড়, প্যান্ট গুটিয়ে এলাকা দিয়ে হাঁটতে হয়েছে। একদিকে রাস্তার মাটি উঁচু হয়ে থাকায় এবং অন্যদিকে জলকাদায় দুর্ভোগ চরমে ওঠে।

নার্সিংহোমের সামনে এমন পরিস্থিতি হলেও পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের বিষয়টি জানাই ছিল না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মেয়র পারিষদকে ফোন করে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক বিষয়টি জানানোর পর তিনি পদক্ষেপ করবেন বলে জানান। কলেজপাড়ার ওই নার্সিংহোমে সুনয়ন কর্মকারের ভাইঝি চিকিৎসাধীন রয়েছে। সুনয়নের বক্তব্য, 'বিকেলে যে সময়ে জল আসে সেই সময় থেকেই দেখছি এভাবে জল অপচয় হচ্ছে। প্রথমে অল্প অল্প জল বের হচ্ছিল। পরে দেখি এলাকা দেখে মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি হয়েছে।' এলাকার এক অ্যাম্বুল্যান্সচালকের বক্তব্য, 'সকালে তো এখানে কাজ হয়েছে। তখনও জল বের হচ্ছিল। যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁরা তখন ঠিক করে গেলেন। ওঁরা কাজ করে চলে যাওয়ার পর বিকেলে এসে দেখি এলাকা ভেসে গিয়েছে।'

প্রজাপতি নিধনে বিবর্ণ চা

প্রথম পাতার পর

রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে প্রজাপতিদের যে কতটা ক্ষতি হয়েছে তার মর্মান্তিক উদাহরণ পাওয়া যাবে লুপ পুলের রাস্তায় গেলেই। তিন বছর আগে ওই এলাকায় সমীক্ষা করে আমরা ২৭০ প্রজাতির হদিস পেয়েছিলাম। সেই সংখ্যাটা এবারের সমীক্ষায় এসে দাঁড়িয়েছে ২৮-এ।'

বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, ফুলের পরাগমিলন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় প্রজাপতি। এমনকি বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-খাদক চক্রে প্রজাপতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পতঙ্গ। চা বাগানে বা জঙ্গলে এমন প্রচুর সরীসৃপ প্রাণী থাকে, যেমন ব্যাং, গিরগিটি ছাড়াও বিভিন্ন পাখির প্রিয় খাদ্য প্রজাপতি। সেক্ষেত্রে প্রজাপতির সংখ্যা কমে যেতেই বিঘ্নিত হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র।

প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত বলছেন, 'প্রজাপতি সহ কীটপতঙ্গ যে কাজটি করে তাকে বলা হয় ইকোলজিকাল সার্ভিস। শুধু প্রজাপতি নয়, তাদের পাশাপাশি সমস্ত কীটপতঙ্গ চরম বিপদের সম্মুখীন। বিশ্ব উষ্ণায়ন, আবহাওয়া পরিবর্তনের চরম প্রভাব পড়ছে ওদের ওপর। ওদের বাসস্থানের গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ওদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু চিন্তাভাবনা করুক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। সেক্ষেত্রে তৈরি করা যেতে পারে প্রজাপতি উদ্যান ও প্রজননকেন্দ্র।'

মাল, মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানের বাসিন্দারাই জানাচ্ছেন, বাগানে এখন রঙিন প্রজাপতির ঝাঁক আর দেখা যায় না। আগে ডুয়ার্সের রেললাইন বরাবর ট্রেনে যাওয়ার সময় প্রচুর প্রজাপতি উড়তে দেখা যেত। অধ্যাপক নীনা জানিয়েছেন, শুধু এখানে নয়, ডিএইচআর-ও রেললাইনের ধারবরাবর আগাছা মারতে রাসায়নিক ছড়াচ্ছে। আর তাতেই চলছে প্রজাপতি ও পতঙ্গ নিধনযজ্ঞ।

বাতাবাড়ির প্রবীণ পর্যটন ব্যবসায়ী সোনা সরকার জানান, এর আগেও টিয়াবনকে সংরক্ষণ করার জন্য সেখানে একটি প্রজাপতি উদ্যানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারকে। সেটা করা হলে বেঁচে যেত প্রজাপতির প্রচুর প্রজাতি। টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শ্যাম ভার্গিস অবশ্য দাবি করছেন, 'প্রতিটি চা বাগানে জৈব কীটনাশক ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরাও চেষ্টা করছি উপকারী পতঙ্গদের বাঁচিয়ে কীভাবে চায়ের উৎপাদন করা যায়।'

মামলা দায়ের

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : জেলার বাহাদুরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের মিম প্রার্থী তৌসিফ আলমের বিরুদ্ধে ফের নির্বাচনি বিধিভঙ্গের মামলা দায়ের হল বাহাদুরগঞ্জ থানায়। মঙ্গলবার কিশনগঞ্জের জেলা শাসক অমিত রাজ জানান, তেজস্বী যাদবের সম্পর্কে সোমবার সন্ধ্যায় একটি নির্বাচনি জনসভায় আপত্তিকর মন্তব্য করেন ওই মিম প্রার্থী। সেই বক্তব্যের ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ফুটেজটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভিডিও ফুটেজটির ভিত্তিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা জেলা নির্বাচন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন জেলা শাসকের নির্দেশে বাহাদুরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের সহকারী রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করেন।

ধৃত পদ্ম কর্মী

প্রথম পাতার পর

এদিকে, নেপালে আত্মগোপন করে থাকা অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহাকে ২৫ অক্টোবর ভোরে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে নেমে পুলিশ ৩০ অক্টোবর বাগডোগরার পুঁটিমারি থেকে লালন ওঝা নামে আরেক এজেন্টকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া সূত্র ধরে সোমবার রাতে লাগাতার জেরার পর অধিকারী কেলাবাড়ি থেকে কুন্দনকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, অভিযুক্ত কুন্দনকুমার দাস এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। পার্থর সঙ্গে তাঁর আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। মোটা টাকার বিনিময়ে তিনি পার্থের মাধ্যমে বেশকিছু শংসাপত্র তৈরি করেছেন বলে জেরায় স্বীকার করেছেন। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওসি জানান, এদিন পুলিশ হেপাজতে থাকা নবজিৎ ও কুন্দনকে আদালতে তোলা হলে বিচারক উভয়কে বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত অভিযুক্ত কুন্দনকুমার দাসকে গ্রেপ্তারের পর রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কুন্দন অধিকারী বাজারে একটি অনলাইন সার্ভিস সেন্টার চালাতেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে অধিকারী কেলাবাড়ি থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান তিনি। সেই নির্বাচনি প্রচারে বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক, বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁয়ের সঙ্গেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল। সাম্প্রতিককালেও তাঁকে বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছে।

জন্মমৃত্যু শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নেত্রী পপি সাহার ছেলে পার্থ গ্রেপ্তার হওয়ায় বিজেপি বিষয়টিকে ইস্যু করেছিল। এবার তাদের প্রার্থী গ্রেপ্তারে পালটা চাপে বিজেপিও। বিজেপির প্রাক্তন ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার গণেশ দেবনাথ স্বীকার করেন, কুন্দন বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। তবে তিনি বলেন, 'নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। আইন আইনের পথে চলুক।'

তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'তৃণমূল নেত্রীর ছেলে গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিজেপি নেতৃত্ব উঠেপড়ে সমালোচনা করে। কিন্তু তৃণমূল নেত্রীর ছেলে নেতা নন। কিন্তু এবার বিজেপির প্রার্থীই জালিয়াতিতে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে বিজেপির বড় বড় নেতাদের সঙ্গেও দেখা গিয়েছে। তাঁর মন্তব্য, 'কোনও দলই কাউকে জালিয়াতির জন্য লাইসেন্স দেয় না। আর এটাই বিজেপি ভুলে গিয়েছে।' পুলিশের তদন্তের প্রশংসা করে কিশোরীমোহন বলেন, 'দলমতনির্বিশেষে জালিয়াতি কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অপরাধীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করুক।'

মাস্টারমশাই এখন

প্রথম পাতার পর

দুর্নীতির পাহাড় ভেঙে পড়ল রাজ্যের শিক্ষা রথ-এর মাথায়। এক পক্ষ বলছে, আমরা যোগ্য, দুর্নীতি করিনি, আর অন্য পক্ষ বলছে, গোটা প্যানেলটাই চুরির ফসল। এই আইনি যুদ্ধ আর রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির মাঝে পড়ে গেল হাজার হাজার যোগ্য প্রার্থীর জীবন। আসলে রাজ্য সরকার শিক্ষাব্যবস্থাটাকে গিনিপিগ বানিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালাচ্ছে।

সরকারি তথ্য অনুসারে, প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত এই রাজ্যে বর্তমানে মোট শূন্যপদের সংখ্যা (ঘোষিত) প্রায় ৬৩ হাজারেরও বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেই প্রায় ৩৫,৭২৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে। প্রাথমিক স্তরেও সদ্য ঘোষিত শূন্যপদ ১৩,৪২১টি। এই বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ হচ্ছে না, কারণ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা এখন দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর চিত্র আরও করুণ। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর বা মালদাজুড়েই প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক সব স্তরের হাজার হাজার পদ ফাঁকা। এই শূন্যতার বোঝা গ্রামের স্কুলগুলোকেই বেশি করে বইতে হচ্ছে। এই যখন প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার হাল, তখন উচ্চশিক্ষার দিকে তাকালে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। রাজ্য-রাজ্যপালের ইগোর লড়াইয়ে রাজ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের মামলা সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে রয়েছে। ফলে লাটে উঠছে পড়াশোনা থেকে গবেষণা। গবেষকরা হন্যে হয়ে ঘুরছেন গাইড আর উপাচার্যের স্বাক্ষরের জন্য, আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গেটে ঝুলছে অচলাবস্থার বিজ্ঞাপন। এই উচ্চশিক্ষাকে এখন বেহাল শিক্ষাক্ষেত্রের 'মিউজিয়াম' বললেও ভুল হবে না। চলতি মাসের শেষ থেকেই স্কুলে স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হবে। সিলেবাস শেষ করে এখন পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করার চূড়ান্ত ব্যস্ততা। এমন সময় শিক্ষকদের বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার) হিসেবে নিয়োগ শিক্ষার বারোটা বাজানোর জন্য যথেষ্ট। এমনিতেই ভোটের সময় ক্লাস কামাই করে ভোটার তালিকা সংশোধন, নতুন নাম তোলা— এ সব শিক্ষকদের শিক্ষাবহির্ভূত বাধ্যতামূলক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে এমনিতেই শিক্ষক কম। কোথাও একজন শিক্ষক পুরো স্কুল সামলাচ্ছেন। সেই 'একজন'-ও যখন বিএলও-এর ডিউটিতে যাচ্ছেন তখন স্কুলটা এমনিতেই বন্ধ থাকছে। এতে শিক্ষা শিকেয় উঠবে না তো কী হবে? আসলে সরকার বা নির্বাচন কমিশনের কাছে মনে হয়, ভোট আর প্রকল্পের কাজটাই আসল শিক্ষা। আর ক্লাসে গিয়ে শিক্ষাদানটা একটা ঐচ্ছিক অবসর বিনোদন মাত্র।

শিক্ষক সমাজের উচিত ছিল প্রতিবাদ করা। কিন্তু তাঁরাও হয় দুর্নীতিতে জড়িয়ে, নয়তো ভয়ে সিঁটিয়ে। চাকরির ভয়, বদলির ভয়, বা আরও নানা অরাজনৈতিক কাজের চাপে তাঁরা এখন এতটাই ক্লান্ত যে, প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। কেউ কেউ আবার মিড-ডে মিল-এর নতুন মেনু নিয়ে ব্যস্ত, কেউ আবার ব্যস্ত কন্যাশ্রী-র ফর্মে ভুল বানান শোধরাতে। এই মৃতপ্রায় শিক্ষাব্যবস্থায় খাঁড়ার ঘা-এর মতন দেখা দিয়েছে এসআইআর।

রাজ্য সরকারের মতোই নির্বাচন কমিশনও রাজ্যের শিক্ষার বেহাল দশা নিয়ে চিন্তিত নয়। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজ অবশ্যই জরুরি। তবে তার থেকেও জরুরি শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখা। শিক্ষকদের বদলে অন্য সরকারি কর্মচারীদের বিএলও বানিয়ে এসআইআর-এর কাজ সম্পন্ন করা যেত। তারজন্য দরকারে আরও বেশি সময় নিয়েও কাজ করা যেত। তা হল না। ফাইনাল পরীক্ষার আগে স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ করে শিক্ষকদের নামিয়ে দেওয়া হল ভুয়ো ভোটার বাছার কাজে। নির্বাচন কমিশনের এই অবিবেচক সিদ্ধান্তের খেসারত দিতে হবে রাজ্যের আগামী প্রজন্মকে। যদিও তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। কারণ, এ রাজ্যের নেতারা জানেন, ভোট আসে টাকা আর প্রকল্প দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে নয়। তাই শিক্ষাব্যবস্থা এখন এক রম্য ট্র্যাজেডি— যা হাসির বিষয়, কিন্তু পরিণতি ভয়ংকর।

৩৫ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে কালো টাকা উদ্ধারের জন্য এফএসটি বা ফ্লাইং স্কোয়াড টিম গঠন করা হয়েছে।

সোমবার রাতে আরারিয়া জেলার ফরবেশগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের সদর থানা এলাকার দুটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে টিমের সদস্যরা নথিপত্রবিহীন ৩৫ লাখ ২০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন। এই বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার সহ ফরবেশগঞ্জের মহকুমা শাসক রঞ্জিতকুমার রঞ্জন, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মুকেশকুমার সাহা, ফরবেশগঞ্জ সদর থানার আইসি রাঘবেন্দ্র সিং এই অভিযানে শামিল হন। মঙ্গলবার এই টাকা আরারিয়া ট্রেজারিতে জমা করা হয়েছে বলে ফরবেশগঞ্জের মহকুমা শাসক জানান। অনুমান করা হচ্ছে, এই টাকা নির্বাচনে অবৈধভাবে ব্যয় করা হত।

জালিয়াতির শঙ্কা শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

তিনি পরামর্শ দেন, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের মা-বাবারও নাম নেই, তাঁদের বলছি, বিজেপির কথায় আতঙ্কিত হবেন না।' অভিষেক বলেন, 'বাংলার একজন ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরা দিল্লিতে অভিযান করব। এর আগে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকার দাবিতে দিল্লিতে অভিযান করেছিলাম। কৃষি ভবন থেকে আমাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ওদের গণতান্ত্রিক থাপ্পড় দিয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্যে বিজেপিকে শূন্য করা আমাদের মূল লক্ষ্য।'

অভিষেকের দিল্লি অভিযানকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু পালটা বলেন, 'কয়লা ভাইপোকে একশো দিনের কাজের প্রতিবাদ করতে দিল্লি গিয়ে দিল্লি পুলিশের তাড়া খেয়ে চটি হাতে নিয়ে দৌড়োতে হয়েছিল। এবার তাই দিল্লি যাওয়ার আগে চটিগুলো এখানে রেখে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।' অভিষেক অবশ্য আস্ফালন করেন, '২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ওরা ১৮টি আসন পেয়েছিল। ২০২৪ সালে ওদের ১২টি আসনে নামিয়েছি। ২০২৬ সালে ওদের শূন্য করে ছাড়ব।'

নথি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাব শুধু দেননি শুভেন্দু, মঙ্গলবার নির্বাচনি দপ্তরে গিয়ে নালিশ জানিয়েও এসেছেন। তিনি কমিশনে অভিযোগ করেন, রোহিঙ্গা এবং মুসলিমদের ভোটার তালিকায় রেখে দিতে জন্ম ও বাসস্থানের ভুয়ো শংসাপত্র বিলি করে এসআইআর প্রক্রিয়াকে বানচাল করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তিনি কমিশনে বলেন, সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট বিলি করেছে।

এরকম একটি ভুয়ো শংসাপত্র মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে জমা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আইপ্যাকের লোকেরা ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি করে বিএমওএইচদের থেকে ডিজিটাল সার্টিফিকেট করিয়ে ভোটার তালিকায় নাম রাখার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে।' ২০০২-এর ভোটার তালিকায় কারও নাম না থাকলে কমিশনের বিধি অনুযায়ী তাঁর বাবা-মায়ের নামের সূত্র দিলেও চলবে। সেই নথিও অনেকে দিতে পারছেন না।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশে মঙ্গলবার সমাবেশে বলেন, মা-বাবার নথি না থাকলে অন্য নথি দেওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি বিভ্রান্তি তৈরি করবে বলে মন্তব্য করে শুভেন্দু বলেন, 'যাঁরা বাবা-মায়ের নাম দেখাতে পারছেন না, তাঁরা কমিশনের নির্ধারিত ১১টি বিকল্পের যে কোনও একটি বা দুটি দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু কোনওভাবেই কাকা-জ্যাঠাদের নাম ভোটার তালিকায় দেখিয়ে হবে না।'

মমতা এদিনের প্রায় ঘণ্টাখানেকের ভাষণে ফের নিশানা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে। তবে নাম না উচ্চারণ করে 'কুর্সিবাবু' নামে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'মনে রাখবেন, আমরা থালা-বাটি বেচে হলেও আপনাদের সাহায্য করব। ভোট আমাদের মৌলিক অধিকার। এই হক আমরা কেড়ে নিতে দেব না। প্রয়োজনে বিজেপিকে উৎখাত করে দেব। জান দেব, কিন্তু মান কেড়ে নিতে দেব না।'

সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে ১৯৯৩ সালে প্রথম আন্দোলন তিনিই করেছিলেন মনে করিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'এত বড় স্পর্ধা? পিছনের দরজা দিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে বিজেপি। এসআইআর-এর নাম করে বাংলার ২ কোটি মানুষের নাম কেটে ওরা ভাবছে বাংলা দখল করবে।' তাঁর কথায়, 'বাংলার মানুষ ওদের সেই স্বপ্নপূরণ করতে দেবে না। ওরা জানে না জনগণের শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি। ওরা এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখাবে। ভয় পাবেন না। আদালতের দ্বারস্থ হবেন।' মুখ্যমন্ত্রী রাজবংশীদের উদ্দেশে বলেন, 'অসম সরকার চিঠি দিলে ছুড়ে ফেলে দিন। বিজেপিকে ইতিহাসে পরিণত করব।'

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে নেই রিচা

দুবাই, ৪ নভেম্বর : বিশ্ব জয়ের আবেগে ভাসছে গোটা ভারত।

রবিবার প্রথমবার মহিলাদের বিশ্বকাপের শিরোপা মাথায় তুলেছেন হরমনপ্রীত কাউররা। আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে বিশ্বজয়ী কন্যাদের নিয়ে আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে আইসিসি। দলে ঠাঁই হয়নি বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষের।

আইসিসি-র ঘোষিত সেরা একাদশে ভারত থেকে স্থান পেয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমা রডরিগেজ ও দীপ্তি শর্মা। উইকেটরক্ষক হিসেবে রিচার পরিবর্তে পাকিস্তানের সিদরা নওয়াজকে দলে রাখা হয়েছে। চলতি বিশ্বকাপে এই পাক উইকেটরক্ষক ব্যাট হাতে মাত্র ৬২ রান করেছেন। সেখানে বিশ্বকাপে ২৩৫ রান করেছেন রিচা। গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর ৭৭ বলে ৯৪

লরার কাছে শীর্ষস্থান হারালেন স্মৃতি

রানের ইনিংস প্রশংসা কুড়িয়েছে ক্রিকেট বিশ্বের। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে বঙ্গতনয়ার ক্যামিও ইনিংস ভারতের জয়ের পথ আরও প্রশস্ত করেছিল। এহেন রিচার সেরা একাদশে ডাক না পাওয়াতে অবাক ক্রিকেটপ্রেমীরা। বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীতেরও এই দলে ঠাঁই হয়নি। আইসিসি-র সেরা একাদশের ক্যাপ্টেন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে লরা উলভারডটকে।

এদিকে, বিশ্বকাপের পর সদ্য প্রকাশিত আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে মহিলা ব্যাটারদের তালিকায় স্মৃতিকে সরিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন লরা উলভারডট। চলতি বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচে ৫৭১ রান করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন তিনি।

সেরা একাদশ : স্মৃতি মান্ধানা, লরা উলভারডট (ক্যাপ্টেন), জেমিমা রডরিগেজ, মারিজানে ক্যাপ, অ্যাশলে গার্ডনার, দীপ্তি শর্মা, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, নাদিনে ডি ক্লার্ক, সিদরা নওয়াজ (উইকেটরক্ষক), আলানা কিং ও সোফি একলেস্টোন। দ্বাদশ ব্যক্তি : ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট।

ভারত-পাক মহারণ ১৬ নভেম্বর

রাইজিং এশিয়া কাপ দলে পোড়েল, বৈভব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেটে ক্রমশ উত্থান হচ্ছে বৈভব সূর্যবংশীর। দোহায় আসন্ন রাইজিং এশিয়া কাপের ভারতীয় ‘এ’ দলে সুযোগ পেলেন বৈভব। দলের অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন উইকেটকিপার ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে আজই শেষ হওয়া রনজি ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অভিষেক। ১৪ নভেম্বর থেকে দোহায় শুরু হতে চলা রাইজিং এশিয়া কাপের জন্য রেলওয়েজের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে খেলা হবে না তাঁর। বাংলা দলের অন্দরের খবর, পরের ম্যাচে অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ দলকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন।

দল : প্রিয়াংশ আর্য, বৈভব সূর্যবংশী, নেহাল ওয়াধেরা, নমন ধীর, সূর্যাংশ শেড়গে, জিতেশ শর্মা, রামনদীপ সিং, হর্ষ দুবে, আশুতোষ শর্মা, যশ ঠাকুর, গুরজাপনিত সিং, বিজয় কুমার ব্যশক, যুধবীর সিং চরক, অভিষেক পোড়েল ও সুযশ শর্মা।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ১৪ নভেম্বর রাইজিং এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করছে ভারতীয় ‘এ’ দল। পরের ম্যাচ ১৬ নভেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে জীতেশ শর্মারা কি পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন করবেন? সেই প্রশ্ন ফের উঠে গিয়েছে। জবাব আপাতত কারও জানা নেই। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, এশিয়া কাপ ট্রফি সূর্যকুমার যাদবরা এখনও হাতে না পাওয়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এখন চরমে। কাল দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠকে ফের এশিয়া কাপ বিতর্ক উঠতে চলেছে। রাতের দিকে আইসিসির একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, পাকিস্তান ও এশীয় ক্রিকেট সংস্থার প্রধান কালকের বৈঠক এড়িয়ে যেতে পারেন। যদিও পিসিবি-র তরফে এব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এদিকে, ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ান ডে চ্যালেঞ্জার্স প্রতিযোগিতার দল ঘোষণাও হয়ে গেল আজ। মোট চার দলের প্রতিযোগিতায় ‘সি’ দলে রয়েছেন কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র আনভয়। তাঁর দলেই রয়েছেন বাংলার প্রতিশ্রুতিমান ওপেনার অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়।

২ নভেম্বর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের নবজাগরণ এনেছেন হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানারা।

বিশ্বজয়ের পরই চড়ছে ব্র্যান্ড ভ্যালু

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : বিশ্বজয়ের আনন্দে বিভোর গোটা দেশ।

ইতিমধ্যে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সর্বত্র চর্চা চলছে ভারতীয় কন্যাদের পারফরমেন্স নিয়ে। ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে জেমিমা রডরিগেজদের ফলোয়ারের সংখ্যাও হুহু করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুধু সমাজমাধ্যমে ফলোয়ার নয়, জেমিমাদের বিজ্ঞাপনের পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুয়ায়ী জানা গিয়েছে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ‘ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট ফি’ ২৫ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বিশ্বকাপ জেতার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ওয়্যাক্স লিমিটেড নামের একটি কোম্পানি হরমনপ্রীত কাউরকে তাদের ব্র্যান্ড

এক লাফে বাড়ছে ২৫ থেকে ১০০ শতাংশ

অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঘোষণা করেছে।

পিছিয়ে নেই দলের তারকা ব্যাটার জেমিমাও। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১২৭ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস খেলার পর তাঁর কাছেও প্রচুর বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব এসেছে। ইতিমধ্যে ১০-১২টি ব্র্যান্ডের সঙ্গে জেমিমার আলোচনা চলছে। জানা গিয়েছে, বিজ্ঞাপনের জন্য আগে যে পারিশ্রমিক পেতেন মুম্বই-কন্যা, তার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পাবেন তিনি। দলের ব্যাটিংস্তম্ভ স্মৃতি মান্ধানা এই মুহূর্তে দেশের সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত মহিলা ক্রিকেটার। তিনি ইতিমধ্যে ১৬টি ব্র্যান্ডের হয়ে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন। এছাড়া রিচা ঘোষ, শেফালি ভার্মার মতো দলের বাকি ক্রিকেটারদেরও বিজ্ঞাপনী পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাবে বলেই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের।

এদিকে, বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে ৫১ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। তবে দুই দশক আগেও মহিলাদের ক্রিকেটে এত অর্থের ছড়াছড়ি ছিল না। কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মিতালি রাজ বলেছিলেন, ‘একটা সময় আমাদের কোনও বার্ষিক চুক্তি ছিল না। কোনও ম্যাচ ফি ছিল না। ২০০৫ বিশ্বকাপে যখন আমরা রানার্স

> একটা সময় আমাদের কোনও বার্ষিক চুক্তি ছিল না। কোনও ম্যাচ ফি ছিল না। ২০০৫ বিশ্বকাপে যখন আমরা রানার্স হয়েছিলাম, তখন আমাদের ম্যাচ পিছু ১০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাও সেটা ছিল শুধুমাত্র বিশ্বকাপের জন্য।
>
> **মিতালি রাজ**

হয়েছিলাম, তখন আমাদের ম্যাচ পিছু ১০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাও সেটা ছিল শুধুমাত্র বিশ্বকাপের জন্য।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘পরবর্তী সময়ে সবকিছু যখন বিসিসিআই নিয়ন্ত্রণে আসে তখন ম্যাচ ফি, বার্ষিক চুক্তি চালু হয়। এখন তো পুরুষ ও মহিলা দলের বেতনে সমতা রয়েছে।’ এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মহিলা ক্রিকেট ভারতের মহিলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত হত। পরে মহিলা ক্রিকেট সংস্থা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়।

‘ঝুলনদের প্রতি স্মৃতিদের সৌজন্যকে কুর্নিশ’

হাঁটুর চোটে বিগ ব্যাশ থেকে সরে দাঁড়ালেন অশ্বীন

চেন্নাই, ৪ নভেম্বর : ইতিহাস তৈরির কথা ছিল।

অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ টি২০ লিগও মুখিয়ে ছিল তাঁকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু ভারতের প্রথম (পুরুষ) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে বিগ ব্যাশে খেলা হচ্ছে না রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। প্র্যাকটিসে হাঁটুর চোট। সেই চোটের কারণে লিগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ভারতের প্রাক্তন অফস্পিন তারকা।

সিডনি থান্ডার্সের সঙ্গে অশ্বীনের চুক্তি সাড়া ফেলেছিল। জাতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটারদের অনেকে বিগ ব্যাশে খেললেও ভারতের কোনও আন্তর্জাতিক পুরুষ ক্রিকেটার খেলেননি। অজি মেগা লিগের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু অশ্বীনকে ঘিরে যে লক্ষ্যপূরণ আপাতত বিশবাঁও জলে।

সিডনি থান্ডার্স কর্তৃপক্ষকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্টে প্রাক্তন তারকা বলেছেন, ‘আসন্ন মরশুমের জন্য চেন্নাইয়ে প্রস্তুতির সময় হাঁটুতে চোট লেগেছে। যা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। আপাতত লম্বা সময় রিহ্যাবে কাটাতে হবে। যার অর্থ বিবিএলে খেলা হবে না। মুখিয়ে ছিলাম খেলার জন্য। দুর্ভাগ্য এবার তা হচ্ছে না।’

হতাশা আড়াল করেননি সিডনি থান্ডার্স কর্তৃপক্ষ। অশ্বীনের পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে লেখা হয়েছে, ‘অ্যাশের হাঁটুর চোটে বিবিএলে খেলতে না পারার খবরে সিডনি থান্ডার্স পরিবারের সবাই ভেঙে পড়েছে। ওর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। কথা বলেছি। মাঠে নামতে না পারলেও ডাগআউটে ওকে পাব বলে আমরা আশাবাদী।’

বিগ ব্যাশ নিয়ে হতাশার মাঝে বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা দলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অশ্বীন। দীপ্তি শর্মা সহ গোটা দলের দক্ষতা, লড়াকু মেজাজের কথা তুলে ধরেছেন। তবে অশ্বীনকে সবচেয়ে নাড়িয়েছে, পূর্বসূরিদের প্রতি হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানাদের সৌজন্য। যেভাবে ভিকট্রি ল্যাপে মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামীদের হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিয়ে উৎসব করেছে, তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

ঝুলন গোস্বামীর হাতে বিশ্বকাপ তুলে দিয়েছিলেন স্মৃতি মান্ধানারা।

> ২০১৭ বিশ্বকাপ টিমের অংশ ছিল ঝুলন গোস্বামী। মিতালি রাজও বিশ্বকাপে খেলেছিল। শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ না পাওয়ার হতাশা নিয়ে কেরিয়ার শেষ করে ওরা। রবিবার কাপ জয়ের পর যেভাবে মিতালি, ঝুলনের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে ভারতীয় মহিলা দল, ওদের কুর্নিশ জানাই। ওরা যা করেছে, কখনও করতে দেখিনি ভারতের পুরুষ দলকে।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে লিখেছেন, ‘২০১৭ বিশ্বকাপ। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হরমনপ্রীত অসাধারণ ইনিংস খেলেছিল। তারপর ইংল্যান্ড ম্যাচে (ফাইনালে) হৃদয় ভেঙে যাওয়া। ওই টিমের অংশ ছিল ঝুলন গোস্বামী। মিতালি রাজও বিশ্বকাপে খেলেছিল। শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ না পাওয়ার হতাশা নিয়ে কেরিয়ার শেষ করে ওরা। রবিবার কাপ জয়ের পর যেভাবে মিতালি, ঝুলনের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে ভারতীয় মহিলা দল, ওদের কুর্নিশ জানাই। ওরা যা করেছে, কখনও করতে দেখিনি ভারতের পুরুষ দলকে।’

অশ্বীন আরও বলেছেন, ‘সংবাদমাধ্যমের সামনে আমরা অনেকেই গালভরা কথা বলি। এখন এটাই ট্রেন্ড। কিন্তু আগের প্রজন্মকে যথার্থ অর্থে কৃতিত্ব দেওয়ার দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য সাধারণত হয় না। বরং ‘আমার প্রজন্ম সেরা’, ‘আগের প্রজন্ম ঠিকঠাক ছিল না’, এই রকম আলোচনা প্রচুর শুনতে পাই।’

টুর্নামেন্টের সেরা দীপ্তি শর্মাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস গোপন করলেন না। অশ্বীন বলেন, ‘বিশ্বকাপে সবচেয়ে চর্চিত চরিত্র দীপ্তি। আমার বন্ধু জাড্ডুকে (রবীন্দ্র জাদেজা) বলতে চাই, ওডিআইয়ে বিশ্বের (পুরুষ-মহিলা ধরে) সেরা অলরাউন্ডার দীপ্তি। দীপ্তির গড় দেখুন! ব্যাটিংয়ে ৩৫-৩৬, বোলিংয়ে ২৬। প্রয়োজনে ইয়র্কার করতে পারে, অফস্পিনও। আর দলের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ রান তো রয়েইছে।’

রিচা-দীপ্তিকে সংবর্ধনা দেবে ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের দুই সদস্য রিচা ঘোষ ও দীপ্তি শর্মাকে সংবর্ধনা দেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। রিচা শিলিগুড়ির মেয়ে। অন্যদিকে, দীপ্তি বাইশ গজে দীর্ঘদিন বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্বমঞ্চে সাফল্য অর্জন করে বাংলা তথা দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন দুজনে। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ রিচা ও দীপ্তিকে শীঘ্রই সম্মানিত করা হবে। ক্লাবের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই দুই ক্রিকেটারকে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছেন লাল-হলুদ সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়া।

এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট অভিষেকরা

হনুমা-মুরার শতরানে বিধ্বস্ত লক্ষ্মী ব্রিগেড

বাংলা-৩৩৬ ও ৯০/৩ ত্রিপুরা-৩৮৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : জঘন্য ফিল্ডিং। একের পর এক ক্যাচ মিসের নজির। নিট ফল, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট বাংলা।

দিন বদলায়। বাংলা ক্রিকেটের বেহাল দশার কোনও বদল হয় না। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচে জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে ছন্নছাড়া বোলিং করে প্রথম ইনিংসের লিড পাওয়ার সুযোগ নষ্ট করলেন অভিষেক পোড়েলরা। শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল টিম বাংলাকে। গতকালের ২৭৩/৭ থেকে শুরু করে আজ খেলার শেষ দিন মহম্মদ সামিদের (২৫-৩-৭৬-০) হতাশা বাড়িয়ে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন হনুমা বিহারী (১৪১) ও মণিশংকর

বাংলার থেকে তিন পয়েন্ট কেড়ে নিয়ে মণিশংকর মুরা সিং ত্রিপুরায় এখন নায়কের মর্যাদা পাচ্ছেন।

মুরা সিং (অপরাজিত ১০২)। হনুমা গতকালই শতরান করে ফেলেছিলেন। আজ বাংলার বোলিং-ফিল্ডিংকে ক্লাব স্তরে নামিয়ে এনে শতরান করলেন মুরাও। শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরার ইনিংস শেষ হল ৩৮৫ রানে। তিন পয়েন্ট হাতছাড়া করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল বাংলা। দুই ওপেনার সুদীপকুমার ঘরামি (০) ও কাজি জুনেইদ সইফিরা (০) ব্যর্থ। তিন নম্বরে সাকির হাবিব গান্ধিও (৩) রান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে একসময় ১৩/৩ হয়ে গিয়েছিল বাংলা। শেষ পর্যন্ত অনুষ্টুপ মজুমদার (অপরাজিত ৩৪) ও শাহবাজ আহমেদ (অপরাজিত ৫১) মান বাঁচালেন বাংলার। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯০/৩ অবস্থায় খেলা ড্র হয়।

হনুমা বরাবরই বড় ইনিংস খেলতে পছন্দ করেন। এহেন হনুমার গতকালই তিনটি ক্যাচ ছেড়েছিলেন বাংলা অধিনায়ক অভিষেক। আজ ম্যাচের শেষ দিন সেই ক্যাচ মিসের সঙ্গে যোগ হয়েছে অনায়াস রান আউটের সুযোগ নষ্টের দৃষ্টান্তও। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে এক পয়েন্টে ম্যাচ শেষের পর আগরতলা থেকে প্রবল হতাশা নিয়ে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘খুব খারাপ খেলেছি আমরা। ক্রিকেটে অনেক সময় এমন হয়। সামনে এখনও বেশ কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে। দেখা যাক কী হয়। এই ম্যাচের ভুল দ্রুত শুধরে নিতে হবে আমাদের।’ টিম বাংলা কবে, কীভাবে তাদের ভুল শুধরে নেবে, আদৌ সেটা সম্ভব হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে জোড়া ম্যাচ জয় দিয়ে রনজি অভিযান শুরুর ফুরফুরে মেজাজ উধাও বাংলা শিবির থেকে।

সঙ্গে দলের তরুণদের প্রতিও অনাস্থা তৈরি হয়েছে। সরাসরি সেই কথা কেউ স্বীকার করতে চাইছেন না। কেন এমন দশা হল ত্রিপুরার বিরুদ্ধে? বাংলা দলের অন্দরে আত্মতুষ্টি কি দানা বেঁধেছে? কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য এমন যুক্তি মানতে চাইছেন না। তাঁর কথায়, ‘আমরা খারাপ খেলেছি ঠিকই। কিন্তু একটা ম্যাচে অনেক সময় এমন হয়।’ এমন ভাবনা থেকে শেষ কয়েক বছর টিম বাংলা ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছে।

এদিকে, পরের রনজি ম্যাচ থেকে সামিকে বিশ্রাম দিয়েছে বাংলা দল।

১৭৪ বলে ১৫৬ রান করলেন যশস্বী

রনজিতেও বিধ্বংসী বৈভব

জয়পুর, ৪ নভেম্বর : প্রথম ইনিংসে ৬৭, দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তবুও দুই ইনিংস মিলিয়ে রাজস্থানের গড়া পাহাড়প্রমাণ রান টপকাতে ব্যর্থ মুম্বই।

রনজি ট্রফির ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে শুরুতে ব্যাট করে ২৫৪ রান করে মুম্বই। জবাবে ৬ উইকেটে ৬১৭ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে

পয়েন্ট খোয়াল মুম্বই

রাজস্থান। দ্বিশতরান করেন দীপক হুডা (২৪৮)। ১৩৯ রান করেন কার্তিক শর্মা। অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন শচীন অশোক যাদব (৯২)। জবাবে চতুর্থ দিনে ম্যাচের শেষপর্যন্ত ব্যাট করে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২৬৯ রান তুলল মুম্বই। ১৫৬ রান করেন যশস্বী। ৬৩ রান করেন মুশির খান। ম্যাচ ড্র। তবে প্রথম ইনিংসে লিড থাকায় রাজস্থান ৩ পয়েন্ট পেল এই ম্যাচ থেকে। ১ পয়েন্ট পেল মুম্বই।

অন্যদিকে রনজির প্লেট গ্রুপের ম্যাচে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ইনিংস খেলল বিহারের বৈভব সূর্যবংশী। ম্যাচে মেঘালয় শুরুতে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ৪০৮ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে। জবাবে ম্যাচের শেষপর্যন্ত ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৫৬ রান তুলল বিহার। এর মধ্যে বৈভব একাই ৬৭ বলে ৯৩ রান করে। অরুণাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে মাত্র ১৪ রান করে ফিরতে হয়েছিল তাকে। মণিপুরের বিরুদ্ধে ব্যাটে নামার সুযোগ হয়নি। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হলেও টি২০-র মেজাজে ব্যাট করে নজর কাড়ল বৈভব।

দরপত্র জমায় আগ্রহ, সময় চাইল দুই কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ কি আদৌ হবে?

গত কয়েক মাস ধরেই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে। সুপার কাপ শুরু হওয়ার পর খানিকটা হলেও আশার আলো দেখা শুরু হয়। অন্তত মাঠে বল গড়াতে শুরু করায় সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করতে শুরু করেন, হয়তো এবার যাবতীয় জট কেটে ফুটবল আবারও ফিরবে। কিন্তু অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বাণিজ্যিক সঙ্গী বাছাই নিয়ে কোনও পরিষ্কার চিত্র না দেখতে পেয়ে ফের একবার আশঙ্কার কালো মেঘ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫ থেকে ৭ নভেম্বর করে দেওয়া হয়েছে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। এরপরেই প্রশ্ন উঠেছে কেন এই রকম করা হল? তাহলে কি তেমন কেউ এখনও আগ্রহ দেখায়নি বলেই সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হল?

ঘটনা খানিকটা যেমন তাই। তেমনি আবার উলটোটাও। এফএসডিএল একেবারেই যে হাত তুলে নিয়েছে তেমনটা নয়। তারাই সবথেকে বেশি আগ্রহী আইএসএল করার বিষয়ে। তবে ফেডারেশনের দেওয়া ৩৭.৫ কোটি টাকা, শুধুমাত্র আইএসএলের জন্য তারা দিতে রাজি নয়। তাছাড়া এফএসডিএলের সবথেকে বেশি আপত্তি অবনমন নিয়ে। যে সব ফ্র্যাঞ্চাইজি টাকা ঢেলেছে, তাদের কেউ যদি অবনমনে পড়ে যায় সেক্ষেত্রে সেই ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার দোষারোপ করবেন এফএসডিএল-কেই। যে সব কোম্পানি দরপত্র তোলার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিল তারা গ্লোবাল টেন্ডারের মাধ্যমে জমা দেওয়ার আগে বিভিন্ন বিষয় জানতে চেয়ে অন্তত ২৩৪টি প্রশ্ন পাঠায় ফেডারেশনকে। যার উত্তর পাওয়ার পরেই নাকি অন্তত দুইটি কোম্পানি বাড়তি আরও দুটো দিন সময় চেয়ে নিয়েছে দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য। সেই কারণেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলে এআইএফএফ সূত্রের খবর। তবে এই দুই কোম্পানির মধ্যে এফএসডিএল-ও আছে কিনা সেটা বলতে চাইছেন না ফেডারেশন কর্তারা। ৭ তারিখের পর পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সারা দেশের ফুটবল মহল।

ক্লাসেনকে ছেড়ে দিচ্ছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : হেনরিখ ক্লাসেন-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ গাঁটছড়ায় ইতি পড়তে চলেছে আসন্ন আইপিএলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিগহিটার তারকাকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চারমিনার শহরের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২০২৪ ফাইনালে দলকে তোলার অন্যতম কারিগর ছিলেন ক্লাসেন। গত মেগা লিগে সাফল্য ধরে রাখতে পারেননি। বিক্ষিপ্ত কয়েকটা ম্যাচ বাদ দিলে ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগেছেন। দলও গোটা লিগে খুঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, নতুন করে টিম সাজানোর ভাবনা।

আসন্ন মিনি নিলামকে পাখির চোখ করছে কাব্যা মারানের দল। গতবার ক্লাসেনকে ২৩ কোটি টাকায় ধরে রাখে সানরাইজার্স। দলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারও ছিলেন। ক্লাসেনের জন্য নিজের চুক্তির অর্থও কমিয়ে দেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এবার সানরাইজার্স চাইছে ক্লাসেনকে ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী নিলামে ২৩ কোটি টাকা নতুন মুখ আনার কাজে ব্যবহার করতে।

চলতি ভাবনায় শেষপর্যন্ত সিলমোহর পড়লে, ক্লাসেনকে নিয়ে পরবর্তী নিলামের আসর উত্তপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি, ইতিমধ্যেই একাধিক দল ক্লাসেনকে পেতে আগ্রহী। সানরাইজার্স ছেড়ে দিলেও নিলামে বড় দর পাওয়া আটকাবে না বছর চৌত্রিশের প্রোটিয়া তারকার। এক আধিকারিক বলেছেন, ‘ক্লাসেনকে ছেড়ে দিলে উপকৃত হবে দল। নিলামে বাড়তি ২৩ কোটি টাকা নিয়ে ঝাঁপাতে পারবে। প্রয়োজনে নিলামে তুলনায় কম দামে ক্লাসেনকে ফের নেওয়ার রাস্তাও খোলা থাকবে।’

মহম্মদ সামি (১০ কোটি), হর্ষল প্যাটেলকেও (৮ কোটি) মোটা অঙ্কের বিনিময়ে দলে নিয়েও সুফল সেভাবে পায়নি হায়দরাবাদ। গোটা লিগেই সামির ফিটনেস ভুগিয়েছে। হর্ষল ১৩ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিলেও ওভার পিছু দশের কাছাকাছি রান দিয়েছে। দুইজনকেই শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে নতুন করে পেস ব্রিগেড সাজানোও গুরুত্ব দিচ্ছে কাব্য মারানের দল।

টিম লখনউর পথে মুডি

এদিকে, লখনউ সুপার জায়ান্টস পরিবারে বড় ভূমিকা নিতে চলেছেন টম মুডি। দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা শেষ পর্যায়ে। প্রাক্তন অজি অলরাউন্ডারকে ফ্র্যাঞ্চাইজির ‘গ্লোবাল ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট’-এর গুরুভার দেওয়া হতে পারে বলে খবর। আইপিএল ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ, দ্য হান্ড্রেডে দল রয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজির।

বর্তমানে টম মুডির জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থ জাস্টিন ল্যাঙ্গার লখনউয়ের হেডকোচের দায়িত্বে। কেন উইলিয়ামসন রয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির পরামর্শদাতা হিসেবে। গত মাসে ৬০-এ পা রাখা মুডির সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২২-এর (সানরাইজার্সের কোচ ছিলেন) পর ফের আইপিএলের কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হবেন মুডি।

দশ বছর পর ফাইনালে বাংলা

অমৃতসর, ৪ নভেম্বর : সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল বাংলা। মঙ্গলবার তারা সেমিফাইনালে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মণিপুরকে। বাংলার হয়ে গোল করে সিধু সোরেন, সাগ্নিক কুণ্ডু ও ভোলা রাজবর। মণিপুরের হয়ে গোল করেন সানাতোম্বা সিং ও মোমো সিং। দীর্ঘ দশ বছর পর সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল বাংলা। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা দিল্লির মুখোমুখি হবে।

ওডিআইয়ে ফিরতে এবির শরণাপন্ন সূর্য!

গোল্ড কোস্টে ছুটির মেজাজে শুভমান-অভিষেকরা

গোল্ড কোস্ট, ৪ নভেম্বর : চলতি টি২০ সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ।

বৃহস্পতিবার গোল্ড কোস্টের কারারা ওভালে প্রথমবার খেলতে নামবে ভারত। সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দুই দলের সামনে। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হতে হোবার্ট থেকে কুইন্সল্যান্ডের গোল্ড কোস্টে সদলবলে পৌঁছে গিয়েছেন গৌতম গম্ভীর।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে গোল্ড কোস্ট বিমানবন্দর থেকে সূর্যকুমার যাদবদের বেড়িয়ে আসার ছবি পোস্ট করা হয়েছে। দলের সঙ্গে দেখা গিয়েছে নীতিশ কুমার রেড্ডিকেও। দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের জন্য ইতিমধ্যে কুলদীপ যাদবকে ছেড়ে দিয়েছে দল। চোটের জন্য গত কয়েক ম্যাচে খেলার পরিস্থিতিতে না থাকলেও দলের সঙ্গে গোল্ড কোস্টে পৌঁছোছেন নীতিশও।

মঙ্গলবার অবশ্য ছুটির মেজাজে কাটাল গোটা দল। শুভমান গিল, অভিষেক শর্মারা একেবারে 'বিচ মোডে'। গোল্ড কোস্টে পা রেখে পৌঁছে যান এখানকার বিশ্ববিখ্যাত সমুদ্র বিচে। সমুদ্র স্নান, বিচে কাটানোর ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন শুভমানরা। চলতি সফরের ব্যস্ত সূচির কারণে 'ছুটি' কাটানোর সুযোগ হয়নি। তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচের মাঝে দিন তিনেকের ব্যবধান। যা হাতছাড়া করেননি তাঁরা।

অপরদিকে, চতুর্থ টি২০ ম্যাচের প্রাক্কালে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব আবার এবি ডিভিলিয়ার্সের শরণাপন্ন! দল ছন্দে থাকলেও সূর্যের ব্যাটে রানের খরা। লম্বা ব্যাডপ্যাচের ধাক্কায় চাপ বাড়ছে। তবে টি২০-র নিম্নমুখী গ্রাফের জন্য নিজের থমকে থাকা ওডিআই কেরিয়ারকে অক্সিজেন জোগাতে এক বার্তায় এবির কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

> এবি, তুমি যদি আমার কথা শুনে থাকো, তাহলে যোগাযোগ করো। আমার সামনে গুরুত্বপূর্ণ ৩-৪ বছর রয়েছে। আমি মরিয়া ওডিআইয়ে খেলতে। প্লিজ সাহায্য করো। টি২০ আর ওডিআইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারছি না।
>
> **সূর্যকুমার যাদব**

আবেগঘন বার্তায় ভারতীয় ক্রিকেটের 'মি. ৩৬০ ডিগ্রি' সূর্য লিখেছেন, 'প্লিজ, এবি আমাকে সাহায্য কর। ওর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করব টি২০ এবং ওডিআই, দুই ফরম্যাটের ভারসাম্য একসঙ্গে কীভাবে বজায় রাখব। আমি এখনও যা করে উঠতে পারিনি। আমার ধারণা টি২০-র মেজাজেই ওডিআই-ও খেলা উচিত। ওকে (এবি) জিজ্ঞাসা করব দুই ফরম্যাটে ও সফল হতে কী করেছে।'

২০২৩-এ শেষবার দেশের হয়ে ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন সূর্য। ৩৭টি ম্যাচ খেললে সাফল্য পাননি। ৭৭৩ রান করেছেন ২৫ ব্যাটিং গড়ে। টি২০-তে যদিও উলটো ছবি। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে দীর্ঘদিন শীর্ষস্থান দখলে রেখেছিলেন। অধিনায়ক হওয়ার পর গ্রাফ নীচের দিকে হলেও এখনও সেরা দশে রয়েছেন।

সূর্য আশাবাদী, তাঁর আবেদন এবির কানে পৌঁছোবে। বলেছেন, 'এবি, তুমি যদি আমার কথা শুনে থাকো, তাহলে যোগাযোগ করো। আমার সামনে গুরুত্বপূর্ণ ৩-৪ বছর রয়েছে। আমি মরিয়া ওডিআইয়ে খেলতে। প্লিজ সাহায্য করো। টি২০ আর ওডিআইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারছি না।'

গোল্ড কোস্টে ফুরফুরে মেজাজে সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিল, রিঙ্কু সিং, অভিষেক শর্মারা।

সম্ভবত আজও গোয়ার বিপক্ষে নেই রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : নিজেদের ঘরের মাঠে তাঁর বিপক্ষে না খেলতে পারার আফসোস আছে সন্দেশ ঝিংগান-উদান্তা সিংদের। সম্ভবত তাঁদের মনের ইচ্ছে এবারও পূরণ হচ্ছে না। যা খবর তাতে রিয়াধেও মানোলো মার্কুয়েজের দলের বিপক্ষে মাঠে নামছেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথম দফায় নিজেদের ঘরের মাঠে অসম্ভব লড়াকু মানসিকতা দেখিয়েও ১-২ গোলে হার আটকাতে পারেননি গোয়ার ফুটবলাররা। এখনও পর্যন্ত সব ম্যাচেই হার। এই রকম একটা দলের বিপক্ষে সম্ভবত মাঠে নামার মতো বাড়তি পরিশ্রম করতে রাজি নন পর্তুগিজ মহাতারকা। তবে তিনি যদি অন্তত রিজার্ভ বেঞ্চেও থাকেন তাহলেও হয়তো তাঁর খানিকটা কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পাবেন ব্রাইসন ফার্নান্ডেজরা।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে আজ

আল নাসের বনাম এফসি গোয়া

সময় : রাত ১১.৪৫ মিনিট
স্থান : রিয়াধ
সম্প্রচার : ফ্যান কোড অ্যাপ

যাওয়ার আগে সুপার কাপে জামশেদপুর এফসি এবং ইন্টার কাশীর বিপক্ষে কর্তৃত্ব নিয়ে জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছে মানোলোর দলের। যা বুধবার আল নাসেরের বিপক্ষে ভালো খেলতে সাহায্য করতে পারে। উলটোদিকে আল নাসের নিজেদের ঘরোয়া ফুটবলে সদ্যই কিংস কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে আল ইত্তেহাদের বিপক্ষে হেরে। ফলে তারাও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে গোয়া ম্যাচকেই হয়তো বেছে নিতে চাইবে। এদিন মানোলো ম্যাচ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই রকম একটা দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলা আমাদের কাছে সম্মানের বিষয়। এটা শুধু গোয়া নয়, সারা ভারতের ফুটবল সমর্থকদের কাছেও। কিন্তু আমরা এখানে শুধুই প্রতিপক্ষকে বাড়তি সম্মান দেখাতে আসিনি। আল নাসেরের মতো দলের বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে চাই।'

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ইরান না যাওয়ার পর তাদের টুর্নামেন্ট থেকে বাতিল করে এএফসি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এফসি গোয়ার হাতেই এখন এদেশের ফুটবল সম্মান নির্ভর করছে।

আল নাসেরের ঘরের মাঠে প্রস্তুতিতে নামছেন এফসি গোয়ার সন্দেশ ঝিংগান।

২ ম্যাচ নির্বাসিত রউফ, জরিমানা স্কাইকে

দুবাই, ৪ নভেম্বর : ফাইনালের ৩৭ দিন পর এশিয়া কাপে বিতর্কিত আচরণের জন্য শাস্তি দিল আইসিসি। পাক পেসার হ্যারিস রউফ ১৪ ও ২৮ সেপ্টেম্বরের ম্যাচে হাতের ইশারায় ভারতের ছয়টি যুদ্ধবিমান নামানোর ইঙ্গিত করেছিলেন। যার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আইসিসি-র কাছে অভিযোগ করে। এজন্য মঙ্গলবার ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা তাঁকে ২ ম্যাচ নির্বাসন দিয়েছে। সঙ্গে ৩০ শতাংশ করে ৬০ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা করা হয়েছে। নির্বাসিত থাকায় এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। পরের ম্যাচেও তাঁকে বাইরে থাকতে হবে। এশিয়া কাপে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে ২ ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়ার সঙ্গে ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় স্কাই উৎসর্গ করেছিলেন ভারতীয় সেনা ও পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হানায় নিহতদের প্রতি। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে পাক ক্রিকেট বোর্ড রাজনৈতিক মন্তব্য করার অভিযোগ এনেছিল। যার জেরে সূর্যকে ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ জরিমানা ও ২ ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। এশিয়া কাপ ফাইনালে রউফকে বোল্ড করে জসপ্রীত বুমরাহ হাতের ইশারায় বিমান নামানোর ইঙ্গিত করেছিলেন। এজন্য তাঁকে সতর্ক করে আইসিসি ১ ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে। সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করে সাহিবজাদা ফারহান গান সেলিব্রেশন করেছিলেন। যে আচরণ নিয়ে তাঁর দাবি ছিল, পাকিস্তানের পাখতুন গোষ্ঠীর লোকেরা এভাবেই সাফল্য উদযাপন করে। সঙ্গে অতীতে মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলিদেরও গান সেলিব্রেশনের উদাহরণ টেনে আনায় ১ ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েই আইসিসি সাহিবজাদাকে ছাড় দিয়েছে।

আগ্রাসী অভিষেকের প্রশংসায় অজি স্পিনার

গোল্ড কোস্ট, ৪ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও অভিষেক শর্মার 'দাদাগিরি' অব্যাহত।

পরিস্থিতি, পরিবেশ, পিচের চরিত্র বদলালেও 'শর্মাজি কি বেটা' রয়েছেন নিজের মেজাজেই। অভিষেকের যে বিস্ফোরক মেজাজকে কুর্নিশ জানাতে বাধ্য হচ্ছে অজি শিবিরও। অ্যাডাম জাম্পার অবর্তমানে চলতি টি২০ সিরিজে অজি স্পিন ব্রিগেডের দায়িত্বে থাকা ম্যাট কুহনেম্যানের মতে অভিষেক দুরন্ত প্রতিভা। অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি পিচের চ্যালেঞ্জ যেভাবে সামলাচ্ছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে।

বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্যাচ। টাই ভেঙে (১-১) সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার পালা। কুহনেম্যানের বিশ্বাস, জোশ হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে নতুন বলের দায়িত্ব সামলানো জেভিয়ার বার্টলেট এবং বেন ডোয়ারশুইস শুরুতেই অভিষেক-কাঁটা সরিয়ে দিতে সমর্থ হবেন। ভারতের বাঁহাতি ওপেনারকে 'এক্স ফ্যাক্টর' আখ্যা দিয়ে কুহনেম্যান বলেছেন, 'দুর্দান্ত প্রতিভা। প্রথম বল থেকে প্রহারের মেজাজে থাকে। বৃহস্পতিবার নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত লড়াই হতে চলেছে। আশা করি বার্টলেট, ডোয়ারশুইসরা প্রথম দুই ওভারের মধ্যে ওকে ফেরাতে সক্ষম হবে।'

'আশা করি দ্রুত ওকে ফেরানো যাবে'

হোবার্টে ভারত দাপট দেখিয়েছে। গৌতম গম্ভীরের দলের যে ব্যাটিং গভীরতার সামনে হার মেনেছে অজি বোলিং। নাথান এলিস দারুণ বল করলেও হ্যাজেলউডের অভাব ভালোমতো টের পাওয়া গিয়েছে। চতুর্থ ম্যাচে হ্যাজেলউডের সঙ্গে নেই ট্রাভিস হেডও। তবে ফিরতে চলেছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। কুহনেম্যান আশাবাদী, যাঁরা আছেন, তাঁরা সিরিজের অসম্পূর্ণ কাজটা সম্পূর্ণ করে ফেলবেন। দলের ওপর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস রেখে অজি স্পিনার বলেছেন, 'পরের ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর টি২০ ম্যাচে ছন্দে থাকা জরুরি। শেষ দুই ম্যাচে আশা করি সেই ছন্দটা ভারতের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারব এবং জিতব। আমাদের মূল লক্ষ্য সেটাই।'

আগ্রাসনে কোনও কাটছাঁট হবে না। তৃতীয় ম্যাচে টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসের ঝোড়ো ব্যাটিং চিন্তায় ফেলেছিল ভারতীয় শিবিরকে। কুহনেম্যানের বিশ্বাস, আগ্রাসী ক্রিকেট বজায় থাকবে শেষ দুই ম্যাচে। ভয়ডরহীন ক্রিকেট পরিকল্পনায় পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। বলেছেন, 'প্রথম বল থেকেও বিস্ফোরক ব্যাটিং করেছে টিম ডেভিড। মিডল অর্ডারে নেমে দ্রুত ম্যাচের রং বদলে দেয়। তবে মাঝের ওভারে উইকেট নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ দুই দলের জন্য।'

সোমবার পৌঁছোচ্ছেন গিলরা

রবিবার কলকাতায় আসছেন বাভুমারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : উৎসবের মরশুম শেষ। আর উৎসবের মরশুম শেষের পরই কলকাতায় শুরু হচ্ছে ক্রিকেট উৎসব।

১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজ। সেই টেস্টের লক্ষ্যেই আগামী রবিবার কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন টেম্বা বাভুমারা। সোমবার থেকে ইডেনে অনুশীলন করার কথা দক্ষিণ আফ্রিকা দলের। আর সেদিনই রাতে কলকাতায় পা রাখতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টি২০ সিরিজ খেলতে এখন ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। পাঁচ ম্যাচের চলতি টি২০ সিরিজের তিনটি ম্যাচ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। সিরিজের ফল এখন ১-১। বাকি রয়েছে দুটি ম্যাচ। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সূর্যকুমার যাদবদের শেষ টি২০ ম্যাচ। সেই ম্যাচের পরই ভারতীয় দল দেশে ফিরবে। টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমান গিলও সতীর্থদের সঙ্গে দেশে ফিরবেন। ফেরার পরই শুভমানকে চলে আসতে হবে কলকাতায়। ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আগ্রহের মূলে অধিনায়ক শুভমান। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার পর প্রথমবার ইডেনে খেলতে নামবেন গিল। শুধু তাই নয়, আগ্রহ রয়েছে ঋষভ পন্থকে কেন্দ্র করেও। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দল ঘোষণা এখনও না হলেও ঋষভ ফিট। ইডেন টেস্টের ভারতীয় স্কোয়াডে তিনি থাকতে চলেছেন বলে খবর।

প্লেট গ্রুপের টি২০-তে সেরা ক্রিকেটার সময়িতা।

বিসিসিআই প্রতিযোগিতায় সেরা সময়িতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : বিসিসিআইয়ের মহিলাদের প্লেট গ্রুপের টি২০ প্রতিযোগিতায় সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন অগ্রগামী সংঘের কোচিং সেন্টারের সময়িতা রায়প্রধান। তাঁর কোচ জয়ন্ত ভৌমিক বলেছেন, 'আলিপুরদুয়ারের সময়িতা সিকিমের কলেজে পড়ায় ওই রাজ্যের দলে সুযোগ পেয়েছে। ফাইনালে নাগাল্যান্ডকে হারিয়ে সিকিমকে চ্যাম্পিয়ন করেছে সময়িতারা। প্রতিযোগিতায় ৪টি ম্যাচে মাঠে নেমে সময়িতা ৪৬ গড়ে ১৩৮ রান করেছে। ওর সর্বাধিক রান ছিল ৪৭। এখন সময়িতা নাগাল্যান্ডে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হয়ে জোনাল প্রতিযোগিতায় খেলছে।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ছুটছে আর্সেনাল, ড্র নাপোলির

ম্যাঞ্চেস্টার, ৪ নভেম্বর : প্রিমিয়ার লিগে ১০ ম্যাচে ৮ জয় নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে আর্সেনাল। সেই দাপটই তারা দেখাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও। মঙ্গলবার স্লাভিয়া প্রাগকে ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় টানা চতুর্থ জয় আর্সেনাল পেয়ে গেল। অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩২ মিনিটে বুকায়ো সাকা পেনাল্টি থেকে গোল করে তাদের এগিয়ে দেন। ৪৬ ও ৬৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন মিকেল মেরিনো। অন্যদিকে, নাপোলি গোলশূন্য ড্র করেছে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের সঙ্গে।

তিন ম্যাচে দুটো জয়, একটা ড্র। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মুখোমুখি হওয়ার আগে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে বুধবার রাতে মাঠে নামছে নীল ম্যাঞ্চেস্টার। তার আগে ব্যতিক্রমী পথে হাঁটলেন সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক-ম্যাচ অনুশীলন বাতিল করেছেন তিনি। কারণ হিসাবে গুয়ার্দিওলা জানিয়েছেন, ফুটবলারদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সতেজ রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত। তিনি বলেছেন, 'এই প্রথম নয়, অতীতেও আমি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচের পর দল ক্লান্ত।' বিশেষজ্ঞমহলের ধারণা, ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাপমুক্ত রেখে তাদের থেকে সেরাটা বের করতেই এই কৌশল গুয়ার্দিওলার। এখন দেখার এই বিশ্রাম ম্যান সিটির পারফরমেন্সে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে কি না।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

পাফোস এফসি বনাম **ভিয়ারিয়াল**
কারাবাগ এফকে বনাম **চেলসি**
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট

আয়াখস আমস্টারডাম বনাম **গালাতাসারে**
ক্লাব ব্রাগ বনাম **বার্সেলোনা**
বেনফিকা বনাম **বেয়ার লেভারকুসেন**
মার্সেই বনাম **আটালান্টা**
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম **বরুসিয়া ডর্টমুন্ড**
নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম **অ্যাথলেটিক বিলবাও**
ইন্টার মিলান বনাম **কাইরাত আলমাটি**
সময় : রাত ১.১৫ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

ডর্টমুন্ড আবার সিটি তারকা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের পুরোনো ক্লাব। তাদের বিরুদ্ধে নামার আগে হাল্যান্ড জানালেন, 'ডর্টমুন্ডে অনেক ভালো সময় কাটিয়েছি। এখনও ওই দলে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু রয়েছে। তাই এই ম্যাচটা খেলা আমার কাছে একটু অন্যরকম অনুভূতি।' তবে মাঠে ম্যান সিটির হয়ে সেরাটা উজার করে দিতে তৈরি বলে জানালেন হাল্যান্ড।

অন্যদিকে, ক্লাব ব্রাগার মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। লা লিগা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের থেকে এই মুহূর্তে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে বার্সা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিন ম্যাচে দুটো জিতলেও একটা ম্যাচ হেরে রয়েছে কাতালান জায়েন্টরা। তুলনামূলকভাবে প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও তাই সতর্ক বার্সা শিবির।

পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দিচ্ছেন বুকায়ো সাকা।

সময় চাইলেন সঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : সোমবার আইএফএ কোচেস কমিটির সভায় সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাঁর প্রশিক্ষণে গতবছর সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। মঙ্গলবার আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত নিজে সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলেন। আইএফএ সচিবকে সন্তোষজয়ী এই কোচ জানিয়েছেন, তিনি এই মুহূর্তে কলকাতার বাইরে রয়েছেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার থেকে কিছুদিন সময় চেয়েছেন সঞ্জয়। এখনও আইএসএল বা আই লিগ শুরু হয়নি। তাই কোনও ক্লাব সঞ্জয়কে প্রস্তাব দেয় কিনা সেটা মাথায় রেখেই হয়ত আইএফএ-এর কাছে থেকে সময় চেয়েছেন তিনি।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে গত ২৭শে অক্টোবর মধ্যরাতে আমার মা শ্রীমতি শ্যামলিমা দাস সরকার জলপাইগুড়ির নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আগামী ৮ই নভেম্বর, ২০২৫ সকাল সাড়ে নয়টায় জলপাইগুড়ির ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং ৯ই নভেম্বর 'ঐতিহ্য ভবন'-এ 'মৎসমুখ' আয়োজন করা হয়েছে। মায়ের সহকর্মীসহ সকল পরিচিতজনকে উপস্থিত থাকার জন্য একান্ত অনুরোধ। ইতি—
শোকসন্তপ্ত কন্যা শতাবরী (রিম্পা)

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা অজয় মান্ডি - কে

14.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78H 65485 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে সত্যিই কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে কোটিপতি হওয়ার এই সুবর্ণ একটি সুযোগ প্রদান করার জন্য। আমার হৃদয় আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় উপচে পরছে। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা দিন বলে উপলব্ধি হচ্ছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন রূপম রায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

ড্র ওয়াইএমএ-সূর্যনগরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার ওয়াইএমএ ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ২-২ গোলে ড্র করে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ওয়াইএমএ-র খুল্লাকপাম সেকির ও নয়ন প্রধান গোল করেন। সূর্যনগরের গোলস্কোরার শ্যামল চম্প্রমারি ও রূপম রায়। ম্যাচের সেরা হয়ে রূপম পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। বুধবার খেলবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব।

জয়ী জিওয়াইএসসি

বাগডোগরা, ৪ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে মঙ্গলবার জিওয়াইএসসি খড়িবাড়ি ২-০ গোলে হারিয়েছে ভুজিয়াপানিকে। দিলদার খান ও কৃষ্ণা টুডু গোল করেন। বুধবার খেলবে বাগডোগরা উড়সা অ্যাকাডেমি এবং কদমতলা এফসি।

আকাশের বদলে রনিকে খেলানো নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল শিলিগুড়ি বিকাশ। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদে তাদের ২১ রানে বর্ধমান ব্লুজ হারিয়েছে। এই ম্যাচে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়া আকাশ তরফদারের পরিবর্তে শিলিগুড়ি দলে এসেছিলেন রনি মিত্র। মাত্র ২ রান করে রনি আউট হয়ে যাওয়ায় তাঁর নির্বাচন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সঙ্গে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের একটি মহল থেকে শিলিগুড়ি দলের কোচ রণজয় রক্ষিত ও রনি দুইজনেই অগ্রগামী সংঘের হওয়ায় এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। রণজয় অবশ্য বলেছেন, 'আমি একা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। অধিনায়ক-সহ অধিনায়কের সঙ্গে আলোচনা করে পিচ-পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখেই পরিবর্তন করা হয়।' ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদারও বলে দিয়েছেন, প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে কোনও চাপ দিই না আমরা। কোচ-ম্যানেজার-অধিনায়ক মিলেই ঠিক করেন।'

বিদায় শিলিগুড়ির

উত্তরের খেলা

টসে জিতে বর্ধমান ১৪৮ রানে অল আউট হয়। ভালো বোলিং করেন অনীক নন্দী (২১/২), মিথিলেশ দাস (২২/২) ও সোনুকুমার সিং (২৬/২)। জবাবে শিলিগুড়ি ৯ উইকেটে ১২৭ রানে আটকে যায়। সর্বাধিক ৪৪ রান মিথিলেশের। সোনু ১৯ রান করেছেন।